मॅट्रिकच्या विद्यार्थ्यांकरिता अन्य प्रकाशने

1. Sure Success in English — Shri V. G. Vyas — 1-15
   B. A., B. T. (Gold Medalist)
   Teacher, C. P. & Berar High School, Nagpur.

२. हिन्दी की पूर्ण तैयारी — ,, ,, — १-१५

३. मराठीची पूर्ण तयारी — श्री. ल. कृ. चवरे — १-३५
   B. A.

४. सामान्य विज्ञानाची पूर्ण तयारी — श्री. श. गो. सबनवीस — १-१५
   बी. ए., बी. एस. सी., बी. टी.
   शिक्षक, सी. पी. ॲण्ड बेरार हायस्कूल, नागपूर

५. रसायनशास्त्राची तयारी — श्री. श. गो. सबनवीस — १-१०
   बी. ए., बी. एस. सी., बी. टी.
   शिक्षक, सी. पी. ॲण्ड बेरार हायस्कूल, नागपूर

६. अर्थशास्त्राची पूर्ण तयारी — श्री. कावरे — १-१८
   बी. ए., बी. टी.
   शिक्षक, न्यू इंग्लिश हायस्कूल, नागपूर

७. भूगोलाची पूर्ण तयारी — श्री. कावरे — १-१५
   बी. ए., बी. टी.
   शिक्षक, न्यू इंग्लिश हायस्कूल, नागपूर

८. नागरिकशास्त्राची पूर्ण तयारी — श्री. ल. कृ. चवरे — १-१५

९. कोष्टकांची पूर्ण तयारी — श्री. कावरे — १-२५
   बी. ए., बी. टी.
   शिक्षक, न्यू इंग्लिश हायस्कूल, नागपूर

पदमिलवार प्रकाशन
श्रीराम बुक डेपो, टिळक रोड,
महाल, नागपूर २.

দময়ন্তী

(পৌরাণিক নাটক)

শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত।

ত্রৈলোক্যতারিণী ও বহু যাত্রা-সম্প্রদায়ে
সুখ্যাতির সহিত অভিনীত।

ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—
১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড,—কলিকাতা।
শ্রীকানাইলাল শীল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

[illegible] সাল।

কুশীলবগণ।

পুরুষ।

মুরলীধর	...	...	বালকবেশে নারায়ণ।
নল	...	...	নিষধরাজ।
পুষ্কর	...	...	ঐ সহোদর।
ইন্দ্রসেন	...	...	ঐ পুত্র।
রণজিৎ সিংহ	...	...	ঐ সেনাপতি।
গুণাকর	...	...	ছদ্মবেশী কলি।
সুধাকর	...	...	ছদ্মবেশী দ্বাপর।
ঋতুপর্ণ	...	...	অযোধ্যাপতি।
ভীম	...	...	বিদর্ভরাজ।
বজ্রনাদ	...	...	পুষ্কর-সেনাপতি।
~~ধনুর্দ্ধর~~	~~...~~	~~...~~	~~পুষ্কর-বিদূষক।~~
~~বাদল~~			~~ঐ ছাত্র।~~
বাহুক	...	...	সারথীবেশে নল।
বিশে ক্ষ্যাপা	...	...	পাগলবেশী অবন্তী-রাজপুত্র।
সুদেব	...	...	ব্রাহ্মণ।

দ্বাপর, কলি, ভাগ্যবিধাতা, মন্ত্রী, ঘাতক, দুত, প্রহরী, প্রতিহারী,
ঝাড়ুদার, বণিকগণ, সৈন্যগণ, ব্যাধগণ, নগরবাসী
বালকগণ ইত্যাদি।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী প্রণীত—

"গণেশ-অপেরা"র নূতন নূতন নাটক ॥

আদিশূর

কনোজরাজ বীরসিংহের সহিত বঙ্গগৌরব আদিশূরের যুদ্ধ, বৌদ্ধ-কবল হইতে হিন্দু-ধর্ম্মের পুনরুত্থান, অগ্নিকাণ্ডে বৌদ্ধমেলাধ্বংস, রাজপুত্রের সর্পাঘাত, রাজভ্রাতা অনাদিসেনের নির্ম্মম প্রাণদণ্ড, মালব-রাজমাতা অপরাজিতার প্রতিহিংসা, রাজকুমারী লক্ষ্মীর অদ্ভুত আত্ম-ত্যাগ, মুরলীর প্রেমোন্মাদনা, প্রেম-প্রত্যাখ্যাত কীর্ত্তনের লোমহর্ষণ হত্যা, আর সেই কুট-রাজনীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ তর্কশীলের ভীষণ কার্য্য-কলাপে বিস্মিত হইবেন। মূল্য ১॥০ টাকা।

বরাহরূপী নারায়ণের ঔরসে পৃথিবীর গর্ভে নরকের আশ্চর্য্য উৎপত্তি, নারায়ণ সকাশে নরকের জন্য পৃথিবীর অভয়প্রার্থনা, শিশি-রায়ণ ও শঙ্খনাদের অদ্ভুত আত্মত্যাগ, কৌশলে দৈত্যরাজকুমারী স্বর্গের সহিত নরকের বিবাহ, নরকের মাতৃপূজা ও ষোড়শ সহস্র কুমারীহরণ, বিশ্বকর্ম্মার বন্দীত্ব ও দুর্গনির্ম্মাণ, সত্যভামারূপে পৃথিবীর জন্ম, শ্রীকৃষ্ণের সহিত নরকের যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণের পরাজয়, নরকধ্বংসের সম্মতিলাভ, নরকাসুরের মৃত্যু, স্বর্গের সহমরণ প্রভৃতি। মূল্য ১॥০ টাকা।

ধনুর্যজ্ঞ

কংস কর্ত্তৃক বসুদেব ও দেবকীকে কারাগারে নিক্ষেপ, দেবকীর ছয় পুত্র হত্যা, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, পুতনাবধ, রজকবধ, কংস কর্ত্তৃক ধনুর্যজ্ঞের আয়োজন, কংসবধ প্রভৃতি। সেই রঙ্গ, মায়াসুর, গন্ধমাদন, উত্তম, আকিঞ্চন সবই আছে। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধিকা ও যশোদার গানে মুগ্ধ হইবেন। মূল্য ১॥০ টাকা।

দাক্ষিণাত্য

ঐতিহাসিক নাটক। ইহাতে দেখিবেন—রক্তপিপাসু নিষ্ঠুর বাদশাহ মহম্মদ তোগলকের আদেশে ভারতব্যাপী হাহাকার—মহারাষ্ট্রীয় জ্যোতির্ব্বিদ ব্রাহ্মণ পুত্রশোকাতুর গঙ্গুর আশ্চর্য্য প্রতিহিংসা—ক্রীতদাস জাফরের অসামান্য স্বার্থত্যাগ—সম্রাটনন্দিনী গর্ব্বিতা সাকিনার চমৎকার পরিবর্ত্তন—ব্রাহ্মণের ক্ষমা ও ত্যাগ। আরও দেখিবেন—বুকারায়, গায়ত্রী, হরিহর, মঞ্জুলা সায়নাচার্য্য প্রভৃতি চরিত্রের ক্রমবিকাশ, বাণী ও গুলনেয়ারের প্রাণমাতান সঙ্গীতের সুমধুর ঝঙ্কার। মূল্য ১॥০ টাকা।

মহিমময়ী গঙ্গার পবিত্র কাহিনী, সাধনা ও ত্যাগের অবতার জহ্নুর অমানুষিক কার্য্যকলাপ, পিতৃ-মাতৃ-ত্যক্ত সুপ্রয়ের অপূর্ব্ব কাহিনী, সংকল্পের ভীষণ প্রতিহিংসা, পতিতা উপেক্ষিতা তরলার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন, গঙ্গা ও মহাদেবের বিরোধ, আজমীর ও প্রয়াগের ভীষণ সংঘর্ষ। সেই পুরুষীর চৈতন্য, মদন মালী প্রভৃতি সবই আছে। (সচিত্র) মূল্য ১॥০ টাকা।

কুশীলবগণ।

স্ত্রী।

লক্ষ্মী, সরস্বতী, রাজলক্ষ্মী, নিদ্রা, তন্দ্রা, নিয়তি।

দময়ন্তী	...	...	নল-পত্নী।
মনোরমা	...	...	পুষ্কর-পত্নী।
ইন্দ্রসেনা	...	...	রাজকুমারী।
সুনন্দা	...	...	চেদীরাজ সুবাহুর কন্যা।
রাজমাতা	...	...	সুবাহুর বিধবা পত্নী।
ভীম-রাজমহিষী	...	...	দময়ন্তীর মাতা।
সুলোচনা	...	...	মনোরমার দাসী।

নাগরিকাগণ, ঝাড়ুদারণীগণ, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।

সুপ্রসিদ্ধ যাত্রাদলের নূতন নাটক ঃ

ভাগ্যদেবী শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের থিয়েট্রিকেল যাত্রা-পার্টি কর্তৃক যশের সহিত অভিনীত। বরাহ, মিহির ও খনার অদ্ভুত জীবনী পাঠে মুগ্ধ হইবেন। সেই নেত্রবান,ইন্দুনাথ, গোলোকচাঁদ,বিক্রমাদিত্য, শান্তশীল, বাঁশরী, বিজলী. অলকা, লম্বাদাড়ী সবই দেখিতে পাইবেন। বেতাল ও বাঁশরীর প্রত্যেক গানই মধুর। মূল্য ১।৷০ টাকা।

দময়ন্তী প্রবীণ নাট্যকার শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত। কলিকাতা ও মফঃস্বলের বহু প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রার দলে অভিনীত হইতেছে। ইহাতে সেই নল, পুষ্কর, কলি, রণজিৎ, গুণাকর, সুধাকর, বজ্রনাদ, ধনুর্দ্ধর, বাদল, সুনন্দ, মনোরমা, সুলোচনা প্রভৃতি সবই দেখিতে পাইবেন। বিশে পাগলা, মুরলীধর ও নিয়তির সুললিত সঙ্গীতে মুগ্ধ হইবেন। (সচিত্র) মূল্য ১।৷০ টাকা।

পাষাণী শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। সুবিখ্যাত সতীশ মুখার্জ্জীর যাত্রার "বিজয়-বৈজয়ন্তী"। স্বামী-দেবতার অভিশাপে অহল্যা কিরূপে পাষাণী হইলেন, আবার শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীচরণস্পর্শে পাষাণী অহল্যা কেমন করিয়া মানবী হইলেন, তাহার জীবন্ত চিত্র দেখুন। অভিনয় দর্শনে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, পাঠ করিলে পাষাণ প্রাণও বিগলিত হয়। সহজে অভিনয় হয়। (সচিত্র) মূল্য ১।৷০ টাকা।

অজাদেবী শ্রীনিতাইপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। সুপ্রসিদ্ধ সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায়ের দলে অভিনীত। অযোধ্যার রাজপুত্র দণ্ডের ছদ্মবেশে শুক্রাচার্য্যের কন্যা অজার পাণিগ্রহণ, অজার পুত্রপ্রসব, শুক্রাচার্য্য কর্তৃক অভিশাপ প্রদান, পিতা-পুত্রীর দারুণ সংঘর্ষ, মন্ত্রী আশাগুপ্ত কর্তৃক রাজ্যাপহরণ, শুক্রাচার্য্যের ভীষণপ্রতিহিংসা, অজার আত্মদান প্রভৃতি ঘটনায় পূর্ণ। (সচিত্র) মূল্য ১।৷০ টাকা।

রত্নাকর শ্রীভূপতিচরণ স্মৃতিতীর্থ প্রণীত, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখার্জ্জীর যাত্রাদলে যশের অভিনয়। দস্যু রত্নাকর কিরূপে মহাকবি বাল্মিকী হইয়াছিলেন, সেই অপূর্ব্ব ঘটনাবলী পাঠ করুন। নিষ্ঠুরতার মধ্যে দয়া, অত্যাচারের মধ্যে উদারতা, দস্যুতার মধ্যে অপার্থিব মহত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। ইহাতেই সেই রতনদাস, সবিতা, তর্কানন্দ, সোণামণি, করুণাময়ী সবই আছে। মূল্য ১।৷০ টাকা।

রাখীবন্ধন শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। এই ঐতিহাসিক নাটকখানি অভিনয় করিয়াই বীণাপাণি-নাট্যসম্প্রদায় নাট্যজগতে সুপরিচিত হইয়াছেন। চিড়িমারপুত্র মন্নুলালের সহিত রাজপুত্রী লক্ষ্মীর বিবাহ, বিলাসী রাণার ঔদাসীন্যে মালবাধিপতি বাহাদুরসার মেবার আক্রমণ, মেবারের বিরুদ্ধে মন্নুলালের যুদ্ধ, সূর্য্যমলের কুট অভিসন্ধি,সা-সুজার বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি। মূল্য ১।৷০ টাকা।

রাজ্যশ্রী শ্রীভূপতিচরণ স্মৃতিতীর্থ প্রণীত। প্রসিদ্ধ মুখার্জ্জি-অপেরায় যশের সহিত অভিনীত হইতেছে। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের ভীষণ সংঘর্ষণ, বৌদ্ধ কাপালিকগণের ভীষণ অত্যাচার, বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধনে গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের বিপুল যুদ্ধায়োজন, শশাঙ্কের পত্নী অর্পণাদেবীর প্রবল সাম্রাজ্যলালসা, যুদ্ধে রাজ্যশ্রীর স্বামী গ্রহবর্ম্মার পতন ও রাজ্যশ্রীকে বন্দিনী করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ, হর্ষবর্দ্ধনের পলায়ন, ভৈরবানন্দের ভীষণ প্রতিহিংসা প্রভৃতি। মূল্য ১।৷০ টাকা।

দময়ন্তী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নির্জ্জন প্রদেশ।

কলি ও দ্বাপর।

কলি। শোন দ্বাপর!
চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাহি এ সংসারে।

দ্বাপর। বল কি হে কলি!
চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাহি এ সংসারে?

কলি। সত্য কথা,—
পুনঃ বলি শোন—
চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাহি এ সংসারে।

দ্বাপর। শুনালে আশ্চর্য্য বড়,
সব কার্য্য চেষ্টাতে সম্ভব?
বল দেখি কলি!
কবে কেবা পেরেছে চেষ্টায়
আকাশে কুসুম-তরু করিতে রোপণ?
কবে কেবা পেরেছে চেষ্টায়
অতল সাগর-বারি করিতে নির্ণয়?
কবে কেবা বল দেখি কলি!

চেষ্টাবলে পারিয়াছে
রবি শশীর উদয়াস্ত করিতে অন্যথা
বল দেখি, কবে কোন্ চেষ্টাশীল
সহস্র চেষ্টায় পারিয়াছে করিতে খনন
মরুমাঝে স্বচ্ছ সরোবর ?
কি আশ্চর্য্য ! তবু বল—
চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাহি এ সংসারে।

কলি। হাঁ,—তবু বলি শতবার,
চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাহি এ সংসারে।
চেষ্টাবলে কত চেষ্টাশীল
করিয়াছে অসাধ্য সাধন।
বলি, শোননি কি ইতিহাস তার ?
চেষ্টাবলে মহর্ষি অগস্ত্যদেব
নিঃশেষিলা গণ্ডূষেতে অসীম বারিধি।
একমাত্র চেষ্টার সহায়ে ক্ষুদ্র ভগীরথ
ব্রহ্ম-কমণ্ডলু হ'তে আনি ভাগীরথী,
সমস্ত সগর-বংশ করিল উদ্ধার।
চেষ্টাবলে কত হঠযোগী,
শূন্যপক্ষে মহাশূন্যে করিছে ভ্রমণ।
চেষ্টাবলে সুরগণ সমুদ্রমন্থনে
সুধাভাণ্ড লভি,
মৃত্যুঞ্জয়ী অমরত্ব করিয়াছে লাভ।
অসম্ভব নাহি কিছু ভবে।
সকলি সম্ভব জেনো এ সংসার মাঝে।

দ্বাপর। তা হ'লে তুমি সত্য সত্যই নলকে উচ্ছন্নে দেবে ব'লে সঙ্কল্প করেছ ?

কলি। নিশ্চয়ই ! শুধু সঙ্কল্প করা নয়, সঙ্কল্প অনুযায়ী কার্য্যও আরম্ভ ক'রে দিয়েছি।

তোমার এ দুরাশাকে ধন্যবাদ !

কলি। আজ কেন দ্বাপর ! চিরদিনই তো আমি দুরাশাকে ল'য়ে খেলা করতে ভালবাসি। সাধারণে যে বিষয়কে অসম্ভব ব'লে তা হ'তে দূরে স'রে দাঁড়ায়, আমি কিন্তু অতি উৎসাহের সহিত তাকে প্রিয়তম ব'লে সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি।

দ্বাপর। এরূপ ক'রে লাভ কি হয় ?

কলি। পরম আনন্দ পাই, মহাশান্তি অনুভব করি।

দ্বাপর। একজন নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে বিনা কারণে বিপন্ন ক'রে তোমার খুব আনন্দ হয় ? এও তোমার চরিত্রের একটী বিশেষত্ব, সন্দেহ নাই।

কলি। তোমরা যেস্থানে কারণ অনুসন্ধান ক'রে পাও না, আমি কিন্তু প্রয়োজন মত সেখানে একটা না একটা কারণের সূত্র খুঁজে বের ক'রে নিই।

দ্বাপর। বুদ্ধির বাহাদুরী বটে ; কিন্তু বল দেখি, উপস্থিত নল সম্বন্ধে তুমি কোন্ সূত্র ধ'রে তার সর্ব্বনাশসাধন করতে উদ্যোগী হয়েছ ?

কলি। দময়ন্তীর স্বয়ম্বরই তার মূল সূত্র।

দ্বাপর। ঠিক্ বুঝতে পারলাম না। আরও একটু পরিষ্কার ক'রে বল।

কলি। দেবগণের প্রার্থনা ভঙ্গ ক'রে দময়ন্তী নলকে পতিত্বে বরণ করেছিল, তাতে দেবগণকে নিতান্ত অপমানিত করা হয়েছে। এও একটা প্রধান কারণ-সূত্র নয় ?

দ্বাপর। স্বীকার করি, তাতে দময়ন্তীরই অপরাধ হ'তে পারে, কিন্তু নলরাজ সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপরাধ।

কলি। সুরগণ নলকে তাঁদের দৌত্যকার্য্যে নিয়োজিত ক'রে দময়ন্তীর নিকট পাঠান, এ কথা বোধ হয় তোমার শোনা আছে?

দ্বাপর। হাঁ আছে; তাতে নলের অপরাধ কি হয়েছিল? নলও তো সাধ্যমত তার সে দৌত্যকার্য্যে ত্রুটী করে নাই। দময়ন্তীই এক নল ব্যতীত অন্য কাকেও বরণ করতে তখন অস্বীকৃতা হয়।

কলি। সে দৌত্যে যে নলের কোনও ত্রুটী ছিল না, তুমি তা বিশ্বাস কর দ্বাপর?

দ্বাপর। নল সম্বন্ধে সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।

কলি। তা হ'লে তুমি মানব-চরিত্র কিছুমাত্র অধ্যয়ন করনি।

দ্বাপর। সাধারণ মানবের সঙ্গে নলরাজার তুলনা হ'তেই পাবে না।

কলি। না পারুক, তথাপি নল মানুষ। মানুষের স্বভাবসিদ্ধ দৌর্ব্বল্য এবং বিশ্বাসঘাতকতার হাত হ'তে নলও অব্যাহতি লাভ করতে পারে নাই। নতুবা সভাস্থলে যখন ইন্দ্র, অগ্নি, যম, বরুণ, এরা চারজনেই নলের সঙ্গে নলের মূর্ত্তি ধারণ করে দময়ন্তীকে পরীক্ষা করবার জন্য বরবেশে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন দময়ন্তী কেমন ক'রে দৈব মায়া বুঝতে পেরে প্রকৃত নলকে বরমাল্য প্রদান করলে? তুমি কি এখনও বলতে চাও, নলের এ বিষয়ে কোনও শঠতা ছিল না? নিশ্চয়ই নলের কোন অলক্ষিত ইঙ্গিতে দময়ন্তী তাকে চিনবার সূত্র পেয়েছিল।

দ্বাপর। জানি না, নলের চরিত্র এতদূর কলুষিত কি না!

কলি। ব'লেইছি তো, তুমি মানব-চরিত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রে দেখ নাই। আমি বিশেষ তন্ন তন্ন ক'রে লোক-চরিত্র বিশ্লেষ করেছি।

মানুষের অসম্ভব ও অসাধ্য দুষ্কার্য্য কিছুই নাই। একমাত্র কামিনী ও কাঞ্চনের প্রলোভন দেখিয়ে মানুষের দ্বারা করান যেতে না পারে, এমন কার্য্যই নাই। তারও উৎকৃষ্ট প্রমাণ আজ তোমাকে হাতে হাতেই দেখিয়ে দেবো। ঐ নলের কনিষ্ঠ সহোদর পুষ্করকেই আমার বর্ত্তমান অভিপ্রেত কার্য্যের একমাত্র নায়করূপে স্থির করেছি। তাকেই সম্মুখে রেখে আমি অন্তরাল হ'তে কাজ ক'রে যাবো।

দ্বাপর। বল কি, পুষ্কর যে নলের সহোদর ভাই!

কলি। আমি কি বলেছি যে বৈমাত্রেয় ভাই!

দ্বাপর। সহোদর হ'য়ে জ্যেষ্ঠের সর্ব্বনাশ সাধনে অগ্রসর হবে?

কলি। তুমি যে বড় আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়ে উঠ্‌ছো দ্বাপর! পূর্ব্বেই বল্‌লাম না যে, কামিনী-কাঞ্চনের প্রলোভনে মানুষ মহাপাপ কর্‌তেও কুণ্ঠিত হয় না। এ তো সহোদর ভাই, প্রয়োজন হ'লে জন্মদাতা পিতাকে পর্য্যন্ত হত্যা কর্‌তে পারে।

দ্বাপর। তোমার কথাগুলি যেন আজ উপন্যাসের মত শুন্‌ছি ভাই! এখন বল দেখি, পুষ্করকে নলের বিরুদ্ধে উত্তেজিত কর্‌বে কি ক'রে?

কলি। কর্‌বো কি, ক'রে ফেলেছি। অনেক দিন হ'তেই পুষ্করকে কৌশলে করায়ত্ত ক'রে নিয়েছি; তার সরল হৃদয়ক্ষেত্রেই আমার বীজ-বপনের পক্ষে অত্যন্ত উপযুক্ত ক্ষেত্র ব'লে মনে করেছিলাম, তাই কাল-বিলম্ব না ক'রে সেই উর্ব্বর ক্ষেত্রে বীজবপন ক'রে ফেলেছি। অঙ্কুরও দেখা দিতে সুরু করেছে; তরুরূপে পরিণত হ'তেও আর অধিক দিন বিলম্ব হবে না।

দ্বাপর। যতই শুন্‌ছি, ততই বিস্মিত হ'চ্ছি। এত শীঘ্র সহজে তুমি পুষ্করকে আয়ত্ত ক'রে ফেলেছ, বড়ই আশ্চর্য্য!

কলি। ব'লেইছি তো, কামিনী-কাঞ্চনের প্রলোভনে অসাধ্য সাধন

হয়। পুষ্করকেও সেই অলোক-ললাম ললনা ভুবনমোহিনী দময়ন্তী ও নলকে বিতাড়িত ক'রে নিষদ-রাজ্য অর্পণ করবো ব'লে প্রলুব্ধ করেছি। কাজেই সহজে পুষ্কর আমার আয়ত্তে এসেছে। এমন কি তাকে যন্ত্র-পুত্তলিকা ক'রে তুলেছি।

দ্বাপর। এ যদি সত্য হয়, তা হ'লে যথার্থ ই বুঝবো যে, সংসারে চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাই।

কলি। সত্য মিথ্যা এখনি জানতে পারবে। এখনি পুষ্করের এখানে আসবার কথা, নিশ্চয়ই সে আসবে। পুষ্কর না আসবার আগে তোমাকে সতর্ক ক'রে দিই। আমি কলি এবং তুমি যে দ্বাপর, এ কথা যেন পুষ্কর না জানতে পারে। আমি তার কাছে আত্মগোপন ক'রে ছদ্মবেশে অন্য নামে পরিচিত হয়েছি। আমাকে সে একজন যাতুবিদ্যা-বিশারদ ঘোর কুহকী ব'লেই জানে; তুমিও যেন আমার একজন বাল্যবন্ধু! তোমার নাম যেন "সুধাকর"; তুমিও যেন কুহক-বিদ্যায় পরম পণ্ডিত। বুঝলে? এইভাবে কাজ চালাতে হবে।

দ্বাপর। হাঁ বুঝলাম; তুমি দেখছি একজন অসাধারণ। আর তুমি নিজে কি নাম গ্রহণ করেছ, তা তো বললে না?

কলি। আমি "গুণাকর" নাম গ্রহণ ক'রে এই নূতন অভিনয় আরম্ভ করেছি।

দ্বাপর। তুমি গুণাকরই বটে, ঠিক নামই ধারণ করেছ। যাক্, এখন আমাকে এর মধ্যে টেনে আনছো কেন? আমার দ্বারা তোমার কি সাহায্য হবে, তা বুঝতে পারছিনে।

কলি। তোমার দ্বারা আমার বিশেষ সাহায্য হবে। সে কথা আজ পুষ্করের সম্মুখেই তোমায় শ্রবণ করাবো। ঐ যে, শ্রীমান্ পুষ্করচন্দ্র এসে উপস্থিত হয়েছেন। দ্বাপর! বেশ সতর্ক—সাবধান!

ধীরে ধীরে চিন্তিত পুষ্করের প্রবেশ।

কলি। এস—এস, বন্ধু এস! আমরা এতক্ষণ তোমার জন্যই অপেক্ষা কর্‌ছিলাম।

পুষ্কর। ইনি কে?

কলি। এঁর নামই সেই সুধাকর, যাঁর কথা কাল তোমাকে বল্‌ছিলাম; এঁকে আমার মতই অভিন্নহৃদয় ব'লে জান্‌বে। আচ্ছা, সে সব হবে এখন! আগে জিজ্ঞাসা করি, তোমার মুখখানা অমন বিষণ্ণ বিষণ্ণ ব'লে বোধ হ'চ্ছে কেন?

পুষ্কর। না বন্ধু! বিষাদের অপর বিশেষ কোনও কারণ নাই; তবে বড়ই দুশ্চিন্তার মধ্যে প'ড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি।

কলি। আবার নূতন কি দুশ্চিন্তা এসে জুট্‌লো?

পুষ্কর। নূতন নয় বন্ধু! সেই পুরাতনেরই চর্ব্বিত চর্ব্বণ।

কলি। তাতে তো আর দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নাই; বরং একবারে নিশ্চিন্ত হবারই কথা।

পুষ্কর। তুমি বল্‌ছ বটে, কিন্তু আমি কিছুতেই নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌ছিনে। কারণ দাদার যেরূপ চারিদিকে সুনাম সুখ্যাতি রয়েছে, প্রজাবৃন্দ, সৈন্য-সামন্ত যেরূপ নলরাজের ভক্ত এবং অনুগত, তা'তে যে আমরা তার বিরুদ্ধ পথে দাঁড়িয়ে কার্য্য উদ্ধার কর্‌তে পার্‌বো, তা তো আমার কিছুতেই বোধ হয় না; বরং হিতে বিপরীত ঘটবারই সম্ভাবনা। ভেবে দেখ্‌ছি, আমার ন্যায় সহায়-সম্পদবিহীনের পক্ষে সে আশা সুদূর-পরাহত।

কলি। কেন সুদূরপরাহত ব'লে মনে কর্‌ছো বন্ধু? আমি দেখ্‌ছি অতি স্বল্পায়াসসম্পন্ন। আমি কি তোমাকে নলের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে

কোনও বিবাদ-বিসম্বাদ কর্‌তে বলেছি? তা তো নয়; এমনভাবে কার্য্যোদ্ধার কর্‌তে হবে, যাতে কোন বিবাদ-বিসম্বাদেরই প্রয়োজন হবে না। কৌশল—কেবল কৌশল। আমি এমন কৌশল-জাল উদ্ভাবন ক'রে রেখেছি যে, স্ব-ইচ্ছায় নলকে সে জালে পড়্‌তেই হবে।

পুষ্কর। বল বন্ধু! কিরূপ সে কৌশল-জাল?

কলি। মাত্র তিনখানি পাশটি। "কচে বার" আর "পণজুড়ী" এতেই কার্য্য শেষ।

পুষ্কর। বুঝ্‌তে পার্‌লাম না; বিস্তার ক'রে বল।

কলি। তুমি অক্ষ-ক্রীড়া কর্‌বার জন্য নলকে আহুত কর্‌বে। নল কখনও তোমার সে আহ্বান উপেক্ষা ক'রে ক্ষত্রধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন কর্‌বে না। নিশ্চয়ই তাকে তোমার সঙ্গে ক্রীড়ায় বস্‌তেই হবে।

পুষ্কর। তারপর?

কলি। তারপর নলরাজ সর্ব্বস্ব সেই ক্রীড়াতে হেরে যাবে।

পুষ্কর। আমিও তো হেরে যেতে পারি?

কলি। তবে আর এতদিন ব'সে কি মাথা ঘামালাম! এই যে সুধাকরকে দেখ্‌ছ, ইনিও একজন পরম মায়াবী যাদুকর,—ইনিই মায়াবলে পাশটী রূপ ধারণ কর্‌বেন। তুমি ইচ্ছামত পাশটী চালনা কর্‌তে পার্‌বে। তুমি তখন যা ব'লে দান দেবে, তাই দানে পড়্‌ছে দেখ্‌তে পাবে। এখন বুঝ্‌তে পেরেছ আমার কৌশল?

পুষ্কর। আচ্ছা, বুঝ্‌লাম! কিন্তু নলরাজ যদি সর্ব্বস্ব পণ রেখে খেলা না করে?

কলি। কর্‌তেই হবে। খেলাতে একবার হার্‌তে বস্‌লে আর সে জ্ঞান বুদ্ধি থাকে না। যতই হার্‌বে, ততই জিত্‌বার আশা তাকে উত্তেজিত কর্‌বে। বিশেষতঃ আমার যাদুমন্ত্রে মুগ্ধ হ'য়ে নলকে তোমার

কাছে হৃতসর্ব্বস্ব হ'তেই হবে। এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ তুমি ক'রো না ; তুমি নিশ্চিন্তমনে স্থির হ'য়ে ব'সে থাকগে।

পুষ্কর। তা হ'লে খেলার দিন কবে স্থির করা যাচ্ছে ?

কলি। নল মৃগয়া থেকে যেদিন আসবে, তার পরদিনই।

পুষ্কর। এতক্ষণে তোমার সব কৌশল বুঝ্তে পার্লাম।

গীতকণ্ঠে বিশে পাগলার প্রবেশ।

বিশে।—

গীত

দেখলেম ভবে কত কারখানা।
রং বেরঙের কত মানুষ করে আনাগোনা॥
কেউ বা শুয়ে সোণার খাটে নাক ডেকে ঘুমায়,
কেউ বা আবার সেই ঘরেতে সিঁদ বসাতে যায়,
কেউ বা সেই ঘুমন্তকে জাগিয়ে তুলে মজা দেখ্তে চায়,
হায়রে হায় পরের সুখে পরে কেন এমন ক'রে দেয় হানা॥
আছে কত খ্যাকশেয়ালের দল,
তারা বাঘের পাছে কেউ হ'য়ে হায় ঘুর্ছে রে কেবল,
কেউ বা ঝোপের আড়ে থেকে খাটায় ফিকির-ফন্দি-ছল,
কত দুষ্ট শকুন উড়ে বেড়ায় ধন্য ভগার চিড়িয়াখানা॥

চল্না ওরে চলনা বিশে,
ও সব শেয়াল দেখে আঁতকে উঠে
যেন শেষটা হারাস্নে দিশে।
কিসে কোনটা হয়,
ভেবে দেখ্ না কিসে কোন্টা হয়,

তবেহ গোল তোর চুকে যাবে,
পারবি কর্‌তে জয়।
নইলে পরে বুকে রাখ্‌লে ভয়,
[illegible]
শেয়ালগুলো খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ ক'রে
কামড়ে কর্‌বে ক্ষয়।

পুষ্কর। কি বকে ওটা? কোন অভিসন্ধিতে ঘুর্‌ছে না তো?

কলি। দেখ্‌ছ না, ওটা যে পাগল!

বিশে। ওরে ব্রহ্মা পাগল, বিষ্ণু পাগল,
আর এক পাগল ভোলা,—
রামা শ্যাম সবাই পাগল,
পাগল নয় রে কোন্ শালা?

দ্বাপর। বড় মজা তো দেখ্‌ছি।

বিশে। বড় মজা—বড় মজা,
আরও মজা পাবি যদি পথ ধ'রে যাস্ সোজা।
নইলে বাঁকা পথে বেঁকিয়ে গেলে
ফুট্‌বে পায়ে কাঁটা,—
তখন পা আছ্‌ড়ে কেঁদে মর্‌বি,
বাধ্‌বে ভারি ল্যাঠা।

পুষ্কর। পাগল হ'লেও বন্ধু, ওর ঐ এলোমেলো কথার মধ্যে যেন কোন গুপ্ত উদ্দেশ্য আছে।

কলি। ওটা তোমার মনের ভাব।

দ্বাপর। তোর নাম কিরে খ্যাপা?

বিশে। নাম কি আমার—নাম কি আমার,

নাম কি তাই তো বটে,
বিষে বিষে জ'রে গেছি,
তাই বিশে পাগলা রটে।

দ্বাপর। আচ্ছা বিশে! বাড়ী কোথায় তোর?

বিশে। বাড়ী আমার? বাড়ী আমার—
বাড়ী যমের বাড়ী,
যাবি সেথা—দেখ্‌বি তোরা?
তবে চল্‌ না তাড়াতাড়ি।

দ্বাপর। নারে বাপু! এত তাড়াতাড়ি নয়।

বিশে। তাড়া যখন খাবি,
দেখ্‌বি তখন তাড়াতাড়ি যাবি।

পুষ্কর। কেন ভাই! ওটার সঙ্গে ব'কে মর্‌ছ? যা রে যা ব্যাটা, এখান থেকে স'রে যা!

বিশে। চল্‌ না স'রে, চল্‌ না স'রে বিশে!
এখন আর না, এখন আর না,
রগড় দেখিস্‌ শেষে।
এই তো কেবল স্থরু ওরে,
এই তো কেবল স্থরু,
এখন ঢের দেখ্‌বি, ঢের শুন্‌বি,
দেখে দেখে কুঁচ্‌কে উঠ্‌বে ভুরু।
এই বেলা চল্‌ বেরিয়ে পড়ি জয় গুরু শ্রীগুরু!

[প্রস্থান।

পুষ্কর। লোক্‌টাকে কি খাটী পাগল ব'লেই বোধ হ'লো?

দ্বাপর। ঠিক বোঝা গেল না।

কলি। যদি যথার্থই পাগল না হ'য়ে পাগলের ভাণ দেখাতে এসে থাকে, তা হ'লে সাবাড় ক'রে দিতে কতক্ষণ যাবে? যাক্—তা হ'লে বন্ধু! আজ আর অপর কথা কিছু নাই। তুমি এখন যেতে পার; আমরা দুজন একটু এদিক ওদিক ক'রে শেষে যথাসময়ে গিয়ে উপস্থিত হবো।

পুষ্কর। এখন রাজা শীঘ্র শীঘ্র মৃগয়া থেকে এলে যে বাঁচি; আর যেন বিলম্ব সইচে না। তবে আসি বন্ধু!

[প্রস্থান।

দ্বাপর। লোকটা বেশ সরলই বটে!

কলি। ওরূপ সরল না হ'লে বাগে আনা কিছু কঠিন হ'তো।

দ্বাপর। যা হোক্ কলি! তোমার বুদ্ধির বাহাদুরী আছে বটে। আমাকে কি সেই পাশাখেলা হ'লেই ছেড়ে দেবে? না—আরও বেশী দূর নিয়ে যাবে?

কলি। সে বিষয় তখন বুঝে দেখা যাবে। কেন, তোমার কি কোনও ভয় হয়েছে দ্বাপর?

দ্বাপর। তা যে একটু না হয়েছে, তা বল্‌তে পারিনে। কখনো তো এ সব কাজে মাথা দিই নাই; কাজেই নূতন নূতন বাধ-বাধ লাগে বই কি!

কলি। কলি থাক্‌তে কোন ভয় নাই দ্বাপর! নলরাজাকে রাজ্য-ভ্রষ্ট কর্‌তে পার্‌লেই তখন একরূপ আমাদেরই রাজত্ব হ'য়ে দাঁড়াবে। কারণ, পুষ্কর তো একজন আমার হাতের পুতুল। চল, এখন যাওয়া যাক্।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দেবমন্দির।

পরস্পর কণ্ঠালিঙ্গনবদ্ধা লক্ষ্মী ও সরস্বতীর প্রবেশ।

উভয়ে।—

গীত।

মোরা দু সতীনে এতদিনে ভাব করেছি।
হিংসা ভুলে দুজন মিলে, কেমন মনের সুখে রয়েছি॥
ছিল চির অপবাদ, দেখা হ'লে দুজনাতে বাড়ে বিসম্বাদ,
এখন দেখ সবাই, নাই ওগো নাই আর কোনও বিবাদ,
এই নল রাজার গুণে দু বোন্ মুগ্ধ হ'য়ে পড়েছি॥

লক্ষ্মী। যথার্থ ভাই সরস্বতী! এমনভাবে দুজনায় মিলে আর কোন দিন কারো কাছে কাটাতে পারি নাই।

সরস্বতী। সে আর একবার ক'রে বল্‌তে লক্ষ্মী! লক্ষ্মী সরস্বতীকে এমন সমানভাবে, সমানচোখে দেখ্‌তে পৃথিবীর মধ্যে এক নলরাজ ভিন্ন আর কে কোন্ কালে পেরেছে?

লক্ষ্মী। এতদিন কেউ পারেনি ব'লেই তো লক্ষ্মী সরস্বতীর এই অপবাদ। কিন্তু ধর্‌তে গেলে লক্ষ্মী সরস্বতীর কোনও দোষই ছিল না; কেন না, সংসারে কেউ তো আর কখনো তোমাকে আমাকে এক সঙ্গে চায়নি! যে লক্ষ্মীকে চেয়েছে, সে সরস্বতীর দিকে একবার চেয়েও দেখেনি। আবার যে সরস্বতীকে চেয়েছে, সে কখনো এ লক্ষ্মীকে কাছেও ঘেঁস্‌তে দেয়নি। বিশেষতঃ এই বামুনগুলোর কাছে যে আমি কি অপরাধই করেছিলাম, আমাকে একবারে দুই চক্ষের বিষ ক'রে রেখেছে। শাস্ত্রের মধ্যে পর্য্যন্ত লক্ষ্মীর নিন্দা ক'রে রেখে দিয়েছে। লক্ষ্মী যেন তাদের কাছে

একবারেই অলক্ষ্মী। বল দেখি ভাই! এরূপ ক'রে যারা অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখে, তাদের উপর লক্ষ্মীর কৃপা থাকে কি করে? সাধে কি বামুনের ঘরে অন্ন থাকে না? সাধ ক'রে কি আর বামুনের কাধে ভিক্ষের ঝুলি দেখ্‌তে পাও? ভাগ্যে তোর তাদের উপর সুনজর ছিল, তাই অমন ক'রে বচন ঝেড়ে টিকি নেড়ে, গুরু পুরুতের ব্যবসা খুলে, আলোচাল আর পাকা কলা খেয়ে, কেউ কেউ বা কোনরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কর্‌ছে; নইলে পরে তাদের দুঃখে বনের পশু পর্য্যন্ত কেঁদে বেড়াতো।

সরস্বতী। তবু তো তারা বামুন। আর আমার দুঃখের কথা শুন্‌বি? যত ইতরের ঘৃণা তাচ্ছিল্য সব আমার উপর। তারা তোর কৃপায় একরূপ খাওয়া পরার ভাবনা থেকে বেঁচে পড়েছে; কিন্তু সরস্বতীর গন্ধও তারা সইতে পারে না। কেবল পেট ভ'রে খায়, আর নাক ডাকিয়ে ঘুমায়, আর ধনের গুমোরে ধরাকে সরার মত দেখ্‌তে চায়। লেখাপড়া কাকে বলে, এমন সব সুন্দর সুন্দর কাব্য ইতিহাস, এর সঙ্গে যেন তাদের চির-শত্রুতা। বিশেষতঃ এই ক্ষত্রিয় রাজাগুলো তো অধিকাংশই কেবল যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারামারি-কাটাকাটি, কার রাজ্য কে কেড়ে নেবে, কার সিংহাসন কে অধিকার কর্‌বে, কেবল এই সকল নিয়েই তাদের জীবন কেটে যায়। কাব্যরসের আস্বাদন যে কি, তা তারা কিছুমাত্রই জানে না। কবিত্বের কোমলতা ল'য়ে, তাদের বজ্রকঠিন হৃদয়ের কাছে গিয়ে ভয়ে ভয়ে অমনি স'রে আস্‌তে হয়।

লক্ষ্মী। তবে বল দেখি ভাই! আমাদের লোকে মিথ্যা অপবাদ দেয় কেন? আমরা সাধ ক'রে দু বোনে এক সঙ্গে বাস কর্‌তে চাইনে? আমাদের দুজনকে নিয়ে কেউ বাস কর্‌তে চায় না, তার আমরা কি কর্‌বো বল?

সরস্বতী। এই যে নল রাজা, যে আমাদের দু বোন্‌কেই পরম আদর

যত্নে রেখেছে, এখানে কি আমরা কোনও দ্বেষ হিংসা কর্‌ছি? বরং পরম শান্তিতেই আছি। ঘরের পুরুষ যদি বেশ ঠিক থাকে, ঠিক সমানচক্ষে দেখে, তা হ'লে হোক্ না কেন সপত্নী, তাতে বিদ্বেষ-আগুণ জ্ব'লে উঠ্‌বে কেন? সপত্নীর বিবাদ-বিসম্বাদ তো এক স্বামী ল'য়ে। তা স্বামী যদি এক-চোখো না হয়, তা হ'লে সপত্নীর মধ্যে পরস্পর হিংসা দ্বেষ কর্‌বে কেন? তবে একটা কথা না ব'লে পারিনে; দেখ লক্ষ্মী! তোমার ভাই একটু চাঞ্চল্য দোষ আছে! সেটা তোমাকে কিন্তু অস্বীকার কর্‌লে চল্‌বে না। তুমি বোন্! বেশী দিন কারো কাছে স্থির হ'য়ে থাক্‌তে পার না।

লক্ষ্মী। বেশ বুঝে দেখ্‌তে গেলে, সেটা ঠিক লক্ষ্মীর দোষ নয় ভাই! লোকে না বুঝে সুঝে, আয়ের দিকে না চেয়ে, দুহাতে আমাকে খরচ ক'রে ফেলে যে! কাজেই আমাকে বাধ্য হ'য়ে সেখান থেকে স'রে পড়্‌তে হয়। আর তোমাকে বিধাতা ভিন্ন উপাদানে গঠন করেছেন; তাই তোমাকে কেউ দান বা খরচ ক'রে ফুরিয়ে ফেল্‌তে পারে না। বরং দান বা খরচের সঙ্গে সঙ্গে আরও তুমি যেন ফেঁপে ওঠ। সেটা যে ভাই, বিধাতার কলমের জোর। পোড়া বিধাতা আমাকে এক ধাতে সৃষ্টি করেছেন, তোমাকে এক ধাতে সৃষ্টি করেছেন; তাই লক্ষ্মী চঞ্চলা, সরস্বতী স্থিরা।

যষ্টিহস্তে ধীরে ধীরে লেখনীপত্রহস্তে ভাগ্যবিধাতার প্রবেশ।

ভাগ্যবিধাতা। [বার্দ্ধক্যোচিতস্বরে] কারা গা তোমরা এখানে কথাবার্ত্তা কইছ? আমি একটী অন্ধ; আমাকে অন্তঃপুর প্রবেশের পথটা একবার দেখিয়ে দাও তো গা!

সরস্বতী। কে তুমি? কোথা থেকে আস্‌ছ?

ভাগ্য। আমার নাম ভাগ্যবিধাতা গো! আমার বাসস্থান সকলের অদৃষ্ট-কুটীরে। আমি বহুদূর থেকে আস্‌ছি গো।

সরস্বতী। এই নে লক্ষ্মী! তোর সেই পোড়া বিধাতা এসে উপস্থিত, এইবার ঐ বুড়োকে ধ'রে তোর ভাগ্যলিপিটা পাল্‌টে নে।

লক্ষ্মী। ওগো—শুন্‌ছো দেবতা! আমি তোমার কি ক্ষতি করেছিলাম যে, আমার ভাগ্যের লেখাটা অমন যা তা ক'রে লিখে রেখেছ?

ভাগ্য। কে? মা লক্ষ্মী-ঠাক্‌রুণ বুঝি?

লক্ষ্মী। হ্যাঁ গো!

ভাগ্য। তা কি বল্‌ছিলে গা তুমি?

লক্ষ্মী। বল্‌ছিলাম যে, যে জন্য আমাকে সবাই চঞ্চলা ব'লে নিন্দে করে, সে লিপিটাকে একবার পাল্‌টে দিতে।

ভাগ্য। তা কি আর হয় গা! এ যে বিধাতার কলম, আর রদ্ হবার যো নাই। তবে যদি কোন ভুলচুক্ থাক্‌তো, তা হ'লে না হয় সংশোধন ক'রে দেওয়া যেতো। তা তোমার অদৃষ্টলিপিতেও কোন ভুল-চুক্ নাই ঠাক্‌রুণ! ও যে বেশ ক'রে ধীরে সোয়াস্তিতে ব'সে ভেবে চিন্তে লেখা গেছে, ওকি আর পাল্‌টান যায়!

লক্ষ্মী। [সরস্বতীর প্রতি জনান্তিকে] ওকি তেমন বুড়ো, যে কারো কথা শুনে নিজের গোঁ ছাড়্‌বে। পাছে চক্ষু লজ্জা কর্‌তে হয় ব'লে একবারে অন্ধ হ'য়ে ব'সে আছে।

সরস্বতী। তা হ'লে আজ আবার এখানে আগমন হয়েছে কি জন্য?

ভাগ্য। এই একটু বিশেষ দরকার পড়েছে; তাই তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছি। ও—কথা কন্ সরস্বতী ঠাক্‌রুণ নয়? তাই তো! এখানে দুই সতীনেতে বেশ মিলে মিশে রয়েছ। তা তো থাক্‌বারই কথা। সেও যে আমারই কলম; আমারই কলম না হ'লে কি যাবার যো আছে! যা কেউ কখনও ভাবেনি বা দেখেনি, সেই লক্ষ্মী সরস্বতী তোমাদের দেখ এক বোঁটাতে গেঁথে দিয়েছি। তা—নলরাজার অদৃষ্ট সৃষ্টি কর্‌তে

আমাকে অনেক দিন পর্য্যন্ত পরিশ্রম কর্‌তে হয়েছে। তা নইলে কি এরূপ কপাল জোর হয়েছে! প্রথম বিবাহটাই ধর না কেন? কোথায় স্বর্গের সুরপতি ইন্দ্র, জলের অধিপতি বরুণ, মৃত্যুর অধিকারী স্বয়ং শমনরাজ, তারপর আবার আপনি হুতাশন, এঁরা পর্য্যন্ত কত চেষ্টা ক'রেও ভৈমীকে লাভ কর্‌তে পার্‌লেন না, আর সেই ভৈমী কি না স্ব-ইচ্ছায় এই নলরাজের কণ্ঠে বরমাল্য প্রদান কর্‌লে! একি সামান্য ভাগ্যজোরের কথা! তারপরে দেখ, রূপে-গুণে, বিদ্যা-বুদ্ধিতে, ধর্ম্মে-কর্ম্মে, ধনে-ঐশ্বর্য্যে, মানে-সম্ভ্রমে, কোন বিষয়েই তো নলরাজা বঞ্চিত হয়নি, তার সাক্ষী তো তোমরাই দু'জন রয়েছ। তবে কি না সমানভাবে কাট্‌লো না, মাঝখানটায় এসে গোল বেধে গেল।

সরস্বতী। আবার কি গোল বেধে গেল দেবতা?

ভাগ্য। বড় বিষম গোল; সেইজন্যই তো ছুটে আস্‌তে হয়েছে। গোড়াতে গুণ্‌বার সময় বড় একটা ভুল ক'রে ফেলেছিলাম। সেই ভুল সংশোধন কর্‌তেই আজ আমার আসা। নলরাজকে বনের মধ্যে মৃগয়া কর্‌তে দেখ্‌তে পেয়ে তার ভাগ্যলিপির যেখানটা ভুল ছিল, সেখানটা সেখান থেকেই পাল্‌টে দিয়ে এসেছি। এখন মহারাণী দময়ন্তীর ভাগ্য-লেখাটা পাল্‌টাতে পার্‌লেই আমার কাজ শেষ হয়। তাই তো অন্তঃপুরের পথটা খুঁজ্‌ছি। একবার প্রবেশের দ্বারটা দেখিয়ে দিলে, তারপর বেশ যেতে পার্‌বো। দেখিয়ে দাও না! সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে না যায়।

লক্ষ্মী। বলি ভাল লিখ্‌তে এসেছ, না মন্দ লিখ্‌তে এসেছ দেবতা?

ভাগ্য। ঐ শেষেরটা; ভালটা কেটে মন্দটা লিখ্‌তে হবে।

লক্ষ্মী। এই না বল্‌লে যে, একবার যা লেখ, তার আর অন্যথা কর না।

ভাগ্য। যদি গোড়াতে ভুল ক'রে ফেলি, তবে তার পুনরায় সংশোধন ক'রে লই। তাও তো বলেছি।

সরস্বতী। কিরূপ মন্দটা লিখ্‌বে, শুন্‌তে পাইনি ?

ভাগ্য। শোনাতে আমার আপত্তি নেই। তবে তোমাদের সেটা না শোনাই ভাল। কেন না, সে ভাল-মন্দের সঙ্গে তোমাদেরও অদৃষ্ট সূত্রে জড়ান রয়েছে।

লক্ষ্মী। আমাদেরও ? তবে দেবতা! না বল্‌লে তোমাকে কিছুতেই ছাড়্‌বো না।

ভাগ্য। ঠাক্‌রুণ! তোমারই তাতে বেশী ক্ষতির সম্ভাবনা। আর দুই সতিনে বেশী দিন এ ভাবে রাজার কাছে থাকৃতে পার্‌লে না দেখ্‌ছি। নলরাজা শীঘ্রই রাজ্যভ্রষ্ট হ'য়ে বনবাসী হবেন। দময়ন্তীও তার সঙ্গিনী হ'য়ে সেই সঙ্গে সঙ্গে বনে গমন কর্‌বেন। আবার দময়ন্তীও পতি-বিচ্যুতা হ'য়ে পথে পথে নানা ক্লেশ নানা লাঞ্ছনা ভোগ ক'রে বেড়াবেন; রাজারও সেই দশা ঘটবে। তা হ'লেই ঠাক্‌রুণ! তুমি আর রাজার কাছে থাক্‌তে পেলে না।

লক্ষ্মী। আর কি কখনও তা হ'লে পুনরায় নলরাজার কাছে আস্‌তে পাব না ?

ভাগ্য। পাবে বটে, কিন্তু সেটা বহুকাল বহু বৎসরের পরে।

সরস্বতী। আর আমার দশা ?

ভাগ্য। বড় সুবিধার নয়। যদিও তুমি একবারে পরিত্যক্তা হবে না, কিন্তু কলির প্রভাবে নলরাজ পূর্ব্বজ্ঞানরহিত হ'য়ে শাস্ত্রাদি-চর্চ্চায় পূর্ব্বের মত উৎসাহী হ'তে পার্‌বেন না। তোমাকে তখন অতি মলিনভাবে নিতান্ত দীনার ন্যায় কালযাপন কর্‌তে হবে। সে দুর্দ্দিনের আর বেশী দিন বাকী নাই। রাজ্যে কলি প্রবেশ করেছে; দু'চার দিনের মধ্যেই অশান্তির আগুন জ্ব'লে উঠ্‌বে।

লক্ষ্মী। তুমি আজ এই সর্ব্বনাশ কর্‌তেই বুঝি এখানে এসেছ দেবতা?

কলি বুঝি তোমাকে কিছু বেশী রকমের লোভ দেখিয়েছে, তাই বুড়ো বয়সে সে লোভ ছাড়তে না পেরে লেখা পাল্‌টাতে এসেছ ?

ভাগ্য। তা যাই বল না কেন ! ভাগ্যবিধাতাকে কর্ত্তব্যপথ থেকে নড়াতে পারবে না ; আমার কাজ আমি করবই। জেনে রেখো ঠাকরুণ ! এক কলি কেন, শত শত কলি এসেও এ ভাগ্যবিধাতাকে কোনও প্রলোভনের বশীভূত করতে পারে না। তা হ'লে কি আর এই কাজ ক'রে ক'রে চুল পাকাতে পারতাম ! চল, এখন আমাকে পথ দেখিয়ে দেবে চল।

সরস্বতী। আর ভাবলে কি হবে লক্ষ্মী ! অদৃষ্টে যা লেখা থাকে, তাই হবে।

ভাগ্য। তাও তো বলেছি যে, শেষটা আবার মহাশান্তিতে এক সঙ্গে সকলে বাস করতে পারবে। চল গো চল !

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

নগরপথ।

গীতকণ্ঠে নাগরিকাগণের প্রবেশ।

নাগরিকাগণ।—

ধন্য ধন্য ধন্য মোদের পুণ্যশ্লোক নল রাজা,
ধন-ধান্যে পূর্ণ ধরা সুখে ভাসে সকল প্রজা।

ধন্য রাজার পুণ্য দেশ, নাইকো কোথা দুঃখের লেশ,
এমনধারা ধরার মাঝে আছে আর কোন্ রাজা ?
নাইকো অভাব সব সমভাব, সবার হেথা কোমল স্বভাব,
হাসিমাখা মুখের ছবি, সবাই সরল শান্ত সোজা।
কমলা অচলভাবে, রাজভাণ্ডারে সদাই রবে,
চা'র যুগেতে উড়্‌বে রাজার পুণ্য কীর্ত্তিধ্বজা।

[গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

শ্যামসুন্দরের অঙ্গন।

[শ্যামসুন্দরের মূর্ত্তি]

গীতকণ্ঠে ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনার প্রবেশ

উভয়ে।—

গীত।

কত মিষ্টিভরা হরি তোমার মধুর হরিনাম।
তাই তো মোরা দু ভাই বোন্ মিলে হরি ব'লে নাচি অবিরাম।
তোমায় কখন দেখিনি, তোমায় কখন চিনিনি,
তুমি দেখ্‌তে কেমন কোথায় তুমি থাক বল শ্যাম ?
তোমার কাছে আছে না কি এক ভুবনমোহন বাঁশী,
তুমি সেই বাঁশীতে মুগ্ধ না কি কর ব্রজবাসী,
একবার সেই বাঁশীতে কাঙ্গালী বাজাও তোমার রাধানাম।

ইন্দ্রসেনা। আজ দেখ দাদা! তোমার চাইতে আমিই ভাল মালা গেঁথেছি। তুমি আজ একবারেই ভাল গাঁথ্‌তে পার নাই। তুমি যত সাদা ফুলের পরে হল্‌দে ফুল বসিয়েছ! সাদার পরে রাঙা কিংবা কাল নইলে মানায় বুঝি? ও তোমার ছাই হয়েছে। দেখ তো, আমার মালাটি কেমন খাসা দেখাচ্ছে! [প্রদর্শন]

ইন্দ্রসেন। তোমাকে যেন মা দেখিয়ে দিয়েছে, তাই ভাল হয়েছে; আমাকে তো আর আজ মা দেখিয়ে দেয়নি, আমি আপনা-আপনি মনগড়া ক'রেই গেঁথেছি।

ইন্দ্রসেনা। কেন, তুমি আজ মায়ের কাছে দেখিয়ে নাওনি?

ইন্দ্রসেন। মা যে তখন পূজা কর্‌তে বসেছিল। আমার আর তর্‌ সইল না; তাই নিজে নিজেই গাঁথ্‌তে লাগ্‌লাম।

ইন্দ্রসেনা। তা হ'লে আজ আর তোমার মালা শ্যামসুন্দরকে পুরুত দাদা পরিয়ে দেবে না। তোমার আজ মিছেমিছি ফুল কুড়ানো সার হ'লো

অদূরে গীতকণ্ঠে বৈষ্ণব-বালকবেশে মুরলীধরের প্রবেশ।

মুরলীধর।—

গীত

ভালবেসে ডাক্‌লে মোরে অমনি কেঁদে ওঠে প্রাণটা আমার।
তাই বালক সেজে এসেছি রে বালক সাথে খেল্‌তে আবার॥
ধ্রুব প্রহ্লাদ বালক ছিল ডাক্‌লে তারা সরল মনে,
তাইত তাদের দেখা দিয়ে মিশেছিলাম তাদের সনে,
আমি সরল প্রেমে বাঁধা পড়ি, আমায় ধ্যানে জ্ঞানে পাওয়া ভার।
ভক্তির পথে প্রেমের বাতাস,
যার আছে সে হয় না হতাশ,
সে ধ্যান-ধারণায় যায় ধারে না খোঁজে না সে শূন্য আকাশ,
হায় সেই মনগড়া রূপ ধ'রে আমি ভুলাই সরল মনটী তাহার॥

ইন্দ্রসেনা। দেখ দাদা! দেখ—দেখ, কেমন একটী ছেলে হাস্তে হাস্তে আমাদের দিকে আস্ছে। গায়ের রং কত কালো, তবু দেখ কত ভাল দেখাচ্ছে। কাছে এলে ওর সঙ্গে ভাব ক'রে নিতে হবে।

মুরলীধরের নিকটে আগমন।

ইন্দ্রসেন। তোমার নামটী কি ভাই?

মুরলী। আমার নাম মুরলীধর গো!

ইন্দ্রসেন। তোমার বাড়ী কোথায় ভাই?

মুরলী। আমার বাড়ী অনেক দূরে গো—অনেক দূরে।

ইন্দ্রসেন। তুমি কোথায় যাচ্ছ তবে?

মুরলী। যে যখন ভালবেসে, যেখানে ডাকে, আমি তখন তার কাছেই যাই।

ইন্দ্রসেন। তুমি তবে দেশ ছেড়ে এতদূর এসেছ কেন ভাই?

মুরলী। দেশে থাকতে আমার ভাল লাগে না; তাই সব দেশে ঘুরে ঘুরে বেড়াই।

ইন্দ্রসেনা। একলাটী এমন ক'রে বেড়াতে তোমার ভয় করে না?

মুরলী। ভয় যখন করে, তখন হরি ব'লে ডাকি, আর অমনি সব ভয় দূর হ'য়ে যায়।

ইন্দ্রসেনা। বনের মধ্যে যখন বেড়াও, তখন বাঘ ভালুকে কিছু বলে না?

মুরলী। হরি ব'লে ডাকি, অমনি বাঘ ভালুক সব পালিয়ে যায়।

ইন্দ্রসেনা। ক্ষুধা তৃষ্ণা পেলে কি কর?

মুরলী। হরিনাম-সুধা পান করি; আর তখন ক্ষুধা-তৃষ্ণা কিছুই থাকে না।

ইন্দ্রসেনা। শোন দাদা! হরিনাম নিলে না কি ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকে না, তবে তো মা আমাদের সত্যি কথাই বলেছে।

ইন্দ্রসেন আমরাও তো হরি ডাকি। কই, আমাদের তো ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর হয় না ভাই!

মুরলী। প্রাণ দিয়ে কেঁদে কেঁদে ডেকো; তা হ'লে হরি ডাক শুনে তখন তোমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলিয়ে দেবে।

ইন্দ্রসেনা। হরি কি তোমার ডাক শুনে থাকেন?

মুরলী। শুনে থাকেন বই কি?

ইন্দ্রসেন। তোমাকে দেখা দিয়ে থাকেন?

মুরলী। দিয়ে থাকেন।

ইন্দ্রসেন। তাকে দেখ্‌তে কেমন গা?

মুরলী। খুব ভাল। একবার দেখ্‌লে আর ভোলা যায় না।

ইন্দ্রসেনা। তবে তুমি একবার ডেকে আমাদের দেখাও না। তাকে দেখ্‌তে আমাদের বড় সাধ হয়।

মুরলী। তোমরা নিজেরা তাকে না ডাক্‌লে, তোমাদের তিনি দেখা দেবেন কেন!

ইন্দ্রসেন। তুমি যেমন ক'রে ডাকো, আমাদিগে তেমনি ক'রে ডাক্‌তে শিখিয়ে দেবে?

মুরলী। তাকে ডাক্‌তে হ'লে ওসব রাজ-পোষাক ছাড়্‌তে হয়। আমার মত সাজে সাজ্‌তে হয়। গায়ে নামাবলী দিয়ে গলায় তুলসীর মালা প'রে একমনে একপ্রাণে তাকে ডাক্‌তে হয়।

ইন্দ্রসেন। তবে আজ থেকে আমরাও তাই কর্‌বো। আর এ রাজ-পোষাক পর্‌বো না। কেমন ইন্দ্রসেনা! মাকে ব'লে আজই আমরা গেরুয়া আর নামাবলী পর্‌বো।

ইন্দ্রসেনা। তবে চল যাই, মায়ের কাছে গিয়ে তাই ক'রে নিগে।

ইন্দ্রসেন। মা এখনি শ্যামসুন্দরকে প্রণাম করতে এখানে আসবে।

মুরলী। দাও না তোমাদের মালা ছ'ছড়া, আমি গলায় পরবো।

ইন্দ্রসেনা। এ যে আমরা আমাদের ঐ শ্যামসুন্দরকে দেবো ব'লে গেঁথে এনেছি।

ইন্দ্রসেন। তা দিই না কেন! আবার নূতন মালা গেঁথে এনে শ্যামসুন্দরকে দেবো এখন। [মুরলীধরের গলে মাল্য অর্পণ]

মুরলী। [মালা পাইয়া] তবে আমি এখন আসি? আবার এক সময়ে আসবো ভাই!

[প্রস্থান।

ধীরে ধীরে দময়ন্তীর প্রবেশ।

দময়ন্তী। [শ্যামসুন্দরের মূর্ত্তিকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামপূর্ব্বক] বাবা ইন্দ্রসেন! মা ইন্দ্রসেনা! তোমরা এখনও এখানে রয়েছ? যাও, এখন তোমরা খাওগে। খাবার নিয়ে দাসী তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

ইন্দ্রসেন। না মা, আজ থেকে আর আমরা সকালে কিছু খাব না।

দময়ন্তী। কেন খাবে না বাবা?

ইন্দ্রসেন। আমরা প্রাণ দিয়ে হরিকে ডাকবো। তা হ'লে আর আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা পাবে না।

দময়ন্তী। আজ হঠাৎ এমন ইচ্ছা হ'লো কেন বাবা?

ইন্দ্রসেন। আজ একটী ছেলে এসে এতক্ষণ ধ'রে আমাদের কাছে ছিল, আর হরিকে কেমন ডাকতে হয়, কেমন ক'রে ডাকলে ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকে না, কেমন ক'রে ডাকলে হরি ডাক শুনে দেখা দেন, সেই সব কথা শিখিয়ে দিয়ে গেছে।

ইন্দ্রসেনা। তুমিও তো মা রোজ হরিকে ডাক্‌তে শিখিয়ে থাক, কিন্তু এ কেমন এসে শিখিয়ে গেল, তেমন ক'রে তো তুমি কখনও শেখাওনি।

দময়ন্তী। সে বালকের নাম কি, কোথায় থাকে, সে কথা কি তোমরা জিজ্ঞাসা করেছিলে?

ইন্দ্রসেনা। হাঁ মা, দাদা করেছিল।

দময়ন্তী। কি উত্তর দিলে?

ইন্দ্রসেন। তার নাম বল্‌লে মুরলীধর; দেশ বল্‌লে অনেক দূরে। সে হরিকে কেবল ডাকে আর সব দেশে ঘুরে বেড়ায়।

ইন্দ্রসেনা। মাগো! তার কথাগুলি ভারি মিষ্টি। কেবল যেন ব'সে ব'সে শুন্‌তে ইচ্ছা করে।

ইন্দ্রসেন। সে আরও বল্‌লে যে হরিকে ডাক্‌তে হ'লে রাজ-বসন ছাড়্‌তে হয়; গেরুয়া বসন, নামাবলী, তুলসীর মালা এই সব পর্‌তে হয়, তা নইলে হরির দেখা পাওয়া যায় না। আজ তুমি মা! আমাকে আর ইন্দ্রসেনাকে সেই সাজে সাজিয়ে দাও; আমরা হরিকে ডাক্‌বো।

দময়ন্তী। [স্বগত] কে এমন ছেলে এসে উপস্থিত হ'লো যে তাকে দেখে তার কথা শুনে ভাই বোনে এমন ক্ষেপে উঠ্‌লো! যেই হোক্, সে কখনই সামান্য বালক নয়। [প্রকাশ্যে] আবার কখন তোমাদের মুরলীধর আস্‌বে ব'লে গেল?

ইন্দ্রসেন। আর এক সময়ে আস্‌বে ব'লে গেল।

দময়ন্তী। আবার যখন আস্‌বে, তখন তাকে ডেকে আমার কাছে নিয়ে যেও।

ইন্দ্রসেন। তা নিয়ে যাব। তুমি এখন আমাদের তার মতন ক'রে সাজিয়ে দাও মা!

দময়ন্তী। এখন কি সে সাজে সাজ্‌তে আছে? এখন কেবল হরিকে ডাক, তারপর খুব বড় হ'লে সেই সাজে সেজো।

ইন্দ্রসেন। না মা! সে সাজে না সাজ্‌লে হরি দেখাও দেবে না, ডাকাও শুনবেন না। মুরলী আমাদের যে ব'লে গেছে।

ইন্দ্রসেনা। হ্যাঁ মা! আমাদের এখনি সেই সাজ পরিয়ে দিতে হবে।

দময়ন্তী। [স্বগত] একি হ'লো, কিছুতেই যে এরা থাম্‌ছে না! একটা সাধারণ বালকের কথায় যে বালক এরা এমনভাবে ভুলে গেছে, তা তো আমার বোধ হয় না। তবে সে কে? নামটি তার মুরলীধর তা শ্যামসুন্দরের এক নামও তো মুরলীধর। তবে কি শ্যামসুন্দর আজ মুরলীধররূপে বালকদের কোমল হৃদয়ে হরিনাম-বীজ বপন ক'রে গেলেন! হে ঠাকুর! শুনেছি তুমি বালকের সঙ্গে খেলা কর্‌তে ভালবাস। বালকের উপর তোমার অশেষ কৃপা। তাই বল্‌ছি, হে কৃপাময় হরি! আমার ইন্দ্রসেন ইন্দ্রসেনা নিতান্ত দুধের বালক, এরা কেমন ক'রে তোমার ভজনা কর্‌তে হয়, তা জানে না,—কেমন ক'রে তোমাকে ডাকতে হয়, তা শেখেনি। তুমি নিজগুণে দয়া ক'রে এদের পথ দেখিয়ে দিয়ে দয়াময় নামের মহিমা প্রকাশ ক'রো হরি!

ইন্দ্রসেন। মা তুমি সাজিয়ে দিলে না! তবে দেখ, আমরা নিজেরাই এই রাজপোষাক খুলে ফেলি।

[উভয়ের বসন ত্যাগ।]

দময়ন্তী। হরি! তোমার নামে যখন বালকরা আমার এতদূর ক্ষেপে উঠেছে, তখন আর আমি কোন বাধা দেবো না। আমি স্বহস্তেই আজ এদিকে সন্ন্যাসীর সাজে সাজিয়ে দি। এস, তোমাদের সাজিয়ে দি।

[উভয়কে গৈরিক-বেশে সজ্জিতকরণ।]

[সহসা নলের প্রবেশ।]

নল। এ কি দময়ন্তী! আজ ইন্দ্রসেন ইন্দ্রসেনাকে এ সাজে সাজাচ্ছ কেন? এ আবার তোমার কি সখ হ'লো?

দময়ন্তী। আসুন মহারাজ!

নল। [শ্যামসুন্দরকে প্রণাম করিলেন]

দময়ন্তী। [নলকে প্রণাম করিলেন]

নল। ও কি প্রিয়ে! দেবমূর্ত্তির সম্মুখে আবার আমাকে প্রণাম করা কেন?

দময়ন্তী। দেবমূর্ত্তির সম্মুখে দেবতাকেই প্রণাম করেছি, তাতে আর দোষ হয়েছে কি?

[ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনা পিতা-মাতাকে প্রণাম করিল।]

নল। [সহাস্যে] বলি এ আবার তোমার কি সখ হ'লো বল দেখি?

দময়ন্তী। আমার সখ হয়নি নাথ! এ যে কার সখ, তা ঠিক এখনও বুঝতে পারছিনে। চেয়ে দেখুন দেখি, কেমন দেখাচ্ছে!

নল। যথার্থ প্রিয়ে, বড় সুন্দরই দেখাচ্ছে; যেন পাণ্ডুর পত্রাবৃত দুটি ফুটন্ত পদ্ম ঢল্ ঢল্ করছে।

ইন্দ্রসেন। আর বাবা! আমরা কখনও রাজপোষাক পর্‌বো না। এই পোষাক প'রেই এখন থেকে আমরা হরিকে ডাক্‌বো, তা হ'লেই হরির দেখা পাবো।

ইন্দ্রসেনা। হরির দেখা পেলে, তাকে এনে তোমাকে আর মাকে দেখাবো বাবা!

নল। আচ্ছা মা! আশীর্ব্বাদ করি যেন তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ

হয়। দময়ন্তী! রাজ-ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরের মধ্যে থেকে যে বালক-বালিকার প্রাণে এমন ভাব এসেছে, এ বড় আশ্চর্য্যের বিষয়।

দময়ন্তী। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় যে, কিছু পূর্ব্বে না কি একটী বালক এসে এদের এই ভাবে সাজ্‌তে শিখিয়ে দিয়ে গেছে। বালকের নাম না কি মুরলীধর ব'লে গেছে। তারক থাতেই তো এরা দুজনায় এই বেশে সাজ্‌বার জন্য আমাকে ধরেছিল। মহারাজ! আমার বোধ হয় সে বালক কথনও সামান্য বালক নয়।

নল। হরির খেলা! কিছুই অসম্ভব নয়। লীলাময় কোন্ উদ্দেশে কোন্ লীলা প্রদর্শন করেন, তা বুঝ্‌বার সাধ্য ক্ষুদ্র মানব আমাদের নাই। কে বল্‌তে পারে প্রিয়ে, যে এই বালকদের আজ এইভাবে মনের পরিবর্ত্তনের মধ্যে সেই ইচ্ছাময়ের কোন অজ্ঞাত ইচ্ছা নিহিত নাই। কে জানে যে সেই প্রেমময় হরি, এই দুগ্ধপোষ্য শিশু দুটীর সঙ্গে আজ কি খেলা খেল্‌তে বসেছেন। তাই বল্‌ছিলাম দময়ন্তী, কে সেই লীলাময় হরির লীলাখেলার উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পারে? এখন চল দময়ন্তী! ইন্দ্রসেন ইন্দ্রসেনাকে নিয়ে অন্তঃপুরে যাই। মৃগয়া থেকে এসে বড়ই ক্লান্তি বোধ হ'চ্ছে।

নেপথ্যে নিয়তি—

গীত।

তোদের সোনার স্বপন ভাঙ্গলো রে এতদিনে।
এবার সুখের নিশি ভোর হ'য়ে যায় চেয়ে দেখ্‌লিনে॥

দময়ন্তী। ও কি! অন্তরাল থেকে কে অমন গান ক'রে শোনাচ্ছে। কার সোনার স্বপন ভাঙ্গবার কথা বল্‌ছে, কার সুখের নিশি ভোর হ'য়ে গেল বল্‌ছে? গান শুনে যে প্রাণ কেঁপে উঠ্‌লো মহারাজ!

নল। শুনি, আগে গানটা সব শুনি।

গীতকণ্ঠে নিয়তির প্রবেশ

নিয়তি।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

এমন সাজান বাগান দেখ্‌তে দেখ্‌তে শুখিয়ে যাবে রে,
এমন পূর্ণশশী রাহুর গ্রাসে খ'সে পড়্‌বে রে,
তোদের সুধার ভাণ্ডে গরল উঠ্‌ছে তা তো তোরা জান্‌তে পেলিনে।

দময়ন্তী। শোন নাথ! রমণী কি বলে।

নিয়তি।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

তোদের ঘরের মাঝে গোখ্‌রো সাপে বাসা বেঁধেছে,
তারা ছোবল পেতে ফণা তুলে ব'সে রয়েছে,
এবার দংশিতে আর নাই রে দেরী বুঝি প্রাণ বাঁচাতে পার্‌লিনে॥

নল। কে তুমি রমণী! দেহ সত্য পরিচয়?

নিয়তি। কেউ দেখ্‌তে নারে চোখ দিয়ে যা
তাও সদাই যে দেখে,
কেউ শুন্‌তে পায় না কান দিয়ে যা
তাও শুনে যে রাখে,
নিয়মপথে নিয়ম মত নিশিদিন যে চলে,
হয় না একটু এদিক ওদিক সব সত্য কথা বলে,
বিধির বিধি পালে যে গো বিধির বিধান মতে,
সবার চিত্র আঁকা আছে যাহার চিত্রপটে,
আমি সেই নিয়তি বটে ওগো সেই নিয়তি বটে।

নল। নিয়তি ! নিয়তি তুমি ভাগ্য-পরিণাম ?
নিয়তি ! নিয়তি তুমি কর্ম্মফলরূপা ?
চিনেছি নিয়তি তুমি সত্যসংবাদিনী,
বুঝেছি, এসেছ তুমি ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে।
তবে কহ দেবী সুস্পষ্টভাসিনী !
নল ভাগ্যে কিবা পরিণতি ?

নিয়তি। তোমার আদি অন্ত নাইকো মন্দ মাঝেই যত গোল,
যত ভণ্ড জুটেই লুটে পুটে কর্‌ছে গণ্ডগোল,
ওগো ! কর্‌ছে গণ্ডগোল।

নল। বল দেবী, কারা সেই পাষণ্ডের দল ?

নিয়তি। তা কি বলি, তাকি বলি, তা বল্‌তে যে মানা,
কেবল তোমার কথাই তোমায় বল্‌বো,
কিন্তু পরের কথাটা না।

দময়ন্তী। করি কৃতাঞ্জলি জননী গো !
কৃপা করি কহ তনয়ারে,
দুঃখিনীর প্রাণাধিকগণ
প্রাণে প্রাণে রবে তো বাঁচিয়ে ?

নিয়তি। প্রাণে প্রাণে থাক্‌বে বটে, কিন্তু সে না থাকারি মত,
তার চেয়ে সে মরণজ্বালায় কষ্ট নাই কো তত।
যাক্ সে কথা, যাক্ সে কথা, যা হবার তা হবে,
এই নিয়তির হাত থেকে বল বেঁচেছে কে কবে ?
তবে একটা কথা শেষ ব'লে যাই মনে ক'রে রাখিস্,
হোক্ না কেন যতই বিপদ, কিন্তু হরি ব'লে ডাকিস্
তার উপরে সব সঁপে দে চুপটী ক'রে থাকিস্,

সে মারে মারুক রাখে রাখুক তারে নাহি ভুলিস্।
সে যে শক্ত খোঁটা শক্ত ক'রে ধর্‌তে যদি পারিস,
শত বিপদ তবু তোদের অটল রাখ্‌বে দেখিস্।
আমার কথা মনে রাখিস্ কাট্‌বে সকল দায়,
আর দাঁড়াতে নারি আমি তবে আসি গো বিদায়।

[বেগে প্রস্থান

নল। না বুঝিনু হায় কিবা প্রহেলিকা!
শান্তিময় রাজ্যে মোর
নাহি দেখি অশান্তি-কারণ,
তবে কি কারণ নিয়তিনয়ন,
দেখিল অশান্তি-বীজ এ রাজ্যমাঝারে!
জ্ঞান-বুদ্ধিমতে অবিচার নাহি করি কভু।
নীতিশাস্ত্র-অনুসারে সুমন্ত্রণা যোগে,
পালি রাজ্যতন্ত্র আমি অতি সাবধানে,—
পুত্র নির্ব্বিশেষে দেখি সদা প্রজাকুল।
অনুকূল রাজ্যবাসী সবে,
নহে প্রতিকূল মম হেরি রাজ্যে কারে।
সহোদর ভ্রাতা পুষ্কর আমার,
প্রাণাধিক ভালবাসি তারে,
তবে বল কিসে হায় বুঝিতে না পারি
গৃহমাঝে ক্রূর সর্প জন্মিল আমার!
বিষম সমস্যা এ যে, বড়ই আশ্চর্য্য কথা,
গৃহমাঝে কাল সর্প জন্মিল আমার?
এত সাবধান—এত সতর্কতা,

তবুও বিপ্লব-বীজ হ'লো অঙ্কুরিত ?
কি দুরূহ রাজকার্য্য করিয়াছ বিধি !
যেখানেতে—
মক্ষিকা গমনছিদ্র না পাই খুঁজিয়া,
সেই গৃহে প্রবেশিল ভীম অজগর।
সকলি সাধিতে পার ইচ্ছাময় তুমি !
কে দাঁড়াতে পারে তব ইচ্ছা প্রতিকূলে ?
তবে, হোক্ ইচ্ছা পুরণ তোমার।

দময়ন্তী। মহারাজ ! মহারাজ !
নিয়তির বাণী কভু না হবে অন্যথা,
নিশ্চয় অদৃষ্ট মন্দ হয়েছে মোদের,—
নিশ্চয় সুখের হাট ভেঙ্গেছে মোদের।
এত আনন্দের এই নন্দন-কানন,
এত মনোমত ক'রে সাজান বাগান,
হায় নাথ এত দিনে সব বুঝি যায় ! [রোদন]

ইন্দ্রসেন। কেন মা কাঁদিস্ তুই কেন চক্ষে জল,
সব কষ্ট দূরে যাবে হরি হরি বল্ !
শুনিলি তো ব'লে গেল নিয়তি তোমায়,
হরি ব'লে ডাক্‌লে পরে ঘুচে যাবে দায়।
তবে কেন কাঁদ মাগো হইয়ে আকুল,
হরি ব'লে ডাকো মাগো হরি দেবেন কূল।

নল। দময়ন্তী ! কেন এত হতেছ অধীরা ?
নহ জ্ঞানহীনা তুমি, বুঝে দেখ সব।
যদি অদৃষ্টের লিপি হ'য়ে থাকে মন্দে পরিণত,

সুখ শান্তির শেষ সীমায়
যদি মোরা এসে থাকি আজি,
যদি মোদের সুখ শান্তি হ'তে হায়
নিতে হয় অন্তিম বিদায়,
তা হ'লে বল না প্রিয়ে কি ফল কাঁদিয়ে ?
শত অশ্রুপাতে জেনো
ফিরিবে না অদৃষ্ট কখনো ।
তা হ'তে যা ব'লে গেল নিয়তি মোদের,
শিশু পুত্র ইন্দ্রসেন পুনঃ
যারে ডাকিবারে পুনঃ দিলা উপদেশ,
আজ হ'তে এস—
সব চিন্তা ত্যজি—সব দুঃখ ভুলি,
দিবানিশি প্রাণ খুলে হরি ব'লে ডাকি,—
বিপদে আশ্রয়দাতা সেই ভিন্ন নাই ।
তাঁর নাম মাত্র মোরা করিয়ে সম্বল,
বিপদের তরে এস থাকিব প্রস্তুত ।

দময়ন্তী । হে ঠাকুর ! দয়াময় ! দয়া কর হরি !
বিপদ-পাথারে দেখ ডোবে বুঝি তরী ।
তুমি হে বিপদবারী অকুল কাণ্ডারী,
বিপদে ভরসা দিও জয় হরি শ্রীহরি ।

ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনা ।—

গীত ।

ওহে বিপদবারী জয় শ্রীহরি দিও চরণ-তরী ।
যখন ঘোর বিপদে প'ড়ে তোমায় ডাকবো হে কাণ্ডারী ॥

(আমরা সাধন ভজন জানি না হে) (কেবল হরি ব'লে ডাক্‌তে পারি)
শুনেছি তোমার নাম নিলে গো রয় না কোন ভাবনা,
তাই তোমারে ডাক্‌ছি হরি ঘুচ্‌বে ব'লে বেদনা,—
(যেন ভুলি না) (বিপদে প'ড়ে) (তোমার বিপদবারী শ্রীহরি নাম)
যদি হরি ব'লে ঘোর অকূলে প'ড়ে মোরা মরি,
তবে কলঙ্ক রটিবে তোমার দয়াল নামে হরি ॥
(এখন হ'য়ো না নিদয়) (ওহে দয়াময়) (ওহে দয়াল হরি দয়া ক'রো) ।

নল। চল প্রিয়ে! এখন হরি নাম স্মরণ কর্‌তে কর্‌তে অন্তঃপুরে যাই।

[উভয়কে ক্রোড়ে লইয়া উভয়ের প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

রাজ-অন্তঃপুর ।

মনোরমার প্রবেশ ।

মনোরমা। [হিংসা-কুটিলমুখে] প্রাণের দুঃখ মনের কষ্ট চেপে রেখে মুখে হেসে কথা কইতে হয়, হৃদয়ের জ্বালা হৃদয়ের যন্ত্রণা গোপন ক'রে মুখে আনন্দ প্রকাশ কর্‌তে হয়, হিংসার ছুরি বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখে মুখে আমার আমার কর্‌তে হয়। এর চেয়ে আর মানুষের কষ্টের কথা কি থাক্‌তে পারে! একই সংসার, একই গৃহ, তার মধ্যে কেউ বা রাজরাণী হ'য়ে রাজসিংহাসন আলো ক'রে বস্‌বে, আর কেউ বা সেই রাজরাণীর কৃপার উপর নির্ভর ক'রে সারা জীবন পরাধীনা ভাবেই থেকে যাবে। সেরূপ পরাধীন জীবন বহন ক'রে মনোরমা এক মুহূর্ত্তও বেঁচে

থাক্‌তে চায় না। রাজার গৃহে রাজকন্যারূপে জন্মেছিলাম, তখন মনে মনে কত আশায় ঘর বেঁধেছিলাম—কত কল্পনায় রাজত্ব গড়েছিলাম ; ভেবেছিলাম—রাজরাণী হ'য়ে ইচ্ছামত সুখের সরোবরে সন্তরণ ক'রে বেড়াব। তা তো ভাগ্যে সবই ঘট্‌লো ! মনের আশা মনের কল্পনা যত, সব মনেই মিশে গেল। মন্ত্রী, সেনাপতি এরা সব এসে যখন দময়ন্তীকে মহারাণী ব'লে সম্বোধন করে—রাজত্ব সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কয়, তখন যেন আমার বুকের ভেতর অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। সময়ে সময়ে ভাবি যে বিষ খেয়ে মরি, তা পোড়া প্রাণের মায়ায় তাও পারিনে। যার হাতে পড়েছি, সে তো একবারে দাদা বল্‌তে অজ্ঞান—দাদার সুখে মুখে হাসি ধরে না—দাদার দুঃখে কেঁদে মর-মর। এমন নির্ব্বোধ মানুষও সংসারে থাকে ! তবুও ব'লে ক'য়ে নানারকম মান-অভিমানের অভিনয় ক'রে নির্ব্বোধটাকে অনেকটা পথে এনেছি। হিংসার আগুনে ব'সে ব'সে ফুঁ দিয়ে দিয়ে তার বুকেও জ্বালিয়ে তুলেছি। আবার গুণাকর ব'লে তার একজন কে না কি বন্ধু জুটেছেন ; তিনি না কি বড় চালাক—বড় বুদ্ধিমান, তিনিও শুনেছি প্রাণপণে তাকে রাজার বিরুদ্ধে চালাতে চেষ্টা কর্‌ছেন। তার কথা না কি দেবতার মত শোনে। দেখি যদি, তিনি এসে কিছু ক'রে উঠ্‌তে পারেন। তার সঙ্গে একবার দেখা কর্‌তে পার্‌লে আরও ভাল হ'তো। যে ভাবে হয়, এরই মধ্যে একদিন দেখা কর্‌তেই হবে। বিধাতা যদি আমাকে নারী না ক'রে পুরুষ ক'রে সৃষ্টি কর্‌তেন, তা হ'লে এতদিন কবে কি ক'রে ফেল্‌তাম। কি কর্‌বো, বিধি নারী ক'রে সংসারে পাঠিয়েছেন, বুদ্ধি-কৌশল ফিকির-ফন্দি সব মনে মনেই ঢেকে রাখতে হ'লো।

হাস্যমুখে সুলোচনার প্রবেশ।

মনোরমা। বড় যে হাস্‌তে হাস্‌তে আসছিস্‌ ! বলি খবর কি সুলো ?

সুলোচনা। কি বক্‌সিস কর্‌বে আগে বল, তারপর সব খুলে বল্‌বো।

মনোরমা। কেন না? দময়ন্তীকে বুঝি আজ সোণার সিংহাসনের পরিবর্ত্তে আরও কোনও নূতন রত্ন দিয়ে গড়া সিংহাসনে বস্‌তে দেখে এলি? আর তার সোণার মুকুটের পরিবর্ত্তে নূতন কোনও হীরের মুকুট দেখে এলি? তাই বুঝি আজ তোর মুখে হাসি ধর্‌ছে না? তাই বুঝি এত বক্‌সিস পাবার সাধ?

সুলোচনা। তা'যাই দেখে আসি না কেন, বক্‌সিস না আদায় ক'রে আর সুলোচনা কিছু বল্‌ছে না। আজ পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উঠেছে—সাপের মাথায় ধূলো পড়েছে। কেবল চোখের জল আর ঠাকুর দেবতার কাছে মাথা কোটাকুটী! [হাস্য]

মনোরমা। আ মরণ দেখ! হেসে হেসেই খুন হ'লি যে! কথাটা আগে খুলেই বল্ না। আরে গেল যা—তবুও হাসি!

সুলোচনা।—

গীত।

হাস্‌বো বই কি হাসির কথায় হাস্‌বো না তো কি!
হাস্‌তে হাস্‌তে দাড়ী ছিঁড়লো, তবু হাসি চাপ্‌তে পার্‌ছিনি।
বড় রাণীর ঠ্যাকার ভেঙ্গেছে,
দেখ্‌লুম গিয়ে চোখের জলে তার ধরা ভেসেছে,—
তোর কপাল ফিরেছে—তোর কপাল ফিরেছে,
তোর কপালে রাণীর তক্ত নাচ্‌তে লেগেছে,
এবার রাজার বামে রাণী হ'য়ে বস্‌বি ধনী ভাবনা কি।

মনোরমা। [কণ্ঠহার অর্পণ করিয়া] বল্ সুলোচনা! কি হয়েছে? কি দেখ্‌লি, কি শুন্‌লি, সব খুলে বল্।

সুলোচনা। আজ শ্যামসুন্দরের বাড়ীতে সকালে যখন রাজা-রাণী ঠাকুরকে নমস্কার করতে গিয়েছিল, তখন—এই তখন—

মনোরমা। তখন কি ?

সুলোচনা। এই তখন—এই তখন—[ঢোক্ গিলিবার ভাব প্রদর্শন]

মনোরমা। এই ছাখ্ আবার ন্যাক্‌রা করতে লাগলো ?

সুলোচনা। রাখো—আগে ঢোক্ গিলেনি। এই তখন না কি সেই আকাশ থেকে দেবতা ডেকে বল্‌ছে—ঐ গো, যাকে তোমরা "দৈববাণী" বল, সেই দৈববাণী হয়েছে—সেই দৈববাণী হয়েছে। [ঢোক্ গিলিবার ভাব প্রদর্শন]

মনোরমা। [উৎকণ্ঠার সহিত] বলিস্ কি ! দৈববাণী হয়েছে ? কি দৈববাণী হয়েছে, বল্—বল্ !

সুলোচনা। এই তোমার গে দৈববাণী হয়েছে যে রাজা-রাণীকে না কি রাজ্যি ছেড়ে—এই রাজ্যি ছেড়ে তোমার গে—[পূর্ব্ববৎ ভাব]

মনোরমা। আবার কি আরম্ভ করলে দেখ ! কথাটা একবারে ব'লে ফেল্ না।

সুলোচনা। আঃ—রাখ্ না, দম্ জিরিয়ে নিই। একবারে তর্ সইছে না !

মনোরমা। তা যদি তুই বুঝ্‌তে পেতিস্, তা হ'লে—

সুলোচনা। না আমি বুঝ্‌তে পাইনি। তবে এমন ক'রে বল্‌বার জন্য ছুটে এলাম কেন ? আমি ওর জন্যে প্রাণ দিয়ে কাজ করতে যাই, আর তবুও ওর মন পাইনে। এমনি আমার পোড়া কপাল আর কি ! [চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিবার সুরে] বলে—যার জন্যে চুরি করি সেই বলে—

মনোরমা। আ ম'লো যা ! আমি কি তোকে তাই বল্‌ছি, যে কেঁদে

দিলি ? তুই আমার জন্যে কি করিস্ না করিস্, বলি তা কি আর আমি জানিনে! আর তুইও কি তা বুঝিস্‌নে যে তোকে আমি কতখানি ভালবাসি! তোকে কি আমি কোনও দাসীর মত দেখে থাকি ? ঠিক আপনার জনের মত দেখি। এ শক্রপুরীতে তুই বই আর আমার কে আপনার ব'লে মুখের দিকে চাইবার লোক আছে বল দেখি? তোকে ভাল না বাস্‌লে কি বাপের বাড়ী থেকে কত ফিকির-ফন্দি ক'রে তোকে এখানে নিয়ে এসেছি। তবু তুই আমার অন্তর বুঝ্‌লি না ? [চক্ষে অঞ্চল দিয়া] এ দুঃখ রাখ্‌বার আর কি স্থান আছে !

সুলোচনা। [সহর্ষে চক্ষু মুছাইয়া দিয়া] থাক্—থাক্, এমন আনন্দের দিনে চোখের জল ফেলো না। শোন এখন সেই দৈববাণীর কথা। তার পর সেই দৈববাণী বল্‌ছে যে রাজারাণীকে শীঘ্রই রাজ্য ছেড়ে বনবাসী হ'য়ে দোরে দোরে ভিক্ষা ক'রে খেতে হবে।

মনোরমা। বলিস্ কি সুলোচনা ! আমাকে কি স্বপ্ন দেখাচ্ছিস্? এই নে—এ ছড়াও নে। [পুনরায় অন্য কণ্ঠহার অর্পণ]

সুলোচনা। [গলায় পরিতে পরিতে] থাক্—থাক্ ! ও মা, অমন ক'রে গলা শুধু ক'রে দিতে আছে কি ? বলি তুমি তোমার সুলোকে না দিচ্ছ কি ?

মনোরমা। তারপর আর কিছু জান্‌লি শুন্‌লি ?

সুলোচনা। একবারে নিজের চক্ষে দেখে এলাম যে !

মনোরমা। কি দেখে এলি ?

সুলোচনা। রাণীর দুই চোখ্ বেয়ে শ্রাবণের ধারা গড়াচ্ছে। অন্নজল আজ আর মুখে দেয়নি ; অন্নজলের বরাত উঠে যাবে কি না, তাই আগে থেকেই তার নমুনা দেখা দিয়েছে। মুখখানি একবারে এতটুকু হ'য়ে গেছে। চোক্ দুটো যেন গর্ত্তের ভেতর থেকে মিট্ মিট্ কর্‌ছে।

মনোরমা। আর রাজা?

সুলোচনা। রাজা সেখানে ছিলেন না। তাঁরই বা কোন্ না হয়েছে? পুরুষ মানুষ সাম্‌লে চলতে পারে, এই যা—

মনোরমা। আর কিছু দেখ্‌লিনে? ছেলেটা মেয়েটা কি কর্‌ছে দেখ্‌লি?

সুলোচনা। সে আবার এক নূতন কাণ্ড। সে মজার সং দেখে হেসে বাঁচিনে।

মনোরমা। কেন, কি কর্‌ছে। খুব ক'রে কেঁদে কেঁদে লুটোপুটী খাচ্ছে বুঝি?

সুলোচনা। না গো না, সে আবার এক মজার ঢং। যখন মা-লক্ষ্মী ছেড়ে যেতে বসে, তখন ঐরূপই সব হ'য়ে পড়ে; নইলে কি অমনধারা ঢং করে। সে দুটো করেছে কি জান, আগু থেকে তৈরি হ'য়ে ব'সে আছে।

মনোরমা। কি রকম—কি রকম?

সুলোচনা। বনবাসী হবে কি না, তাই তারা দু'জনায় রাজপোষাক ফেলে দিয়ে, গেরুয়া প'রে হরি হরি ব'লে ধেই-ধেই ক'রে নাচ্‌ছে।

মনোরমা। বেশ হয়েছে—বেশ হয়েছে। এতদিন পরে ঠাকুর আমার ডাক শুনে মুখ তুলে চেয়েছেন। আমি আজই শ্যামসুন্দরের ভাল ক'রে পূজা দেবো। ইচ্ছে হ'চ্ছে একবার গিয়ে মজাটা নিজের চোখে দেখে আসি।

সুলোচনা। দেখ্‌বার এখন হয়েছে কি! যে দিন রাজারাণী ছেলে মেয়ে নিয়ে, ভিখিরী সেজে বুক চাপ্‌ড়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বাড়ী ছেড়ে যাবে, সেই দিন সেই সিংহাসনের উপরে ব'সে মজা দেখো।

মনোরমা। তোর মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। শ্যামসুন্দর তাই করুন আগে, তখন দেখিস্ সুলো! তোর মুখ দুধ দিয়ে নাওয়াবো।

সুলোচনা। তা নাইও। এখন ছোট রাজামশায় এলে এই সংবাদ দিয়ে তার কাছ থেকেও বক্‌সিস্ আদায় কর্‌তে হবে।

মনোরমা। তাঁর আস্‌বার সময় প্রায় হ'য়ে এসেছে ; চল—আমরা ততক্ষণ একবার ছাতে গিয়ে বসিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ধীরে ধীরে দুরভিসন্ধিসম্পন্ন পুষ্করের প্রবেশ।

পুষ্কর। [স্বগত] কেন—তা হবে কেন ? একই পিতার ঔরসে, একই মায়ের গর্ভে দু'জন আমরা জন্মগ্রহণ করেছি, তবে কেউ বা রাজা হ'য়ে প্রজা-পালন কর্‌বে, আর কাউকে বা প্রজার ন্যায় রাজার কৃপাভিক্ষার উপর আত্মজীবনকে নির্ভর ক'রে বাস কর্‌তে হবে ? কেন ? তা কেন হবে ? জ্যেষ্ঠ ব'লেই যে তাঁর রাজত্বের উপর দাবী থাক্‌বে, তারই বা কি কারণ আছে ? এ নিয়ম তো ঈশ্বরের নিরূপিত নিয়ম নয়। এ নিয়ম তো স্বার্থপর মানুষেরই উদ্ভাবিত নিয়ম। তবে মানুষ হ'য়ে এমন মানুষের ভ্রান্ত নিয়মের বশবর্ত্তী হ'য়ে যন্ত্র-পুত্তলিকার ন্যায় চল্‌তে যাবে কেন ? কখনই না। যে ব্যক্তি বাহুবলে কিংবা ছল-কৌশলে পৃথিবী লাভ কর্‌তে পারে, পৃথিবী তো তখন তারই অধিকারভুক্ত হবে ; তাতে কোন ব্যক্তিগত বিশেষত্ব নাই। তবে আমিই বা নিশ্চেষ্ট থাক্‌বো কেন ? বাহুবলে যদিও নলের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে পার্‌বো না, কেন না সেনাপতি সৈন্য-সামন্ত, এ সবই এখন নলের বশীভূত, কিন্তু কৌশল-জালে তো নলকে পরাস্ত কর্‌তে পারি। তবে সে সুযোগ পরিত্যাগ ক'রে নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় মস্তক অবনত ক'রে রাজাজ্ঞা পালন ক'রে চলি কেন ? বন্ধু গুণাকরের যে বুদ্ধি-কৌশল, তাতে নিশ্চয়ই কার্য্যোদ্ধার কর্‌তে পার্‌বো। রাজা আজ মৃগয়া থেকে গৃহে প্রত্যাগমন করেছে, আগামী কল্যই তাকে অক্ষ-ক্রীড়ায় আহ্বান কর্‌তে হবে। আর বিলম্ব কর্‌বার প্রয়োজন নাই। দ্যুতে পরাজিত হ'য়ে নল রাজ্য ত্যাগ কর্‌লে আর কেহ

আমাকে সে জন্য নিন্দা করতেও পার্‌বে না। যাই—এখন মনোরমাকে এই দ্যূত-ক্রীড়ার বিষয় অবগত করাইগে। তা হ'লে সে বড়ই সুখী হবে। যদি কখনো কার্য্যোদ্ধার কর্‌তে পারি, যদি কখনো রাজসিংহাসন অধিকার কর্‌তে পারি, তা হ'লে সেই দময়ন্তীকে এনে মহিষী ক'রে বামে বসাতে হবে। দেখি কি হয়! এখন মনের ভাব গোপন ক'রে মনোরমাকে ডাকি। [প্রকাশ্যে] মনোরমা—মনোরমা! বলি কোথায় গেলে?

ধীরে ধীরে মনোরমার প্রবেশ।

মনোরমা। কেন? কি হয়েছে? অত চীৎকার ক'রে বাড়ী মাথায় ক'রে তুল্‌ছো কেন?

পুষ্কর। কেন যে তোমার মনে এত অশান্তি, এত দুঃখ, তা আমি বুঝে উঠ্‌তে পারিনে।

মনোরমা। কেন পার্‌লে না, তা যদি বুঝ্‌তেই পার্‌বে, তা হ'লে কি আর এই ভাবে পরের মুখের দিয়ে চেয়ে আমাদের প'ড়ে থাক্‌তে হয়! এ বাড়ীর দাসী-চাকরগুলোও আমাদের চাইতে সুখে শান্তিতে আছে! তাদেরও রাজারাণীর দাসী ব'লে একটু মর্য্যাদা আছে; আমাদের যে তাও নাই। এর চেয়ে আমাদের বনের মধ্যে কুঁড়ে বেঁধে বাস করাও ভাল।

পুষ্কর। ভগবানকে ডাক, বোধ হয় শীঘ্রই আমাদের এ দুর্দ্দিনের মেঘ কেটে যাবে।

মনোরমা। স্বয়ং বিধাতা এসে যদি সে মেঘ দু'হাত দিয়ে সরিয়ে দেন, নতুবা তো সর্‌বার আর কোনও কারণ দেখিনে।

পুষ্কর। সেই কথাই তো তোমাকে বল্‌তে এসেছিলাম। তা তুমি শুন্‌লে কৈ?

মনোরমা। শুন্‌বো আর নূতন কি বল, জনম ভ'রে তো তোমাদের

পরামর্শ আঁটাই শেষ হ'লো না, তার আর শুনবো কি। শুনেছি তোমার বন্ধু না কি খুব একজন চালাক—বুদ্ধিমান; কিন্তু কাজে তো কিছুই পরিচয় জানতে পেলাম না।

পুষ্কর। যথার্থ ই মনোরমা, বন্ধু আমার বড়ই বুদ্ধিমান। বন্ধু এবার যে কৌশল-জাল পেতেছে, তার ফল কালই দেখতে পাবে।

মনোরমা। কি রকম বল দেখি ?

পুষ্কর। কালই রাজসভাতে আমার সঙ্গে রাজার দ্যুত-ক্রীড়া আরম্ভ হবে।

মনোরমা। বেশ তো! তা যেন হ'লো, তাতে ফলটা কি হবে ?

পুষ্কর। ফল হবে, রাজাকে পরাস্ত হ'য়ে সর্ব্বস্ব আমাকে ছেড়ে দিয়ে রাজ্য ছেড়ে বনে চ'লে যেতে হবে।

মনোরমা। রাজাই যে পরাস্ত হবে, তার কি মানে আছে ?

পুষ্কর। তা না থাকলে আর এ কৌশল অবলম্বন করেছি কেন ? বন্ধু গুণাকরের এক বাল্যসখা আছে, তার নাম সুধাকর, সে একজন মহা মায়াবী যাদুকর। সে নিজেই পাশটী রূপ ধ'রে, আমার ইচ্ছামত দানের সহায়তা করবে ; তা হ'লেই আমার জয় অনিবার্য্য! এ কৌশলেও কি কার্য্যোদ্ধার করতে পারবো না মনোরমা ?

মনোরমা। মুখে যেমন বক্তৃতা ক'রে গেলে, কাজের বেলায় করলে তো হয়! তখন হয় তো দাদার মুখ দেখে সব ভুলে যাবে।

পুষ্কর। সেদিন স'রে গেছে মনোরমা! পুষ্কর এখন নিজের পথ চিনে নিতে শিখেছে। পুষ্কর বুঝেছে যে সেও তার পিতামাতার সন্তান। সুতরাং তার পৈত্রিক সিংহাসন প্রাপ্তিবিষয়ে সেও সম্পূর্ণ আশা করে। রাজলক্ষ্মীর বরমাল্য যে কেবল এক নলেরই প্রাপ্য, তার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।

মনোরমা। যা হোক্ সে জ্ঞান যে তোমার হয়েছে, সেও বল্‌তে হবে মন্দের ভাল।

পুষ্কর। আবার মন্দের ভাল কি মনোরমা? একবারে সম্পূর্ণই ভাল।

মনোরমা। বলে—গাছে কাঁটাল, গোঁফে তেল।

পুষ্কর। কালই জান্‌তে পার্‌বে; যাক্, তুমি একবার আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে কথা কও দেখি, দেখে প্রাণটা জুড়াই।

মনোরমা। বলে - পেটে খিদে চোখে লাজ, না—আমি অমন দেঁতো হাসি হাস্‌তে জানি না।

সহাস্যমুখে সুলোচনার প্রবেশ।

সুলোচনা। [মনোরমার প্রতি] বলি, ব'লে ফেলনি তো? বখ্‌সিস আদায় কর্‌তে হবে যে!

মনোরমা। [ইঙ্গিতে] না।

পুষ্কর। কিসের বখ্‌সিস আদায় কর্‌বি সুলো?

সুলোচনা।—

গীত।

মরা গাঙ্গে চাঁদের আলো ফুটবে গো এবার।
শুকনো গাছে হবে ওগো ফুলের বাহার॥
তে মরা রাজ-আসনে হবে রাজারাণী,
দেবো ফুলের মালা নিতুই গেঁথে আনি,
আবার শাঁখ বাজাবো, কত গান শোনাবো,
তা ধিন্ ধিন্ তাধিন্ তাধিন্ নেচে ফুর্তি জমাবো,
এখন ভাল রকম দাও দেখি দাও বখ্‌সিস আমার॥

~~পুষ্কর। কি বললে সুলোচনা? বুঝতে পারলাম না।~~

সুলোচনা। এই রাজারাণীর উপর দৈববাণী হয়েছে, তাদের শীঘ্রই

রাজ্য ছেড়ে চ'লে যেতে হবে, তাই শুনে রাণী আজ কেঁদে কেঁদে মাটী ভেজাচ্ছে। আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি,—মিথ্যে কথা নয়। এখন তোমরাই সেই শূন্য সিংহাসনে বস্‌তে পার্‌বে, এখন বুঝ্‌তে পার্‌লে? দাও—সুলোচনাকে কি বখ্‌সিস দেবে দাও।

পুষ্কর। বখ্‌সিস পাবারই কথা বলেছিস্ বটে, যদি সত্য হয়।

সুলোচনা। এই নাও, আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি; এ কথা নিয়ে দেখি ভেতর বাড়ীতে একটা হৈ চৈ লেগে গেছে। দেখ দেখি দিদিমণি! উনি আমার কথা পেত্যয় কর্‌ছেন না। যাক্, আমি কিছু চাইনে। সুলো মিথ্যে কথাই বলেছে। [কৃত্রিম অভিমান প্রদর্শন]

পুষ্কর। আরে না—না সুলো! রাগ করিস্ নে। এই নে, এখনকার মত এই যা দিচ্ছি, তাই নে। তারপর যা বলেছিস্, তা যদি হয়, তবে তখন তোকে মনের মত পুরস্কার দেবো। [হস্তে মুদ্রা প্রদান]

সুলোচনা। [মুদ্রা দেখিতে দেখিতে] তা হাসিমুখে যা দিয়েছ, তাই সুলোর সাত রাজার ধন। যাই—যাই, সন্ধ্যের কাজগুলো সেরে ফেলিগে। [স্বগত] তা—রাতটা আজ পুইয়েছিল মন্দ নয়, এ রকম তিরিশ দিন হ'লে সুলোর আর ভাব্‌না ছিল কি? দেখি কি হয়!

[প্রস্থান।

পুষ্কর। সুলো যা ব'লে গেল, তা কি তুমি এর আগে ওর মুখে শোননি?

মনোরমা। শুন্‌বো না কেন? শুনিছি বই কি? কানের মাথা তো এখনও খেয়ে ফেলিনি।

পুষ্কর। না—আমি সে কথা বল্‌ছিনে। যদি শুনেছিলে যদি, তবে এতক্ষণ সে কথাটাও তো আমাকে বলনি?

মনোরমা। কি জানি, অত কথা কি আমার মনে থাকে!

পুষ্কর। বলি, এ শুনে তো মুখে একটু আনন্দের চিহ্নও দেখ্‌তে পেলাম না।

মনোরমা। তুমি কি ধেই-ধেই ক'রে নাচ্‌তে বল না কি? আমার অত আসে না।

ঈশ্বর এতদিনে আমাদের উপর

চেয়েছেন। আর আমরা পাশা খেলায় যে কৌশল বের করেছি, এতে তা হ'লে ভগবানেরও সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে বল্‌তে হ'বে, কি বল?

মনোরমা। থাকৃতে পারে। ভগবান তো আমাকে সে কথা ডেকে এসে ব'লে যান্‌নি।

পুষ্কর। সকল কথাতেই বিরক্তিভাব। ঐ কেমন তোমার এক স্বভাব হ'য়ে গেছে মনোরমা! [স্বগত] আসুক্ আগে দিন, তারপর তোমাকে কেমন জব্দ কর্‌বো দেখতে পাবে।

মনোরমা। যার জ্বালা, সেই বোঝে। আমার মাথার ভেতর যা করছে, তা আমিই জান্‌ছি, অপরে তা কিরূপে জান্‌বে!

পুষ্কর। তবে চল; আর এখানে বিলম্ব ক'রে কাজ নাই। চল—তোমার মাথা টিপে দিইগে।

[মনোরমার হস্ত ধরিয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজসভা।

নল, মন্ত্রী ও সেনাপতি রণজিৎ সিংহের প্রবেশ।

নল। মন্ত্রী! সেনাপতি!
নিয়তির বজ্রবাণী,
বোধ হয় শুনেছ সকলে?

মন্ত্রী। হাঁ মহারাজ! শুনেছি,
শুনিয়ে স্তম্ভিত মোরা হয়েছি সকলে।

রণজিৎ। কেন হেন পুণ্য রাজ্যে
দুর্দৈবের অট্টহাস বুঝিতে না পারি!

নল। কে কবে পেরেছে বল দৈবেরে বুঝিতে?
লোক-চক্ষুর অন্তরালে অদৃষ্ট-মন্দিরে
কৃষ্ণ যবনিকা-জালে হ'য়ে বিজড়িত,
চিরদিন থাকে দৈব আত্ম-সংগোপনে।
কার সাধ্য বল সেনাপতি!
সেই যবনিকা করি উত্তোলন,
পারে সে মন্দির মাঝে করিতে প্রবেশ?
তাই বলি দুর্জ্জেয় দৈবের ইচ্ছা
এইরূপে অলক্ষিতে ব্যক্ত চিরকাল।

নাহি কালাকাল কিম্বা কারণ তাহার,
সম্পূর্ণ স্বাধীন দৈব ইচ্ছামত চলে।

মন্ত্রী। মহারাজ! দেবার্চ্চনা, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন,
এই সব কার্য্যে হয় দৈব অনুকূল।
এই সব ক্রিয়া মোরা করি অনুষ্ঠান,
দুর্দ্দৈবে করিব নাশ করেছি কল্পনা।

নল। কর মন্ত্রী! ভাল কথা,—
দেবার্চ্চনা, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন
অবশ্য করিতে পার,
সকলি এ শুভকার্য্য,
শুভকার্য্যে কে করে নিষেধ!
কিন্তু মন্ত্রী! যত কর,
কিছুতেই গ্রহ না ফিরিবে।
দেবার্চ্চনা, শান্তি-স্বস্ত্যয়নে যদি
দৈব মোরে প্রসন্ন হইত,
তা হ'লে হে বল মন্ত্রিবর!
কেন আজি দৈব মোর হবে প্রতিকূল?
দেবার্চ্চনা, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন,
এর মধ্যে কোন্ কার্য্য বল দেখি শুনি,
নিত্য মোর গৃহে নাহি হয় অনুষ্ঠিত?
শাস্ত্রবিৎ সুব্রাহ্মণ শত শত দেখ
মম গৃহে করে নিত্য দেবতা-অর্চ্চন,—
ধার্ম্মিক বৈদিকগণ
করে নিত্য বেদপাঠ শান্তি-স্বস্ত্যয়ন।

তবে বল দেখি কোন্ ছিদ্র পেয়ে,
দৈবের ভীষণ ফণা উঠিল গর্জ্জিয়ে ?
কোন্ অপরাধে মোর,
দৈবের কঠোর চক্ষু আরক্তদৃষ্টিতে
মোর প্রতি বল দেখি করে দৃষ্টিপাত ?

রণজিৎ　　মহারাজ !
কার সাধ্য তব বাক্যে করে প্রতিবাদ ?
কিন্তু নরনাথ !
করি কৃতাঞ্জলি কহে দাস,
যদিও নিয়তি বাণী সত্যরূপে মানি,
তথাপি সে ভবিষ্যৎ-বাণী,—
নহে তাহা বর্ত্তমানে পরীক্ষা-বিষয়।
অতএব ভবিষ্যতের সেই অমঙ্গল ছবি,
কেন পূর্ব্ব হ'তে টেনে আনি ধরিব সম্মুখে ?
ঘটে যদি সত্য সত্য সেই দুর্ঘটন,
তথাপি তার পূর্ব্ব সূত্র কোন
নিশ্চয় সম্মুখে মোদের পাইবে প্রকাশ।
হয় তো বা পর-রাজ্যলোভী
কোন দুর্দ্ধর্ষ নৃপতি,
করিয়া বিদ্রোহ লবে নিষধ-রাজ্য
কিম্বা কোন গৃহ-শত্রু
থাকে যদি গুপ্তভাবে কেহ,
করে যদি গুপ্ত ষড়্‌যন্ত্র
রাজ্যতন্ত্র ভাঙবার লোভে,

বিষম বিপ্লব-বহ্নি
হয় তো সে জ্বালিবারে পারে।
এইরূপ কোন এক সূত্র ব্যতিরেকে,
কথনো কি স্বহস্তে দুর্দ্দৈব আসি
হস্ত ধরি মহারাজে
সিংহাসন হ'তে দেবে উঠাইয়া ?
কথনই নহে,
অসম্ভব—অসম্ভব ইহা।
যদিও দুজ্ঞেয় দৈব মানব-বুদ্ধিতে,
তথাপি সে ছিদ্রপথ কোন
না করিয়া আবিষ্কার,
স্বশক্তি প্রকাশ কভু করে না সংসারে।

নল সেনাপতি!
অতি সত্য তব কথা করিনু স্বীকার;
কিন্তু কি করিতে ইচ্ছা বল তোমাদের ?
কি উপায়ে এ সমস্যা কবিবে ভঞ্জন,
কহ মোরে করিয়ে প্রকাশ ?
নিয়তির শেষ বাণী আরও চমৎকার!
কহিলা সে চাহি মোর প্রতি,
"গৃহমধ্যে কালসর্প জন্মেছে তোমার।"
কিন্তু সেনাপতি! কত চিন্তা করি
কিছুতে সে কালসর্পে নারিনু চিনিতে।
ভাব দেখি সবে,
নিয়তি নির্দ্দিষ্ট এই কালসর্প কেবা ?

সহসা বিশে পাগলার প্রবেশ।

বিশে।—

গীত।

হায় রে সবাই চক্ষু থাক্‌তে কাণা।
চ'খের পরে ঘুর্‌ছে ফির্‌ছে, তবু তাদের কেউ চিন্‌তে পারে না॥
ভালবাসার চশমা প'রে যে দিক ফিরে চায়,
তারেই অমনি আপনার ব'লে বুকে ধর্‌তে যায়,
সে চশমা খুল্‌লেই দেখ্‌বে তখন আপন তাদের নয় রে এক জনা।
মানুষের খোলস্ গায়ে ঢাকা, কিন্তু মানুষ নয়কো তারা,
এমন কত রাক্ষস চোখের সাম্‌নে কর্‌ছে ঘোরাফেরা,
তাদের সবগুলোই তো আছে বটে এই বিশে ক্ষেপার জানা॥

রণজিৎ। মহারাজ! এই বিশে পাগলার গানের ভাবে বেশ প্রকাশ পাচ্ছে যে, নিশ্চয়ই কোনও গৃহ-শত্রু মহারাজের বিরুদ্ধে কোন ভীষণ ষড়যন্ত্র উদ্ভাবিত করেছে। আমরা তাদের আত্মীয় ব'লেই মনে কর্‌ছি; কিন্তু শত্রু ব'লে চিন্‌তে পার্‌ছি না।

নল। কে এ ব্যক্তি? তুমি যেন একে জান সেনাপতি!

রণজিৎ। হাঁ মহারাজ! কয় দিন থেকে একে নগর-পথে দেখ্‌তে পাচ্ছি; সকলে ওকে বিশে পাগলা ব'লেই ডাকে। ওকে যখন থেকেই দেখেছি, তখন থেকেই আমার মনে হয়েছে যে, এ ব্যক্তি পাগলা হ'লেও যেন কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে ঘুর্‌ছে। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে, এর উদ্দেশ্য ভাল ভিন্ন মন্দ নয়।

বিশে। কে জানে বাবা! কার ভেতর কি?
কেবল ওপর দেখে ভুল্‌বি যদি বিশে,
তা হ'লে যে কর্‌বো তোরে ছিঃ-ছিঃ।

ফুলের মধ্যে কীটের বাসা পদ্মবনে সাপ,
মুখে মধু পেটে বিষ,
ওরে বিশে ! বল না একি পাপ ?
সবই প্রায় গিল্টির গয়না—
সবই প্রায় গিল্টির গয়না,
সোণার মতই দেখায় বটে,—
কিন্তু খুঁটো ব'লে ধর্‌তে পারা যায় না
এ সংসারটা এমনি ক'রে গড়া,
আসল নকল ধরা যায় না,
যারে দেখ সেই যেন এক খাঁটী দুধের ঘড়া।
বিশে মড়া দেখে এ সব সংসার ছেড়েছে,
বিষে বিষে জ'রে জ'রে
বিশে এখন খাঁটী পথ ধরেছে।

মন্ত্রী। আরও বুঝ্‌তে পারা যাচ্ছে যে, ঐ ব্যক্তি কেবল সংসারের নিষ্ঠুর অত্যাচারে কিম্বা বিষম বিশ্বাসঘাতকতায় নিষ্পেষিত হ'য়েই সংসারের উপর নিতান্ত বিরক্ত হ'য়ে পাগল সেজে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নল। বাস্তবিকই যদি তাই হয়, হায় মন্ত্রী! তা হ'লে বল দেখি কি দুঃখের বিষয় ? হয় তো এই ব্যক্তি একদিন সংসারে কোনও বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব'লে পরিগণিত ছিল, সরলপ্রাণে সরলচোখে হয় তো সকলকেই সরল ব'লে বিশ্বাস ক'রে এসেছে ; ফলে সেই বিশ্বাস এবং সরলতার বিনিময়ে, সেই সকল বিশ্বাসঘাতক নরাধম ভীষণ বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা এর সর্ব্বনাশ সাধন করেছে।

বিশে। সে সব রূপকথা রে রূপকথা !
পরীর সঙ্গে বিয়ে হ'লো,

পরী কোথায় পালিয়ে গেল,
দলে দলে রাক্ষস এলো,
সোণার রাজ্যি শ্মশান কর্‌লো,
নাইরে তার মুণ্ডু কি মাথা,
উড়ে পুড়ে সে সব কবে চ'লে গেছে কোথা।

নল। নিশ্চয়ই এই ব্যক্তি কোনও বিপুল রাজ্যের অধীশ্বর ছিল।

বিশে। ছিল ছিল যবে ছিল, এখন বিশে ক্ষেপা,
বিষে বিষে জেরে ফেলে সেরেছে দফারফা।

নল। আচ্ছা, তুমি তোমার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত এখন বল্‌তে পার? বেশ স্মরণ হয়?

বিশে। বল্‌তে পারি স্মরণ হয়,
কিন্তু বড় রাক্ষসের ভয়।
তাই বল্‌ছি এখন নয়,
বল্‌ব এক দিন হ'লে সময়।
এখন সে সব থাকুক চাপা,
আমি এখন বিশে ক্ষেপা।

মন্ত্রী। এখন বোধ হয় সে সব কথা প্রকাশ কর্‌বার ইচ্ছা নাই?

রণজিৎ। না জানি এই ব্যক্তির জীবন-বৃত্তান্ত কত রহস্যময়!

নল। দেখো সেনাপতি! এই পাগলের প্রতি যেন আমার রাজ্য-মধ্যে কেহ কোন অত্যাচার না করে। সর্ব্বত্রই এর অবাধ গতি থাক্‌বে।

বিশে। বড় সোজা বড় সরল,
তাই তো এত উঠ্‌ছে গরল।

দেখিস্ যেন বিশে, হারাস্‌নে রে দিশে
কিসে কি হয়, কিসে কি হয়,
তাই ভেবেই তো লাগ্‌ছে রে ভয়।

রণজিৎ। তা হ'লে মহারাজ! আজ হ'তে আমাদের সর্ব্ব বিষয়েই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। যদি গৃহমধ্যেই বিদ্রোহের বীজ অঙ্কুরিত হ'য়ে থাকে, তা হ'লে যাতে আর সে অঙ্কুর তরুরূপে পরিণত না হ'তে পারে, সর্ব্বতোভাবে এখন আমাদের তাই করাই কর্ত্তব্য এবং সর্ব্বপ্রথমে সেই অঙ্কুরিত বীজের অনুসন্ধান ক'রে মূল সূত্র বের কর্‌তে হবে। আর নিদ্রিতভাবে থাকা উচিত নয়।

মন্ত্রী। সেরূপ বিদ্রোহ-বীজের অস্তিত্ব যদি যথার্থই আবিষ্কার হয়, তা হ'লে সেনাপতি! নিশ্চয়ই বুঝ্‌তে হবে যে, সে আমাদেরই কর্ত্তব্য-চ্যুতির অব্যর্থ ফল ভিন্ন কিছুই নয়। তা হ'লে সে অনর্থ-তরুর অঙ্কুর আমাদেরই অলস-নিদ্রার সলিলসিঞ্চনে ধীরে ধীরে রাজ্যমধ্যে বর্দ্ধিত হ'য়েছে সন্দেহ নাই। এই অপরিণামদর্শিতার অব্যর্থ ফলের জন্য আমরা ভিন্ন অন্য কেহ দায়ী নয়। তাই বল্‌ছি, সে কলঙ্ক-মসী মুখে লেপন কর্‌বার পূর্ব্বেই যাতে সেই অঙ্কুর নির্ম্মূল কর্‌তে পারি, এখন তাই আমাদের প্রধান এবং প্রথম কর্ত্তব্য। কোন্ কোন্ সূত্র অবলম্বন ক'রে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'তে হবে, সে সমস্ত অদ্যই মন্ত্রণা-কক্ষে গিয়ে স্থির ক'রে ফেল্‌তে হবে। মহারাজ! আপনি নিশ্চিন্তমনে রাজদণ্ড পরিচালনা করুন, কোন দুর্দ্দৈব উপস্থিত হবে না।

নল। মন্ত্রী! যত বিপদের ছায়াই সম্মুখে উপস্থিত হোক্ না কেন, তা ব'লে কি নল কখনো কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হ'য়ে কালযাপন কর্‌বে? শোণিতের শেষ বিন্দু অবশিষ্ট থাক্‌তে নল কখনও রাজকর্ত্তব্য বিস্মৃত হবে না।

গুণাকর সহ পুষ্করের প্রবেশ।

গুণাকর। [প্রবেশপথ হইতে জনান্তিকে] খুব নির্ভীকতা এবং খুব উৎসাহের সহিত কাজ কর্‌বে বন্ধু! আমি থাকৃতে কোন ভয় নাই।

পুষ্কর। তুমি কিন্তু বন্ধু আমার কাছে কাছেই থেকো।

বিশে। [দেখিয়া] তিনটের মধ্যে তুটো এলো,
বাকীটা তবে কোথায় গেল ?

নল। এস ভাই পুষ্কর এস।

পুষ্কর ও গুণাকর। [নলকে অভিবাদন করিল]

সেনাপতি ও মন্ত্রী। [গুণাকরকে সন্দেহ-দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ]

নল। ইনি কে পুষ্কর ?

পুষ্কর। ইনি একজন আমার পরম বন্ধু, বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; নাম গুণাকর।

নল। ভাল—ভাল, শুনে সন্তুষ্ট হ'লাম।

মন্ত্রী। এঁকে তো আর কখনও এখানে দেখি নাই ?

পুষ্কর। না, ইনি আর কখনো রাজসভাতে আসেন নি; এর সঙ্গে অল্প দিন হ'লো আমার বন্ধুতা হয়েছে। আজ আমাদের দ্যূতক্রীড়া দর্শন কর্‌বার জন্য নিমন্ত্রিত হ'য়ে এখানে এসেছেন।

মন্ত্রী। কার কার সঙ্গে দ্যূতক্রীড়া হবে ?

নল। আমাতে আর পুষ্করেতে হবে মন্ত্রী! আমি আজ পুষ্কর কর্ত্তৃক দ্যূতে আহূত হয়েছি। সে কথা তোমাদিগে বল্‌তে এতক্ষণ বিস্মৃত হয়েছিলাম।

মন্ত্রী। মহারাজ! বল্‌তে সাহস হয় না, এই সময় দ্যূতক্রীড়া ?

নল। আহুত যখন হয়েছি, তখন খেল্‌তেই হবে। পুষ্করের সঙ্গে খেলা তো!

বিশে। জাগ—জাগ—জাগ সবে,
ওরে চোর ঢুকেছে ঘরে,
তোদের যে সব চুরি ক'রে লবে।

পুষ্কর। এ পাগলটা রাজসভাতে কেন? ওটা ভারি অসভ্য।

নল। তুমি কি চেন ওকে?

পুষ্কর। চিনি বই কি! ওটা যে পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়ায়। শুনেছি ওটা ভয়ানক বদ্‌; আবার না কি চুরি-বিদ্যেও আছে।

বিশে। চোরে বলে চোর,
বিশে তুই তবু নেশায় ভোর?

গুণাকর। বড়ই স্পর্দ্ধা তো দেখ্‌ছি!

বিশে। চোরে চোরে মাস্‌তুতো ভাই,
তার একটী ঘরের একটী পরের,
বল্‌ না বিশে! কোন ভয় তোর নাই।

পুষ্কর। বটে—বটে, এখনি তোর পাগলামি দেখিয়ে দেবো।

নল। না পুষ্কর! ওকে কিছু ব'লো না; আমি ওকে অভয় দান করেছি। পাগলের মনে যা উদয় হ'চ্ছে, তাই বল্‌ছে। কেন ওদিকে কান দিচ্ছ?

বিশে। ঘরের ঢেঁকি কুমীর হ'য়ে দিচ্ছে ল্যাজ নাড়া,
দেখ্‌ছে চেয়ে সবাই, কিন্তু দিচ্ছে না কেউ তাড়া।

পুষ্কর। [স্বগত] পাগলটা তো দেখ্‌ছি বড়ই গোল ক'রে তুল্‌ছে। ওর কথা শুনে এদের মনে কোন সন্দেহ না হয়!

মন্ত্রী [সেনাপতির প্রতি জনান্তিকে] কিরূপ অনুমান কর্‌ছো বল দেখি সেনাপতি?

রণজিৎ। [জনান্তিকে] বিশেষ সন্দেহের বিষয়। এখন মহারাজকে সতর্ক ক'রে ক্রীড়া হ'তে নিবৃত্ত করা যায় কিরূপে ?

মন্ত্রী। মহারাজ! আজ রাজ্য সংক্রান্ত অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের মীমাংসা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তাই বল্‌ছি, অদ্যকার মত ক্রীড়া স্থগিত রাখ্‌লে ভাল হয় না ?

পুষ্কর। না ; কতক্ষণ লাগ্‌বে মন্ত্রী! এতক্ষণ খেলা আরম্ভ কর্‌লে যে শেষ হ'য়ে যেতো। আসুন মহারাজ! ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।

নল। তাই হোক্ মন্ত্রী! পুষ্করের যখন একান্ত আগ্রহ, তখন যতক্ষণ হয় একটু খেলান যাক্। আর ঐ পুষ্করের বন্ধুটী যখন আমাদের খেলা দেখ্‌বার জন্যই নিমন্ত্রিত হ'য়ে এসেছেন, তখন না খেলাটা ভাল দেখায় না।

বিশে। শ্যাল শকুনে জোট বেঁধেছে,
না খেল্‌লে কি রক্ষে আছে!

পুষ্কর। মহারাজ! ওটাকে এত প্রশ্রয় দিচ্ছেন কেন ?

নল। পাগলের স্বভাবই ঐরূপ। প্রকৃতিস্থ থাক্‌লে কি আর ওভাবে কথা কইতো ?

বিশে। বিশে ক্ষেপা চুপ ক'রে থাক্,
মনের কথা মনেই রাখ্।
শ্যালের ফন্দি দাঁড়িয়ে দেখ্,
এবার জুড়ে বস্‌লো ঐ উড়ো কাক।

গুণাকর। [স্বগত] এ কথাটা আমাকে লক্ষ্য ক'রেই বল্‌ছে। থাক তুমি, তোমাকে একবার দেখ্‌বো।

নল। এস পুষ্কর! খেলা আরম্ভ করা যাক্। মন্ত্রী! সেনাপতি! তোমরাও ক্রীড়া দর্শন কর।

[নল ও পুষ্করের ক্রীড়া করিতে উপবেশন]

পুষ্কর। মহারাজ! আপনি যখন আমার দ্যূতে আহুত হয়েছেন, তখন মহারাজই প্রথমে পণ ধার্য্য কর্‌বেন। ধরুন কি পণ ধর্‌বেন?

নল। প্রথমতঃ আমার ধনভাণ্ডার পণ।

[মন্ত্রী ও সেনাপতির পরস্পর নিরীক্ষণ]

পুষ্কর। তা হ'লে খেলা আরম্ভ হোক্। আমার অগ্রদান। [ক্রীড়ারম্ভ]

~~পুষ্কর।~~ [পাশ্‌টী হাতে লইয়া] ছ তিন্ নয়, ছ তিন্ নয়— [দান ফেলা] হাঁ—হাঁ, নিশ্চয়—নিশ্চয়!

নল। [পাশ্‌টী হাতে লইয়া] এবার আমারও ছ তিন্ নয়, ছ তিন নয়। [দান ফেলা]

পুষ্কর। হয় নি—হয় নি, শুধু মাত্র ছয়। আচ্ছা, এইবার পাশা! পন্‌জুড়ী? [দান ফেলা] ঠিক হয়েছে—ঠিক পড়েছে, মারি। [তথাকরণ]

নল। পুষ্কর তো দেখছি বেশ খেল্‌ছে। যা বল্‌ছে, তাই পড়্‌ছে।

বিশে। নিশ্চয়ই ও পাশার মধ্যে আছে ভেল্কি,
নইলে এত জোর বাঁধে কি?

মন্ত্রী। মহারাজ! পাশ্‌টী কখানা ভালরূপে পরীক্ষা ক'রে নিলে হ'তো না?

পুষ্কর। মন্ত্রী! তুমিও দেখ্‌ছি পাগলের কথায় বিশ্বাস কর্‌ছো। পাশ্‌টীর আবার পরীক্ষা কর্‌বে কি? এই তো চক্ষুর উপরেই দেখ্‌তে পাচ্ছ।

নল। আচ্ছা, এবার আমার দান। [দান প্রদান]

পুষ্কর। হ'লো না—হ'লো না, এবারও হ'লো না। আচ্ছা, কচে বার—কচে বার,—ঠিক পড়েছে, মার। [তথাকরণ]

রণজিৎ। [মন্ত্রীর প্রতি জনান্তিকে] ঐ পাগল যা বলেছে,

সত্য ; নিশ্চয়ই পাশ্‌টা কথানি কোনও যাদু দিয়ে গড়া। না জানি মহারাজ আজ কি সর্ব্বনাশ ঘটিয়ে বসেন !

মন্ত্রী। [জনান্তিকে] উপায় তো কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছিনে সেনাপতি।

নল। আচ্ছা, পনের—সে পাঞ্জা পাশা।

পুষ্কর। এবারও না কি তামাসা ! এইবার মার আড়ি। [দান] হাঁ—হাঁ, ঠিক পড়েছে, এবার কাঁচা ঘুটি পাকা করি।

নল। বেশ—বেশ পুষ্কর, বেশ খেল্‌ছো। এইবার পন্‌জুড়ী চাই। [দান]

পুষ্কর। তার কিছুই নাই। এইবার পড়্‌লে ছ তিন নয়, তবেই বাজী শেষ হয়। ফেল্‌ পাশা ! এবার ছ তিন নয়—ছ তিন নয়।

গুণাকর। ঠিক পড়েছে—ঠিক পড়েছে।

[পুষ্কর ও গুণাকরের এক সঙ্গে করতালি প্রদান]

পুষ্কর। জয় মহারাজ, এবার আমার জয়।

নল। আচ্ছা, পুনরায় পণ মম প্রমোদ-উদ্যান।
খেল পুনরায়।

গুণাকর। ওষুধ ঠিক ধ'রে এসেছে,
শীঘ্রই আশা মিট্‌বে।

মন্ত্রী। মহারাজ ! আর কেন,
এইবার হউন নিবৃত্ত।

রণজিৎ। গুরুতর রাজকার্য্য রয়েছে রাজন্‌,
তাই বলি ক্ষান্ত হোন্‌ অদ্যকার মত।

নল। কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, মাত্র এইবার।
পুষ্কর ! আরম্ভ কর। [ক্রীড়ারম্ভ]

বিশে। দেখ্‌লি বিশে !

পাশার নেশা শক্ত নেশা,
রাজা হারালো দিশে।
কিসে কি হয়—কিসে কি হয়,
দেখ্ না বিশে জয়-পরাজয়।

পুষ্কর। ফেল্ পাশা! আড়ির দান,
পাবি যদি প্রমোদ-উদ্যান। [দান]
[করতালি দিয়া] বা-বা-বা!
এবারও জয়—এবারও জয়!

নল। খেল দেখি পুনরায়!
এবার পণ পশুশালা,
এইবার শেষ কর্‌বো খেলা।

পুষ্কর। খেল ফের পন্‌জুড়ী
খেলা হবে তাড়াতাড়ি। [দান]
বাস্! ঠিক্ পড়েছে, বলিহারী!

নল। এইবার খেল পাঞ্জা কি ছক্। [দান]

পুষ্কর। তাও হ'লো না, দেখ খেলি টকাটক্।
এবার খেল্‌বো কচে বার! [দান]
এবারও হার—এবারও হার।
ধর—ফিরে পণ ধর!

নল। এইবার অস্ত্রাগার পণ।

পুষ্কর। এইবার এক দানেতে কর্‌বো বাজিমাৎ। [দান]
বাহবা, কেয়াবাৎ—কেয়াবাৎ!
এবারও হার—এবারও হার,
ধর পণ কি ধর্‌বে আর?

মন্ত্রী। মহারাজ! মহারাজ!
ক্ষান্ত হোন্ করি কৃতাঞ্জলি!
আর পণে কাজ নাই আজি।
ধন-রত্ন, পশ্বাগার, অস্ত্র, উপবন,
পণে আজি হারিলেন সব,
পুনঃ দ্যূত করিলে আরম্ভ,
সর্ব্বস্বান্ত হ'তে হবে নাহিক সংশয়।
তাই বলি, এইবার দ্যূতে ক্ষান্ত হ'য়ে,
চলুন চলুন দেব মন্ত্রণা-আগারে।

পুষ্কর। তুমি অমন কর্‌ছো কেন বল দেখি মন্ত্রী? মহারাজের একটু ইচ্ছা হয়েছে, তাই খেল্‌ছেন; সকল সময়েই কি রাজকার্য্য ভাল লাগে? ধরুন মহারাজ! এবার কি পণ ধর্‌বেন?

নল। থাক মন্ত্রী অল্পক্ষণ আর,
এইবার সৈন্য দুর্গ ধরিলাম পণ।

মন্ত্রী। হায়! হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ কর্‌তে বস্‌লেন মহারাজ! যা নিয়ে রাজার রাজত্ব, সেই ধন-রত্ন হস্তী-অশ্ব অস্ত্র-শস্ত্র সবই হারালেন, পরিশেষে নৃপতির প্রধান বল সৈন্য দুর্গ, তাও পণ ধর্‌লেন? মহারাজ! দৈবের বজ্রবাণীর কথা কি বিস্মৃত হ'য়ে গেলেন? নিয়তির উপদেশ-বাক্য কি এতক্ষণে স্মৃতিপথ হ'তে দূর ক'রে দিলেন? আজ সেই দৈববাক্য সফল কর্‌বার জন্যই কি মহারাজ স্বহস্তে সর্ব্বস্ব অস্ত করতে বসেছেন? হায় মহারাজ! না জানি আজ কোন্ পাপচক্রে পতিত হ'য়ে নিজের কর্ত্তব্য-বুদ্ধিকে বিলুপ্ত ক'রে ফেলেছেন! নিশ্চয়ই এই কাল দ্যূত-ক্রীড়ার মধ্যে কোন গুপ্ত ষড়যন্ত্রের বীজ নিহিত আছে। তাই বল্‌ছি নরনাথ! এখনও সাবধান হোন্, এখনও সতর্কতা অবলম্বন করুন, নতুবা ঐ কাল

দ্যূত-ক্রীড়া হ'তে ভীষণ সর্ব্বনাশের অনল প্রজ্বলিত হ'য়ে অচিরাৎ নিষধ-রাজ্যকে শ্মশান-ভস্মে পরিণত কর্‌বে।

বিশে। দে না বিশে কানে তুলো,
আর পিঠে বাধ্‌ না কুলো।
যাদু মন্ত্রের দেখ্‌ না জোর,
[রাজাকে দেখাইয়া]
যেন কাঠের পুতুল নেশায় ভোর।
কানের কাছে ঢাক-বাজানা,
তবু সাড়া আর পাবি না।
যে শুন্‌বে সে নাইকো ধড়ে,
যাদুর জোরে সে গেছে উড়ে।
ভ্যালা যাদু খেল্‌লে যাদু!
পরের চাকে খেলে মধু।
ধিন্‌ তা ধিনা পাকা নোনা,
বিশের ঘুচ্‌লো আনাগোনা।

পুষ্কর। চুপ কর্‌ উন্মত্ত! মহারাজ তবে খেলুন; বেলা ঢের হ'য়ে এসেছে।

নল। যখন পণ ধার্য্য করেছি, তখন এ বাজীটাও খেল্‌তে হবে বই কি!

[পুনঃ ক্রীড়ারম্ভ]

রণজিৎ। [স্বগত] বুঝ্‌লাম, নল-রাজ্য ধ্বংস কর্‌বার জন্য দৈবের লোল রসনা নিতান্তই লেলিহান্‌ হ'য়ে অপেক্ষা কর্‌ছে; নতুবা মহারাজ আজ এমন ক্রীড়ায় মত্ত হবেন কেন? যদি সে স্বাধীনতা সে ক্ষমতা আমার থাক্‌তো, তা হ'লে ঐ পাপ বন্ধুসহ পুষ্করকে এখনি এ স্থান হ'তে

দূরীভূত করতাম। কিন্তু কি করবো! অধীনতা-শৃঙ্খলে যে কর-পদ নিবদ্ধ ; সাধ্য থাকতেও প্রতিকারের ব্যবস্থা করবার পন্থা নাই।

মন্ত্রী। [জনান্তিকে] সেনাপতি! এতক্ষণে বুঝতে পারা গেল যে, গৃহমধ্যে কোন্ সর্প এতদিন লুক্কায়িত থেকে দংশন করবার জন্য সময়ের প্রতীক্ষা করেছে। কিন্তু কি করবো! আমরা আজ্ঞাবহ।

পুষ্কর। মহারাজ! এইবার—এইবার! পুনরায় ছ তিন্ নয়, ছ তিন্ নয়—[দান ও আনন্দে করতালিপূর্ব্বক উত্থিত হইয়া] জয়—জয়—এবারও জয়।

নল। হাঁ পুষ্কর! মানিলাম পরাজয় ;
অদ্য আর নাহি প্রয়োজন।
স্থির নাহি চিত্তের অবস্থা,
তাই দ্যূতে হারিলাম আজি।
পুনরায় কল্য এই স্থানে
খেলিব তোমার সনে রহিল নিশ্চয়।

পুষ্কর। আচ্ছা তাই হবে মহারাজ!

নল। চল মন্ত্রী! চল সেনাপতি!
সভা ভঙ্গ অদ্যকার মত।

[নতমুখে নল ও পশ্চাৎ মন্ত্রী ও সেনাপতির প্রস্থান।

বিশে। চল্ না বিশে আজকার মতন,
কাল থাকলো আবার নিমন্ত্রণ।
এখন শৃগাল শকুনে তাঁটুক্ শলা,
বিশে এখন দৌড়ে পালা।

[বেগে প্রস্থান।

গুণাকর। একবারে আজ শেষ ক'রে ফেললেই ভাল ছিল বন্ধু!

কি জানি আবার যদি রাজার মতির পরিবর্ত্তন হ'য়ে যায়। হয় তো তখন নাও খেল্‌তে পারে।

পুষ্কর। সে জন্য তোমায় কোন চিন্তা কর্‌তে হবে না। নলরাজ কখনও নিজ বাক্যের অন্যথা প্রাণ গেলেও কর্‌বে না। নিজের সত্য-পালনের জন্য নল সর্ব্বস্ব অর্পণ কর্‌তে পারে।

গুণাকর। যাক্, তা হ'লে এখন আমার কথার সত্যাসত্য সম্বন্ধে তোমার বোধ হয় কিছু কিছু বিশ্বাস হয়েছে ?

পুষ্কর। কেন আর লজ্জা দাও বন্ধু! তুমি যে কি পদার্থ, তা আমি এখনও চিনে উঠ্‌তে পারিনি। তোমার ঋণ কখনো পরিশোধ কর্‌তে পার্‌বো না বন্ধু!

গুণাকর। সে ঋণ শোধের জন্য তোমাকে ভাব্‌তে হবে না কিছু। আমি তো আর কোন নিজ স্বার্থের জন্য এ সব কার্য্যে প্রবৃত্ত হই নি; কেবল এক তোমার মত বন্ধুর দুঃখ দূর করাই গুণাকরের একমাত্র উদ্দেশ্য। তোমাকে যেদিন সিংহাসনে বসিয়ে রাজমুকুট পরাতে পার্‌বো, সেই দিন গুণাকরের সমস্ত পরিশ্রম সার্থক হবে।

পুষ্কর। মন্ত্রী ও সেনাপতির কিন্তু আমাদের উপর বিশেষ সন্দেহ হয়েছে। দেখ্‌লে, কেমন মধ্যে মধ্যে কট্‌মট্‌ভাবে কোপ-দৃষ্টিতে চাইতে লাগ্‌লো ?

গুণাকর। তার কারণ ঐ পাগলটা। ঐ পাগলটাই দেখছি যত গোলের কারণ। ব্যাটা যেন সবজান্তা! ব্যাটাকে আজ রাত্রির মধ্যে শেষ ক'রে ফেল্‌তে না পার্‌লে কণ্টক দূর হ'চ্ছে না।

পুষ্কর। আজই রাত্রে ওর অস্তিত্ব পথের ধুলার সঙ্গে মিশিয়ে দেবো।

গুণাকর। খুঁজে পেলে হয়! ব্যাটা কখন কোথায় থাকে—কোথায় যায়, তা স্থির কর্‌তে পারি না। নতুবা আমি কি চেষ্টার ত্রুটী করেছি

বন্ধু ! সেই সেদিন যখন আমাদের গুপ্ত পরামর্শ শুনে ফেলেছে, সেই দিন থেকেই এর পেছু লেগেছি।

পুষ্কর। এখন চল যাই বন্ধু ! আজ আমার ওখানেই তোমার নিমন্ত্রণ।

গুণাকর। না বন্ধু ! সে সব এখন নয়; তা হ'লে অন্যের মনে সন্দেহ জন্মাতে পারে। এ সব কার্য্য বড় আট-ঘাট বেঁধে কর্‌তে হয়।

পুষ্কর। তবে চল যাই, বিশ্রাম করা যাক্‌গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শ্যামসুন্দরের মন্দির-প্রাঙ্গন।

নৃত্যগীত করিতে করিতে গৈরিক বসন-পরিহিত ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনার প্রবেশ।

উভয়ে।—

কোথা জীবন-ধন মনোমোহন হরি।
এস হৃদয়-রতন সখা হৃদয়বিহারী।
তব চন্দন-চর্চ্চিত কিবা শ্যামল অঙ্গ,
করে বাঁশরী ধারণ শ্রীরাধিকা-সঙ্গ,
সদা হেরিতে প্রাণ চাহে, কেন কর সে সাধ ভঙ্গ,
আজি হেরিব তব রূপ অপরূপ মাধুরী।

শুনি তুমি সুন্দর, নবীন নটবর,
তাই তোমা ডাকি সখা, এস হরি দাও দেখা,
পরাণ ভোলে তব রূপে,—
(একবার এস হে এস হে) (ওহে প্রাণের হরি প্রাণের মাঝে)
(তোমায় দেখ্‌বো তুমি কেমন হরি)
(একবার দেখা দিয়ে প্রাণ জুড়াও হে)
কোথায় আছ হে বিনোদ-বিপিনচারী ॥

অন্য দিকে গান করিতে করিতে মুরলীধরের প্রবেশ।

মুরলীধর।—

গীত।

মোরে ডাক্‌ছে তারা আর কি আমি থাক্‌তে পারি।
প্রাণের টানে টান পড়েছে, আর তো কোথা রইতে নারি ॥
তারা আমারি কারণ, রাজার বসন,
ত্যজিয়ে সেজেছে ভিখারীর সাজে,
তারা হ'য়ে আপনহারা, হরি হরি ব'লে সারা,
হেরিতে হরি হৃদিমাঝে,
(আর কিছু তারা চায় না) (শুধু হরি ব'লে মাতোয়ারা)
আমি বালক সাথে বালকসাজে তাই তো খেলা করি ॥

ইন্দ্রসেনা। ঐ দাদা, মুরলী এসেছে—মুরলী এসেছে!

মুরলী। [স্বগত] আহা কি সরল প্রাণের সরল ভালবাসা! আমি যে কে, তা এখনও এদের কাছে প্রকাশ করি নাই। আমার এই ছদ্মভাবেই এদের সঙ্গে খেলা কর্‌তে ভাল লাগে। [নিকটে আগমন]

ইন্দ্রসেন। আজ ভাই মুরলী, তুমি বড় দেরী ক'রে এসেছ।

ইন্দ্রসেনা। [মুরলীর হাত ধরিয়া] মুরলী! তুমি ভারি দুষ্টু ভাই!

তুমি ভারি মিছে কথা কও। তুমি বলেছিলে, হরি আমাদের দেখা দেবেন ; কিন্তু কৈ, তা তো দিলেন না ?

মুরলী। দেবেন ; হরি আমায় বলেছেন, তোমাদের নিশ্চয়ই দেখা দেবেন।

ইন্দ্রসেন। ক'দ্দিন পরে ?

মুরলী। আরও কিছুদিন পরে। তোমাদের দেখা দেবার তরে হরি পাগল হ'য়ে উঠেছেন।

ইন্দ্রসেনা। তবে কেন দেখা দিচ্ছেন না মুরলী ?

মুরলী। তোমাদের পরীক্ষা কর্‌ছেন।

ইন্দ্রসেন। আমাদের কি পরীক্ষা কর্‌ছেন ?

মুরলী। তাঁর দেখা দিতে দেরী হ'চ্ছে ব'লে তোমরা তাঁকে আর ডাক না ভুলে যাও, তাই তিনি পরীক্ষা কর্‌ছেন।

ইন্দ্রসেনা। তুমি হরিকে ব'লো মুরলী, আমরা কিছুতেই তাঁকে ভুল্‌তে পার্‌বো না। আমরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও হরির কথা স্বপ্ন দেখি।

ইন্দ্রসেন। আমরা যে তাঁকে ভালবাসি। ভালবাস্‌লে কি তাকে ভোলা যায় মুরলী ?

মুরলী। তোমাদের সেই ভালবাসারই তিনি পরীক্ষা কর্‌ছেন। তোমরা আরও ভাল ক'রে তাঁকে ডাক্‌তে শেখ, আরও প্রাণ মন তাঁর পায়ে ঢেলে দাও, তা হ'লেই হরি এসে তোমাদের কোলে কর্‌বেন।

ইন্দ্রসেনা। তুমি সত্য ক'রে বল্‌ছ, হরি আমাদের কোলে কর্‌বেন ?

মুরলী। হ্যাঁ ইন্দ্রসেনা! আমি সত্যই বল্‌ছি।

ইন্দ্রসেনা। তবে দাদা! আজ থেকে আর আমরা রাত্রে ঘুমাবো না ; দিনরাত কেবল হরি হরি ব'লে ডাক্‌বো।

মুরলী। [স্বগত] আহা, কি প্রাণের টান! ইচ্ছা কর্‌ছে, এখনি

এই ছদ্মবেশ ফেলে দিয়ে এদিগে কোলে তুলে নিই ; কিন্তু এত শীঘ্র তা পার্‌ছিনে। আরও অনেক দিন এদিগে পরীক্ষা কর্‌তে হবে। বিপদের ভীষণ সাগরে ফেলে এদিগের ভক্তি-একাগ্রতার চরম দেখ্‌তে হবে ; তবে আত্মপ্রকাশ কর্‌বো—তবে কোলে তুল্‌বো। [প্রকাশ্যে] তবে এস, এখন আমরা খেলা করি গে।

গীত।

মুরলী।	আয় না তোরা আয় না আজি খেলা করি ভাই !
	তোদের সাথে খেল্‌বো ব'লে এসেছি রে তাই।
ইন্দ্রসেন, ইন্দ্রসেনা।	খেলা না ভাই সেই খেলা, যাতে ভোলে চিকণকালা,
মুরলী।	সেই খেলাই তো সেরা খেলা, ভবের খেলায় সুখ কিছু নাই ॥
ইন্দ্রসেন, ইন্দ্রসেনা।	রাখাল সনে গোপাল সাজে, খেল্‌ছে খেলা গোলোক মাঝে,
মুরলী।	সে তার নিত্যধামের নিত্যখেলা বামে বিনোদিনী রাই।
ইন্দ্রসেন, ইন্দ্রসেনা।	আবার বিপিনে বিনোদ খেলা, গলে দোলে বনমালা,
মুরলী।	তার প্রেমের লীলা প্রেমের খেলা,
	সে যে প্রেমে বাঁধা প্রেমের কানাই ॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

পুকুরঘাটের পথ।

কলসীকক্ষে ও গামছাস্কন্ধে নাগরিকাগণের প্রবেশ।

সকলে।—

গীত।

আয় লো আয় পুকুরঘাটে জল আন্‌তে যাই।
সূয্যি মামা বস্‌লো পাটে গগনে আর বেলা নাই॥
কেমন ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে পাখীকুল,
ধীর সমীরে ধীরে ধীরে দুল্‌ছে ফোটা ফুল,
আকুল হ'য়ে ফুলের পানে ছুট্‌ছে অলি দেখ না তাই।
ফুলকলি সব পড়্‌ছে ঢলি সোহাগমাখা গায়,
নবীন লতা জড়িয়ে কেমন আছে সো শাখায়,
সুবাসমাখা বাতাসে প্রাণ শীতল করি চল্ না ভাই॥

১ম নাগ। আ-ম'রে যাই, দেখ্ লো সবাই, "বিনির" চল্‌বার ঢং।
যেন হাওয়ার সঙ্গে, রঙ্গে ভঙ্গে উড়ে চল্‌লো সং॥

২য় নাগ। ওলো! সাধ ক'রে কি চল্‌ছে বিনি অমন তাড়াতাড়ি।
ওর সাত রাজার ধন প্রাণের রতন এসেছে আজ বাড়ী॥

৩য় নাগ। দেখিস্ বিনি, হোঁচট খাবি, পথটা দেখে যাস্।
তোরই মাণিক তোরই থাক্‌বে কেন কচ্ছিস্ ত্রাস?

৪র্থ নাগ। আ-ম'লো যা, তাই বুঝি লা মর্‌ছি আমি ত্রাসে?
সাঁজের তারা চেয়ে দেখ্ না উঠ্‌লো যে আকাশে।

সন্ধ্যে এলো আঁধার হ'লো, কখন ঘাটে যাবি ?
যখন ভূতে এসে ধর্‌বে ঠেসে, তখন মজা পাবি ॥

১ম নাগ। না হয় পেত্নী হ'য়ে ভূতের সাথে পীরিত ক'রে নেবো।
তবু মোরা ঘাটে ব'সে গল্পগুজব কর্‌বো ॥

২য় নাগ। আর শুনেছিস্ রাজবাড়ীতে হ'চ্ছে কি কারখানা ?
আমাদের মিন্‌সে বল্‌লে রাজার রাজ্যি আর বুঝি থাকে না ॥
মিন্‌সে যে গো রাজবাড়ীতে ভাণ্ডারঘরে থাকে।
তাই তো সেথার নিত্য নতুন খবর সে সব রাখে ॥

৩য় নাগ। হ্যাঁ লো হ্যাঁ, আমাদেরও কর্ত্তা যে লো বাসন ধুতে যায়।
তাই তারে যে সবাই ডেকে সকল কথা কয় ॥
সেও বলেছে, রাজবাড়ীতে হ'চ্ছে কি এক কাণ্ড।
তাইতে না কি রাজ্যি এবার হবে লণ্ডভণ্ড ॥

৪র্থ নাগ। আমার মিন্‌সে সবার চেয়ে বেশী খবর রাখে।
তার জাত-কুটুম্বুর শালার ছেলের মাসী সেথা থাকে ॥
শুন্‌লেম না কি হাড়ের ভেল্কি হাড়ে কথা কয়।
সেই হাড়েতে হারিয়ে রাজার কর্‌ছে রাজ্যি জয় ॥

১ম নাগ। তা নয় লো, তা নয় লো, আমি বল্‌ছি খাঁটী।
হাড়ের মধ্যে ভূত ঢুকে লো কর্‌ছে রাজ্যি মাটী ॥

২য় নাগ। তা কেন লো, তা কেন লো, শোন্ না আমার কথা।
এত বড় চোখ দুটো তার, আর ঐ আকাশ সমান মাথা ॥
দাঁতগুলো মূলোর মত কুলোর মত কান।
পাচ্ছে যারে খাচ্ছে তারে কারও নাইকো ত্রাণ ॥

৩য় নাগ। শোন না বলি আমি জানি সবার চাইতে ভাল।
নরসিঙ্গি ফিরে আবার সেথায় নাকি এলো ॥

৪র্থ নাগ। এমন সোণার রাজ্যি ছিল মোদের গেল শ্মশান হ'য়ে।
চল্ না এখন জলে নাবি জলের কলসী নিয়ে ॥

সকলে।—

গীত।

ছল্ ছল্ ছল্ উছল্ উছল্ ঐ কালো জল।
ছুটছে লহর দেখ্ না কেমন টল্ টল্ টল্ ॥
ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঢেউয়ের গায়ে রাঙা মেঘের ছবি আঁকা,
প্রাণে প্রাণে মিশে আছে কত ভালবাসা মাখা,
কলসীবুকে মনের সুখে, চল না জলে সাঁতার দিবি চল ॥

[গীতান্তে সকলের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য।

অন্তঃপুর-পথ।

অগ্রে দময়ন্তী, পশ্চাৎ মন্ত্রী ও রণজিৎসিংহের প্রবেশ।

মন্ত্রী। নইলে যে সব যায় মা!

দময়ন্তী। যাবার সময় যদি হ'য়ে থাকে, তা হ'লে কে রক্ষা করতে পারে মন্ত্রী?

মন্ত্রী। সে রক্ষা কর্‌বার উপায়-সূত্র এক মহারাণীর হাতে আছে ব'লেই তো এসেছি মা!

দময়ন্তী। ভুল বুঝেছ মন্ত্রী! তাঁর কার্য্য কি তাঁর হ'তে আমি ভাল বুঝি?

মন্ত্রী। বোঝ্‌বার দরকার আজ হয়েছে মা!

দময়ন্তী। তা যদি হ'য়ে থাকে, তেমন দুর্দ্দিন যদি এসে থাকে, তা হ'লে তখন তোমার তুল্য মন্ত্রণা-বিশারদ সুমন্ত্রীর সুমন্ত্রণা হ'তেও কি এক জন অন্তঃপুরবাসিনী সামান্যা রমণীর মন্ত্রণা অধিক কার্য্যকরী হবে ব'লে মনে কর মন্ত্রী?

মন্ত্রী। মা! আজ সেই মন্ত্রীর মন্ত্রণা সামান্য তৃণের ন্যায় স্রোতে ভেসে গেছে। তাই তো মা আজ নিষধকুলেশ্বরী মহারাণীর শরণাগত হয়েছি। ঐ দেখুন মাতঃ! সেনাপতি রণজিৎসিংহ রুদ্ধবীর্য্য সর্পের মত নিরুপায়-ভাবে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কর্‌ছে।

রণজিৎ। মহারাণী! আজ ভাগ্যদোষে চক্ষুর সমক্ষে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্ষুদ্র পতঙ্গের পাপ চক্রান্ত-জাল দর্শন ক'রেও তা ছিন্ন কর্‌তে পার্‌ছি না। সিংহ আজ সামান্য জম্বুকের দুরভিসন্ধি বুঝ্‌তে পেরেও পিঞ্জরাবদ্ধের ন্যায় নীরবে সহ্য ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গৃহমধ্যে বিপ্লব-বীজের অঙ্কুরোদ্গম দেখ্‌তে পেয়েও উৎপাটন না ক'রে নিতান্ত জড়ের ন্যায় স্বইচ্ছায় সেই মহা সর্ব্বনাশকে যেন সাদরে আহ্বান ক'রে আন্‌তে হ'চ্ছে। সাধ ক'রেই যেন আজ আমরা পতঙ্গের ন্যায় প্রজ্বলিত অনলের মধ্যে ঝম্পপ্রদান কর্‌তে উদ্যত হয়েছি। এ হ'তে আর কি পরিতাপের বিষয় আছে মা?

দময়ন্তী। এ সব বিষয় কি তোমরা বেশ ক'রে মহারাজকে বুঝিয়ে দিয়েছ?

মন্ত্রী। কাকে বুঝিয়ে দেবো মা? মহারাজের কি এ সব বুঝ্‌তে কিছু বাকী আছে? তিনি স্বচক্ষেই তো সব প্রত্যক্ষ কর্‌ছেন, তথাপি যতদূর সাধ্য মহারাজকে বোঝাতে ক্রটী করি নাই। কিন্তু ফল কিছুই হয় নি।

আমরা আজ্ঞাবহ ভৃত্যমাত্র; সাধ্য কি যে মহারাজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করি মা!

দময়ন্তী। আচ্ছা! অদ্যকার দ্যূতে মহারাজ কি কি পণ রেখে পরাস্ত হয়েছেন?

মন্ত্রী। যে সকল দৃঢ় ভিত্তির উপর রাজ্যরূপ অট্টালিকা প্রতিষ্ঠিত, যে সকল শক্তির দ্বারা রাজ্যের লৌহ বর্ম্ম সুদৃঢ় এবং দুর্ভেদ্য, সেই সকলই আজ মহারাজ পণে বিসর্জ্জন দিয়েছেন। ধনরত্ন, হস্তী, অশ্ব, দুর্গ, বন, অস্ত্রশস্ত্র, সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রমোদ-উদ্যান, এ সবই আজ বিপক্ষের করতলগত।

দময়ন্তী। এ সকলই যখন মহারাজ পণে হারিয়ে ফেলেছেন, তখন আর কি উপায়ে সে সকল পুনরুদ্ধার হ'তে পারে মন্ত্রী? কোন উপায় থাক্‌লেও পুনরায় সে সব গ্রহণ করা তো ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের অনুমোদিত নয় মন্ত্রী! বিশেষতঃ মহারাজের চরিত্রের দৃঢ়তা সম্বন্ধে তোমাদের তো অজ্ঞাত কিছুই নাই।

মন্ত্রী। সত্য কথা মাতঃ! কিন্তু এ দ্যূত-ক্রীড়াতে তো সে ধর্ম্মের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। আমরা বিশেষরূপে বিশ্বস্তসূত্রে জান্‌তে পেরেছি যে, একমাত্র এই নিষধরাজ্য অধিকার কর্‌বার জন্যই পাপ ষড়যন্ত্রযোগে কোন যাদুকরের যাদুমন্ত্রে গঠিত অক্ষপাশটী দ্বারাই রাজ-সহোদর পুষ্কর এই পাপ ক্রীড়ায় ব্রতী হয়েছেন। নতুবা কি কেহ কখনও শুনেছে বা দেখেছে যে, অস্থিনির্ম্মিত পাশটী কখনো প্রতি দানপতনেই তার অভীষ্ট সংখ্যা প্রদান করে? যদি বুঝ্‌তে পার্‌তাম যে মহারাজের হস্তেও সেইভাবে পরিচালিত হ'চ্ছে, তা হ'লে না হয় সেরূপ সন্দেহ কর্‌বার কারণ থাক্‌তো না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে একটীবারও মহারাজকে তাঁর ইচ্ছামত দান প্রাপ্ত হ'তে দেখ্‌লাম না। সুতরাং যখন এই ব্যাপারেই প্রতিপক্ষের পাপ উদ্দেশ্য বুঝ্‌তে পারা যাচ্ছে, তখন সেই পরাজিত বিষয়ের পুনরুদ্ধার করায় অধর্ম্ম কি মহারাণী?

রণজিৎ। আরও বিস্মিত হয়েছি, যে রাজ-সহোদর পুষ্কর মহারাজের নিকট এতদিন নিতান্ত বিনীতভাবে বিনয় ব্যবহার ক'রে এসেছেন, কিন্তু সেই ক্রীড়াস্থলে তাঁকে আজ বিশেষ নির্ভীক এবং উদ্ধতপ্রকৃতিসম্পন্ন ব'লেই বোধ হ'লো। তাঁর একটী নবীন বন্ধু তখন তাঁরই পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন; আমি তাঁর মুখের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য ক'রে দেখেছি,—তাকে একজন পরম ধূর্ত্ত এবং কুটনীতিপরায়ণ ব'লেই আমি ধারণা করেছি।

দময়ন্তী। তা হ'লে কি তোমাদের বেশ ধারণা এবং বিশ্বাস যে, রাজ-সহোদর দেবর পুষ্কর কোন দুরভিসন্ধির বশবর্ত্তী হ'য়েই এই দ্যূতে মহারাজকে আহুত করেছেন?

মন্ত্রী। আমারদের তো এ সম্বন্ধে আর কোন সংশয়ই নাই।

দময়ন্তী। কেন, পুষ্করের এরূপ কর্‌বার কারণ?

মন্ত্রী। কারণ এক রাজ্যলোভ ভিন্ন আর কি হ'তে পারে?

দময়ন্তী। কৈ! এত দিন এক দিনের জন্যও তো তার হৃদয়ে এরূপ কুটিলতার ছায়া দেখ্‌তে পাই নাই মন্ত্রী?

মন্ত্রী। এত দিন হয় তো কোন সুযোগ-সুবিধা না পেয়ে মনের ভাব সর্ব্বসাধারণের নিকট হ'তে গুপ্তভাবে রেখে মৌখিক সরলতা দেখিয়ে এসেছেন।

দময়ন্তী। তা হ'লে চন্দনেও দুর্গন্ধ, সুধাতেও বিষ, মানুষেও প্রতারণা, পুষ্কর-হৃদয়েও দুরভিসন্ধি? মন্ত্রী! তা হ'লে এ সংসারে কাকে সরল শান্ত সুহৃদ ব'লে বিশ্বাস কর্‌বো?

মন্ত্রী। মহারাণী! দেবী-হৃদয়ের কথা ঐরূপই বটে। কিন্তু এই সংসার-রঙ্গমঞ্চে মানবের হৃদয়-রূপ যবনিকার অন্তরালে যে কত পাপ দৃশ্যের এইভাবে অভিনয় হ'চ্ছে, তার অন্ত নাই। কত সুধাভাণ্ডের অভ্যন্তর-ভাগ যে বিষম হলাহলে পরিপূর্ণ, তা কে জান্‌তে পেরে থাকে? কত

সুকোমল কুসুমের মধ্যে যে কত অদৃশ্য কীটরাশিতে পরিপূর্ণ, তা কে দেখ্‌তে পেয়ে থাকে ? মাগো ! ঐশ্বর্য্য-পিপাসা এবং রাজত্ব-লালসা যার হৃদয়ে একবার প্রবেশ কর্‌তে পেরেছে, তার হৃদয় কখনও হিংসা-দ্বেষে কলুষিত না হ'য়ে থাকৃতে পারে না। স্নেহ-মমতা, দয়া-মায়া প্রভৃতি স্বর্গীয় বৃত্তিগুলি তখন সেই হিংসা-কলুষিত হৃদয় হ'তে একে একে ীভূত হ'য়ে যায়। তখন তাতে আর হিংস্রক পশুতে কোনও প্রভেদ পাকে না। তখন সে তার ভীষণ লেলিহান্ রসনা বহির্গত ক'রে পাপ বাসনা রূপ রুধিরের রসাস্বাদন জন্য সর্ব্বদা উন্মত্তের ন্যায় জ্ঞানশূন্য হ'য়ে ওঠে। যেখানে যত বিশ্বাস, সেইখানেই তার প্রতিদানে তত ঘোরতর বিশ্বাস-ঘাতকতার সৃষ্টি। যেখানে যত সরলতা, সেইখানেই তার বিনিময়ে তত ভীষণ কৌটিল্যময় ষড়যন্ত্রের উৎপত্তি। জানি না বিধাতঃ ! তুমি তোমার সংসার রচনাকে বিসদৃশভাবে পূর্ণ ক'রে রেখেছ কেন ?

দময়ন্তী। এ সম্বন্ধে দেবর পুষ্করের সহিত কোন আলোচনা ক'রে যদি দেখি, তা হ'লে কিরূপ হয় ?

রণজিৎ। তাতে সুফলের পরিবর্ত্তে কুফলই ফল্‌বার সম্ভাবনা। কেন না, তাঁর যখন রাজ্যলোভের আশাতেই এই দ্যূত-ক্রীড়ার আয়োজন, তখন কোনরূপেই মহারাণীর অনুকূল উত্তর প্রদান কর্‌বেন না। এরূপ ক্ষেত্রে মহারাণীকে তাঁর সঙ্গে কোন আলোচনা কর্‌তে দেখ্‌লে আমরা বিশেষ গ্লানি মনে কর্‌বো।

দময়ন্তী। সবই বুঝতে পাচ্ছি সেনাপতি ! কিন্তু সাগর-নিমগ্ন ব্যক্তির ন্যায় কোন দিকেই যে কূল দেখ্‌তে পাচ্ছি না। আচ্ছা ! পুষ্করের প্রতি মহারাজের ধারণা কিরূপ, তা কিছু বুঝ্‌তে পেরেছ ?

রণজিৎ। না, তিনি আমাদের নিকট সে বিষয়ে কিছুই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন নি মা !

দময়ন্তী। সেই দ্যূত-ক্রীড়ার পর হ'তে আর মহারাজ আমাকে দেখা দেন নি। বোধ হয় তিনি বিশেষ লজ্জিত হ'য়েই আমাকে দেখা দিতে ইতস্ততঃ কর্‌ছেন। তাঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হ'লে তাঁর মনের ভাব বুঝে তবে যা কর্ত্তব্য হয় করা যেতো।

রণজিৎ। হাঁ মা! আমরা সেই জন্যই মহারাণীর নিকটে এসেছি। অদ্য রাত্রির মধ্যেই যাতে মহারাজের মতি পরিবর্ত্তিত হয়, তাই এখন মহারাণীর একমাত্র কর্ত্তব্য; নতুবা রাত্রি প্রভাতে পুনরায় ক্রীড়ারম্ভ হবে।

দময়ন্তী। আবার ক্রীড়ারম্ভ কি সেনাপতি?

রণজিৎ। হাঁ মা! অদ্যকার ক্রীড়া শেষ হ'লে মহারাজ পুনরায় ক্রীড়া কর্‌বেন ব'লে প্রতিশ্রুত হয়েছেন।

দময়ন্তী। তাই তো মন্ত্রী, তাই তো সেনাপতি, আমি তো মহারাজের এইরূপ পরিবর্ত্তনে বিশেষ বিস্মিতা এবং শঙ্কিতা হ'চ্ছি। মহারাজ তো এরূপভাবে আর কখনও দ্যূতে আশক্তি প্রদর্শন করেন নি। ভাব যে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না!

মন্ত্রী। আমরাও তা পারি নাই মা! মহারাজকে সেভাবে ক্রীড়াতে আশক্ত দেখে আমার বোধ হয়েছিল যে, নিশ্চয়ই কোনও যাদুকরের মন্ত্রশক্তি মহারাজের হৃদয়ের উপর শক্তি সঞ্চারিত ক'রে মহারাজকে যেন পরিবর্ত্তিত ক'রে ফেলেছে।

দময়ন্তী। হায় মন্ত্রী! নিয়তির সেই অমোঘ বাণী এতদিনে বুঝি সত্যরূপে পরিণত হয়।

মন্ত্রী। মহারাণী! সে কথা বিস্মৃতা হ'য়ে এখন যাতে রাজ্য রক্ষা হয়, তার উপায় বিধান করুন, নতুবা যে নিষধ-রাজ্য ঘোর শ্মশানে পরিণত হয়।

[নেপথ্যে প্রজাগণ।]

প্রজাগণ। কোথায় মহারাণী! বিপন্ন সন্তানগণকে রক্ষা করুন।

মন্ত্রী। ঐ শুনুন দেবী, রাজ্যবাসী প্রজাগণের কাতর ধ্বনি! রাজ্যবাসী প্রজাবৃন্দ অদ্যকার শোচনীয় ঘটনা শ্রবণ ক'রে মহাভয়ে ভীত হ'য়ে দলে দলে এসে রাজদ্বারে সমবেত হয়েছে এবং মহারাণীর অভয় বাণী শোন্‌বার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে। আমাদের আশ্বাসপ্রদানে তা'রা নিশ্চিন্ত হ'তে পারে নি। অতএব জননী! আজ যথার্থ জননীর কাজ করুন; বিপন্ন পুত্রগণকে অভয় দানে আশ্বস্ত করুন। গৃহজাত শত্রু যাতে আর অধিক শক্তিসম্পন্ন হ'তে না পারে, তারই ব্যবস্থা ক'রে নিষধরাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ন্যায় রাজ্য রক্ষা করুন। পাপ দ্যূত হ'তে মহারাজকে নিবারিত ক'রে শান্তিময় রাজ্যের অশান্তি আশঙ্কার কারণ নির্ম্মূল-পূর্ব্বক পুনরায় রাজ্যের শান্তিবিধান করুন। নতুবা যে পাপদ্যূতের করাল বদন শীঘ্রই সমস্ত রাজ্য গ্রাস ক'রে ফেল্‌বে।

ধীরে ধীরে নলের প্রবেশ।

নল। [প্রবেশপথ হইতে] কেন সমস্ত রাজ্য গ্রাস ক'রে ফেল্‌বে মন্ত্রী? আমি তো সমগ্র রাজ্য এখনও পণ রূপে ধার্য্য করি নাই। বরং আমি আগামী কল্য পুনরায় দ্যূতে জয়লাভ ক'রে আমার পরাজিত বিষয়ের পুনরুদ্ধার কর্‌বো।

[মন্ত্রী ও সেনাপতি কর্ত্তৃক নলকে অভিবাদন]

দময়ন্তী। আবার দ্যূত-ক্রীড়া মহারাজ?

নল। হাঁ, আবার দ্যূত-ক্রীড়া মহিষী! নতুবা পরাজিত বিষয়ের পুনরুদ্ধার কিরূপে কর্‌বো?

দময়ন্তী। দ্যূতে পুনরায় যে জয়লাভ কর্‌তে পার্‌বেন, তার কি কোনও স্থিরতা আছে?

নল। অস্থিরতাই বা কি আছে মহিষী?

দময়ন্তী। অদ্যকার দ্যূতে তো একবারও জয়লাভ কর্‌তে পারেন নি।

নল। আজ পারি নাই ব'লে কালও যে পার্‌বো না, তার কারণ কি আছে রাজ্ঞী? বিশেষতঃ অদ্য আমার চিত্ত স্থির ছিল না; তাই বারংবার পরাজিত হয়েছি।

দময়ন্তী। আর কালও যদি দৈবাৎ মহারাজকে পরাজিত হ'তে হয়, তা হ'লে ভাবুন দেখি, আরও কি সর্ব্বনাশ ঘট্‌তে পারে?

নল। তাও অসম্ভব নয় সতী! কিন্তু এ ভিন্ন তো অন্য কোনও উপায়ে কোষাগার, অস্ত্রালয় প্রভৃতির পুনরধিকার কর্‌তে পার্‌বো না।

দময়ন্তী। কেন মহারাজ! আর কি কোনও উপায় নাই?

নল। আছে, এক ক্রীড়াতে পরাজয় অস্বীকার করা। সেরূপ অন্যায় অধর্ম্ম পন্থার অনুসরণ করা বোধ হয় বিদর্ভদুহিতা নিষধেশ্বরী দময়ন্তীরও অনুমোদিত হবে না!

দময়ন্তী। মহারাজ! আপনি যেরূপভাবে দ্যূতে পরাজিত হয়েছেন, সেরূপ দ্যূত-ক্রীড়াতে ধর্ম্মের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। সে দ্যূত যে প্রতি-পক্ষের পাপ লালসা পূর্ণ কর্‌বার একটী ষড়যন্ত্র-কৌশল ভিন্ন অন্য কিছুই নয়।

নল। তাই যদি হয়, তা হ'লেই বা সে বিচার কর্‌বার অধিকার আমার কি আছে?

দময়ন্তী। কেন, আপনি রাজা, ইচ্ছা কর্‌লেই পাপের প্রশ্রয়প্রদান না কর্‌তেও পারেন।

নল। হাঁ মহিষী! পাপের প্রশ্রয়প্রদান না ক'রে বরং পাপের উচ্ছেদ-সাধনই রাজ-ধর্ম্ম; সে কথা সহস্রবার স্বীকার করি। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে পর্য্যালোচনা কর্‌তে গেলে, এই দ্যূত-ক্রীড়া যে পুষ্করের পাপ দুরভিসন্ধিরই একমাত্র নিঃসন্দেহ পরিচায়ক, তারও তো কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া

যাচ্ছে না। কেবল আমরাই আমাদের স্বার্থহানি জনিত অনুতপ্ত হৃদয়ের একটা দুর্দ্দমনীয় বেগ দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে এইরূপ অমূলক কল্পনার কাজল চক্ষে লেপন ক'রে পুষ্করের উদ্দেশ্যকে আজ বিকৃতভাবে পরিদর্শন করছি। এরূপ স্থলে কি করা কর্ত্তব্য, বল দেখি রাজ্ঞী? মন্ত্রী! সেনাপতি! তোমরাই বা এরূপ স্থলে কি স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে ইচ্ছা কর?

মন্ত্রী। মহারাজ! এ ক্ষেত্রে অধীনের এইমাত্র বক্তব্য যে, আপনি যে দ্যূত-ক্রীড়াতে প্রতিপক্ষের পাপ উদ্দেশ্যের যথার্থতা সম্বন্ধে কোনও নিশ্চিত কারণ দেখ্‌তে পাচ্ছেন না, আমরা কিন্তু তার যথার্থতা সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দিহান হ'তে পারি নাই। আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, এই অক্ষ-ক্রীড়া কেবল কূটনীতি পরিচালিত কুটিল ব্যক্তির কূটবুদ্ধিসম্ভূত একটা কূট কৌশল ভিন্ন অন্য কিছুই নয়।

নল। কিসে তোমরা এরূপ বিশ্বাসকে স্থির ব'লে স্থির ক'রে রেখেছ? কোন উপযুক্ত প্রমাণ আছে বল্‌তে পার?

মন্ত্রী। মহারাজ! প্রমাণ আছে বই কি! প্রথমতঃ ঐ পাশটী তিন খানির সম্বন্ধেই বিশেষ সন্দেহ আছে। কারণ কোন গুপ্ত কৌশলপূর্ণ পাশটী না হ'লে কখনই সে ওরূপ প্রতিপক্ষের ইচ্ছামত অব্যর্থ দান প্রদর্শন কর্‌তে পারে না। দ্বিতীয়তঃ সেই বিশে ক্ষেপার প্রত্যেক বাক্য পর্য্যালোচনা কর্‌লে আমাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে কোন সংশয়ই থাকে না। আর তৃতীয় সেই নিয়তির অব্যর্থ বাণী যে গৃহমধ্যে কাল-সর্প জন্মগ্রহণ করেছে, এ কথা তো মহারাজের মুখেই আমরা শ্রুত হয়েছি।

নল। মন্ত্রী! তুমি যে কয়েকটী কারণ প্রদর্শন কর্‌লে, তার কোনটীকেই তো প্রত্যক্ষ কারণ ব'লে প্রমাণিত কর্‌তে পার্‌বে না। প্রথমতঃ পাশটী সম্বন্ধে যে কৌশলের কথা বল্‌লে, সে তো তোমাদের এক

অনুমান ভিন্ন অন্য কোনও পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত করা যেতে পারে না। দ্বিতীয় কারণ বিশে ক্ষেপার কথায় বিশ্বাস, সেও তো সেই উন্মত্ত প্রলাপ ব'লেই লোকের নিকট উপেক্ষণীয় ব'লে প্রতিপন্ন হবে। আর তৃতীয় কারণ নিয়তির বাক্য ; কিন্তু নিয়তি তো কোন ব্যক্তি বিশেষকে নিশ্চিত ক'রে গৃহশত্রুতার কথা উল্লেখ করে নাই। তা হ'লে সেরূপ গৃহশত্রু পুষ্করকেই বা স্থির করা যেতে পারে কিরূপে ? সুতরাং বল দেখি মন্ত্রী! তবে কেমন ক'রে কোন্ সন্দেহ দ্বারা পুষ্করের এই দ্যূত-ক্রীড়াকে আমি অধর্ম্ম-প্রণোদিত ব'লে মনে কর্‌বো ? বিশেষতঃ অন্য কেহ নয়, পুষ্কর— আমার সহোদর ভ্রাতা। এক মাতৃস্তন পানে আমরা উভয়েই বৰ্দ্ধিত হয়েছি। এতদিন যখন তার সম্বন্ধে কোন সন্দেহের কারণ দেখ্‌তে পাই নাই, তখন আজ তার প্রতি সহসা এরূপ সন্দেহ স্থাপন করা কি আমাদের উচিত ?

রণজিৎ। মহারাজ! সকল কার্য্যই প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। বিশেষতঃ যাদের উদ্দেশ্যই হ'লো কৌশলে কার্য্যোদ্ধার করা, তাদের কোন কার্য্যই প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয়ীভূত হয় না। তর্ক যুক্তি দ্বারা সে কার্য্যের দোষ আবিষ্কার করা অনেক সময়ে সম্ভব হয় না বটে, কিন্তু সেরূপ কার্য্য দেখ্‌লে সকলেই বেশ সহজে বুঝ্‌তে পারে যে এর মধ্যে কোনও গুঢ় উদ্দেশ্য নিহিত আছে। এ সম্বন্ধে অন্তঃকরণের প্রবৃত্তিই একমাত্র প্রকৃষ্ট প্রমাণ। নতুবা এই দ্যূত-ক্রীড়া দর্শনে বা শ্রবণে কি নগরবাসী কি জনপদবাসী, সকলেই বিশেষ অমঙ্গল চিন্তা ক'রে বিশেষ বিচলিত হ'য়ে রাজদ্বারে ছুটে আস্‌বে কেন ?

[নেপথ্যে] কোথায় মহারাজ, কোথায় মা মহারাণী, ভীত প্রজাগণকে অভয় দান করুন।

রণজিৎ। ঐ শুনুন মহারাজ, তাদের আর্ত্তনাদ। এ সম্বন্ধে সকলেই

ধারণা করেছে যে, এ খেলার উদ্দেশ্যই মহারাজকে রাজ্যচ্যুত করান। হে প্রজারঞ্জন নরনাথ! এখন প্রজাবৃন্দের আশঙ্কা দূর ক'রে রাজ-কর্ত্তব্য পালন করুন, এই আমাদের কাতর প্রার্থনা—এই আমাদের প্রাণের বাসনা।

নল। আচ্ছা, মন্ত্রী! সেনাপতি! তোমাদের কথাই যদি স্বীকার ক'রে পুষ্করকে আমার গৃহশত্রু ব'লেই ধারণা করি, তা হ'লেই বা তার নিকট হ'তে পরাজিত বিষয়ের পুনরুদ্ধার করা কিরূপে সম্ভবে? তোমরা বোধ হয় বল্‌তে চাও যে, পরাজয় অস্বীকার কিম্বা বলপ্রকাশের দ্বারা নষ্ট বিষয়ের পুনরুদ্ধার সাধন করা কর্ত্তব্য?

মন্ত্রী। শঠের সঙ্গে শঠতা অবলম্বনে রাজনীতি-শাস্ত্র অনুসারে কোনও অনাচার বা অধর্ম্ম হ'তে পারে না।

নল। সেরূপ শাস্ত্রকে যদি নীতিশাস্ত্র বলে, তা হ'লে অনীতিশাস্ত্র কাকে বল্‌বে? একজন চুরী করেছে ব'লে তাকে দমন কর্‌তে যদি আবার গৃহস্থকেও তার গৃহে চুরী কর্‌তে হয়, তা হ'লে বিচারস্থলে উভয়ই কি চোর ব'লে প্রতিপন্ন হয় না? পুষ্কর যদি বাস্তবিকই আমার সঙ্গে শঠতা ক'রে থাকে, তা হ'লে আমাকেও কি তার সঙ্গে শঠতাচরণ কর্‌তে বল? ছিঃ মন্ত্রী! এরূপ মন্ত্রণাকে নল অন্তরের সহিত ঘৃণা করে।

মন্ত্রী। উপস্থিত ক্ষেত্রে এ ভিন্ন আর রাজ্যরক্ষার উপায় কি আছে মহারাজ? এক দিকে রাজ্যরক্ষা, অন্য দিকে শঠের সহিত শঠতা-ব্যবহার, এর কোন্‌টী অবলম্বনীয় নরনাথ? সামান্য দ্যূতে পরাজয় অস্বীকার ক'রে যদি রাজ্যের বিশেষ কোন মঙ্গলসাধন হয় এবং প্রজাকুল আশ্বস্ত হয়, তা হ'লে কি সেই অস্বীকার করা কি এখন কর্ত্তব্য ব'লে স্বীকার কর্‌বেন না?

নল। না মন্ত্রী! কিছুতেই আমি তাকে কর্ত্তব্য ব'লে স্বীকার কর্‌তে পার্‌বো না। অন্যায় পন্থার আশ্রয়ে যে কোন মঙ্গল বা ন্যায়-

কার্য্য সম্পাদিত হ'তে পারে, এরূপ বিশ্বাস কর্‌তে আমি কখনই সাহসী নই; আর যদি তাও সম্ভব হয়, তা হ'লে অন্ততঃ আমার দ্বারা যে সেরূপ কার্য্য সম্পন্ন হবে, এরূপ আশা কেহই যেন মনে না করেন। আমার রাজ্যের অবস্থা যদি এতদূরই শোচনীয় হ'য়ে থাকে যে, অন্যায় অসঙ্গত পদ্ধতির আশ্রয় না নিলে সে রাজ্যের অশান্তি-আশঙ্কা দূরীভূত হবে না, তা হ'লে মন্ত্রী! আমার মতে তেমন পাপ-রাজ্য যত শীঘ্র ধ্বংসগর্ভে পতিত হয়, সেই আমার বাঞ্ছনীয়। এ সম্বন্ধে তোমাদের মহারাণীরই বা কি মত, জান্‌তে পার।

দময়ন্তী। দাসীর আবার স্বতন্ত্র মত কি হবে মহারাজ? মহারাজ যে কার্য্যকে সৎ ব'লে ধারণা কর্‌বেন, দাসী কি তাতে অন্যমত কর্‌বে? বিশেষতঃ আমি হীনবুদ্ধি নারী, রাজনীতির সূক্ষ্ম মীমাংসা আমি কি বুঝ্‌বো? সামান্য অমঙ্গলের কারণ দেখ্‌লেই বিচলিত হ'য়ে পড়ি। আজ শরণাগত কাতর প্রজাগণের আর্ত্তনাদ শ্রবণ ক'রে এবং দ্যূতে মহারাজ পরাজিত হয়েছেন জান্‌তে পেরে পাগল হ'য়ে উঠেছি। আর নিয়তির সেই ভীষণ বাণী এই সঙ্গে মনের মধ্যে আন্দোলিত হ'য়ে আমাকে যেন আরও শঙ্কিতা ক'রে তুলেছে। তাই বল্‌ছি মহারাজ! তাই বল্‌ছি নরনাথ! যাতে সব দিকে রক্ষা হয়, যাতে রাজ্যে কোনও অমঙ্গল অশান্তির উৎপত্তি না হয়, যাতে কাতর প্রজাগণ মহারাজের জয় ঘোষণা ক'রে আনন্দে ভগবানের নিকট মহারাজের মঙ্গলকামনা করে, তাই কেবল দাসীর প্রার্থনা—তাই কেবল দাসীর কামনা।

নল। প্রজাবৎসলা রাণীর উপযুক্ত কথাই বটে। কিন্তু দময়ন্তী! আমি তো রাজ্যবাসী প্রজাগণের কিম্বা এ রাজ্যের কোন বিশেষ অমঙ্গল দেখ্‌তে পাচ্ছি না, তবে সকলের এত উদ্বিগ্ন বা বিচলিত হবার কারণ কি? সম্ভবতঃ দ্যূত-ক্রীড়া সম্বন্ধে নানারূপ অতিরঞ্জিত এবং অনিশ্চিত আশঙ্কা

রাজ্যবাসীগণের মনে আবির্ভূত হ'য়ে তাদিগে এরূপ ভীত-ত্রস্ত ক'রে তুলেছে। আবার কল্যই যখন দ্যূতে পুনঃ জয়লাভ কর্‌বো, তখন সকলকেই পুনরায় প্রফুল্ল দেখ্‌তে পাবে।

দময়ন্তী। মহারাজ! দ্যূতের নাম শুন্‌লেই যে প্রাণ কেঁদে ওঠে আমার।

নল। তার কারণ আর কিছু নয়, অদ্য আমি পরাজিত হয়েছি ব'লে। নতুবা যদি জয়লাভ কর্‌তে পার্‌তাম, তা হ'লে বোধ হয় দময়ন্তী! তুমি আজ দ্যূতের নাম শুনে অমন শিউরে উঠ্‌তে না।

দময়ন্তী। জয়লাভের নিশ্চিন্ত আশা নাই ব'লেই তো দ্যূতের নাম শুনে শিউরে উঠ্‌ছি নাথ!

নল। কিন্তু ফির্‌বার আর উপায় নাই প্রিয়ে! আমি যখন প্রতিশ্রুত হ'য়ে এসেছি, তখন আর তার প্রত্যাহার করা আমার অসম্ভব।

দময়ন্তী। যদি আজও আবার—

নল। হেরে যাই, কেমন—এই আশঙ্কা কর্‌ছ তো? কিন্তু তা ব'লে কি বাক্য লঙ্ঘন ক'রে মিথ্যাবাদী নাম ক্রয় করি, এইরূপ কি তোমাদের ইচ্ছা এবং তাতে কি তোমরা যথার্থ সন্তোষ লাভ কর্‌তে পার্‌বে, বল তো?

দময়ন্তী। না—তাও পার্‌বো না মহারাজ! কিন্তু—

নল। তবে আর কিন্তু কি আছে প্রিয়ে? যদি নিতান্তই পুনরায় আমাকে পরাস্ত হ'তেই হয়, তা হ'লেই বা কি করা যাবে? সেরূপ চিন্তা ক'রে কাজ কর্‌তে গেলে তো আমাকে কোনও যুদ্ধে পর্য্যন্ত অস্ত্র ধারণ কর্‌তে হয় না। কারণ যুদ্ধে জয়লাভ করা না করাও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হাতে। প্রতি কার্য্যেই যে আমাকে জয়ী হ'তে হবে, এমন অদৃষ্ট কি একজনে কখনো লাভ কর্‌তে পারে? উত্থান-পতন, ঘাত-প্রতিঘাত, সম্পদ-বিপদ এই সকল যে সংসারের অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম।

সেই নিয়ম-চক্রের ঘূর্ণনে মানুষ মাত্রকেই ঘূর্ণিত হ'তে হয়। সংসারে ধারাবাহিক নিত্য সুখের আশা করা মানুষের বিড়ম্বনা মাত্র। নিয়তির সেই অমোঘ বাণী যদি সফল হবার সময় আমাদের হ'য়ে থাকে, তা হ'লে হয় তো এই দ্যূত-ক্রীড়ায় তার প্রধান সূত্র-স্বরূপ আরব্ধ হয়েছে। ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে আমিও সেই ক্রীড়া কর্‌তে অবশ্য বাধ্য হয়েছি। এখন যদি পরাজয় হয় এবং সেই পরাজয়ের ফলে সর্ব্বস্ব যায়, তা হ'লে মনে কর্‌বো যে সেই নিয়তির বাক্যই মহাসত্যে পরিণত হ'লো। এ ভিন্ন আর ভাব্‌বার কি আছে বল? ধর্ম্ম প্রতিপালন ক'রে যদি আমাকে আজ রাজ্য-ভ্রষ্ট হ'য়ে বনবাসী হ'তেও হয়, তা হ'লে সেই দুঃখের মধ্যে, সেই কষ্টের মধ্যে পতিত হ'য়েও তখনো যে আমি ধর্ম্মভ্রষ্ট হয় নি ব'লে এক পরমানন্দ উপভোগ কর্‌বো, তার বিনিময়ে সামান্য রাজ্যভোগ জনিত যে আনন্দ, সে অতি তুচ্ছ—অতি হেয়!

নেপথ্যে রাজলক্ষ্মী।

রাজলক্ষ্মী।—

গীত।

কি দোষে অবশেষে মোরে ত্যজ নৃপমণি।
কেন দুঃখের সাগরে ভাসালে আমারে বল ওহে শুনি॥

নল। শুন সবে, কে রমণী ঐ—
মোরে লক্ষ্য করি কাঁদে অন্তরালে?

রাজলক্ষ্মী।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

আমি কমলা অচলা হ'য়ে ছিনু তব আবাসে,
কত মনের হরষে সদা ছিনু তব সহবাসে,
এবে সে সুখ ফুরাল, বিবাদে ঘিরিল, হইনু গো আমি কাঙ্গালিনী।

মন্ত্রী। ও যে স্বয়ং মা কমলার করুণ বিদায়-গীতি মহারাজ!

নল। হাঁ মন্ত্রী! রাজলক্ষ্মীর বিদায়-সঙ্গীতই বটে। কিন্তু কৈ, আমি তো রাজলক্ষ্মীকে ত্যাগ কর্‌তে ইচ্ছা করি নি!

রাজলক্ষ্মী।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

পণে হারিলে আজি যে ধন-রত্ন-ভাণ্ডার,
ছিল যে তাহাতে আমারি অধিকার,
ছিল যার নাই তার হ'লো অধিকার তাই কাঁদিছে পরাণি।

দময়ন্তী। হায় মহারাজ! যখন রাজলক্ষ্মী চঞ্চলা হয়েছেন, তখন রাজ্যের কি দশা ঘটবে, তা কি আর বুঝ্‌তে বাকী থাকছে।

নল। কি কর্‌বো তার? দ্যুতে পণ রেখে ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম রক্ষা করেছি, অধর্ম্ম কিছুই করি নাই।

রাজলক্ষ্মী।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

তবে চলিলাম—চলিলাম তব গৃহ ছাড়িয়া,
বড় দুঃখে আঁখিজলে আজি হে ভাসিয়া,
কাঁদালে কাঁদিবে ভাসালে ভাসিবে
ত্যজিলে ত্যজিবে এই সুখের রাজধানী॥

মন্ত্রী। [করযোড়ে] মহারাজ!

নল। আর কেন মন্ত্রী, উপায় নাই। ক্ষত্রিয়ের অঙ্গীকার বিচলিত কর্‌তে পারবে না!

রণজিৎ। [করযোড়ে] একটি কথা রাখুন মহারাজ!

নল। সম্ভব হ'লে রাখ্‌তাম রণজিৎ!

দময়ন্তী। [পদধারণ করিয়া]
প্রাণেশ্বর! ধরি দুটী পায়।

নল। নিরুপায়!
গেছে সে সময় রাণী,
নিয়তির বাণী কখনই হবে না অন্যথা।
বৃথা চিন্তা ত্যজি,
পূর্ব্ব হ'তে থাক প্রিয়ে হইয়ে প্রস্তুত।
যাও মন্ত্রী, সেনাপতি, করগে বিশ্রাম।
দময়ন্তী! চল কক্ষে লভিব বিরাম।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজসভা।

পুষ্কর ও গুণাকরের প্রবেশ।

পুষ্কর। আজ আমার শেষ আশা; আজ যদি খেলা নির্ব্বিঘ্নে শেষ কর্‌তে পারি, তবেই শেষ বজায় থাকে বন্ধু! মনের মধ্যে আজ কত রকমই তোলপাড় কর্‌ছে, তা আর তোমায় কি বল্‌বো গুণাকর!

গুণাকর। কোনও চিন্তা নাই পুষ্কর! নিশ্চয়ই আশা পূর্ণ হবে। তবে একটী কথা পূর্ব্বেই ব'লে রাখি, যে ভাবেই হোক্, খেলা কিন্তু আজ শেষ করা চাই।

পুষ্কর। নিশ্চয়ই, আজ আর শেষ না ক'রে কিছুতেই ছাড়্‌বো না।

গুণাকর। একটা ভয়, সেই বিশে পাগলাটা আজ আবার এসে উপস্থিত না হয়।

পুষ্কর। আজ আর সে ব্যাটা আস্‌ছে না। নিশ্চয়ই সে রাজ্য ছেড়ে চ'লে গেছে। নতুবা গত রাত্রিতে তাকে নিঃশেষ কর্‌বো ব'লে গুপ্ত ছুরিকাহস্তে তাকে কত অনুসন্ধান কর্‌লাম, কিন্তু কোন স্থানেই তার অস্তিত্বের গন্ধটুকু পর্য্যন্ত খুঁজে পেলাম না। বোধ হয় আমাদের উদ্দেশ্য বুঝ্‌তে পেরে প্রাণের ভয়ে পূর্ব্বেই পলায়ন করেছে।

গুণাকর। ক'রে থাকে তো ভালই হয়।

পুষ্কর। আর এলেও তাকে আর এখন কোনও ভয় করিনে।

রাজ্যের প্রধান বল যে সব, সে সমস্তই যখন এখন আমার অধিকারে এসেছে, তখন বন্ধু! আর কাকেও ভয় করি না।

গুণাকর। আর একটা কথা ব'লে রাখি; আজ যখন রাজা পণে পরাজিত হ'য়ে সর্ব্বস্ব হ'তে বঞ্চিত হবে, তখন যেন তাকে আর মুহূর্ত্তকালও এ রাজ্যে বিশ্রাম করতে দিও না বন্ধু!

পুষ্কর। সে আর বলতে; ~~তখনি~~ তখনি অমনি স্পষ্টাক্ষরে মুখের উপর বলে দেবো যে, এখনি এই নগর ছেড়ে প্রস্থান কর। শুধু নগরই বা কেন, নিষধরাজ্যের কোন প্রজার কুটীরে পর্য্যন্ত যাতে রাজা দাঁড়াবার আশ্রয় না পায়, সে বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত করতে হবে। কিন্তু—কিন্তু বন্ধু! আমার সেই আশা, যে আশার আশাতেই এতদুর কাণ্ড ক'রে তোলা, সে কথা তো তোমাকে বলেইছি; সে আশা পূর্ণ করবার উপায় কি?

গুণাকর। দময়ন্তীকে চাই তো? তার জন্ম চিন্তা কি, ভাবনা কেন? তোমার হ'য়েই ব'সে আছে।

পুষ্কর। যদি রাজার সঙ্গে সঙ্গে চ'লে যায়, তা হ'লে?

গুণাকর। সে কি এতদূর বোকা মেয়েমানুষ যে, এমন রাজ্যসুখ পরিত্যাগ ক'রে রাজার ~~সাথে~~ সাথে বনে বনে ফলমূল খেয়ে ঘুরে বেড়াতে যাবে?

পুষ্কর। যদি সে যায়, তা হ'লে তো আর আশাপূর্ণ হবে না বন্ধু!

গুণাকর। তা হ'লে তারও উপায় করতে হবে। রাজার সঙ্গে বনবাসিনী হ'লেও আবার নূতন উপায় নূতন কৌশল বের ক'রে দময়ন্তীকে রাজার সঙ্গ হ'তে বিচ্যুত করতে হবে।

পুষ্কর। আচ্ছা, আজ যদি কোন উপায়ে দময়ন্তীকে পণে পরাজয় ক'রে লাভ করা যায়, তা হ'লে কিন্তু বন্ধু! নির্ব্বিঘ্নে ল্যাঠা চুকে যায়, কারো কোনও টুঁ-শব্দটী করবার পথ থাকবে না।

গুণাকর। রাজা যদি তাকে পণে ধার্য্য করে, তবে তো? আচ্ছা দেখা যাক্, খেল্‌তে বস্‌লে রাজার মতি-গতি কিরূপ থাকে; সুবিধা বুঝ্‌লে তখনি তুমি দময়ন্তীকে পণ ধর্‌তে বল্‌বে।

পুষ্কর। ভয় হয় কেবল সেই দু'টো মন্ত্রী সেনাপতিকে। দুটো যেন কালান্তক যমের মত সাম্‌নে দাঁড়িয়ে থাকে।

গুণাকর। হাঁ বন্ধু! মনে রেখো, রাজ্যলাভ ক'রে সর্ব্বপ্রথমে মন্ত্রী আর সেনাপতিকে কৌশলে কারাবদ্ধ ক'রে রাখা। তাতেও যদি বশীভূত না হয়, তা হ'লে অবশেষে গুপ্তহত্যা। নতুবা ও দুটো স্বাধীনভাবে থাক্‌লে সৈন্যসামন্তদিগকে করায়ত্ব করা কঠিন হ'য়ে দাঁড়াবে। যাক্, এখন চুপ্ কর। ঐ যে রাজা মন্ত্রী ও সেনাপতির সঙ্গে সভাতে আস্‌ছে।

অগ্রে নল, পশ্চাতে অধোমুখে মন্ত্রী ও

সেনাপতির প্রবেশ।

পুষ্কর। আসুন মহারাজ! আমরা অপেক্ষা ক'রে ব'সে আছি।

নল। বিলম্ব না ক'রে ক্রীড়া আরম্ভ কর পুষ্কর!

পুষ্কর। এই যে সবই প্রস্তুত, আপনি এখন পণ ধার্য্য ক'রে বস্‌লেই হয়।

নল। আচ্ছা, অদ্যকার প্রথম পণ আমার কেবল এই রাজধানী ভিন্ন আর সমগ্র রাজ্য।

[মন্ত্রী ও সেনাপতির পরস্পর নিরীক্ষণ]

বিশে ক্ষেপার প্রবেশ।

বিশে। আর না বিশে ছুটে আয়,

খেলা বুঝি সুরু হয়।

গুণাকর। [স্বগত] ঠিক এসে জুটেছে ব্যাটা। আমি যে কলি, এ কথাটাও কি ব্যাটা জান্‌তে পেরেছে? সেইটী কেবল আমার ভয়।

বিশে। দেখ্ না বিশে কিসে কি হয়—কিসে কি হয়,
দেখ্‌লেই তোকে শেয়ালগুলোর মুখ শুখিয়ে যায়।
হ'লে কি হয়, হ'লে কি হয়, ফল হ'লো না বিশে,
সবই মাটী হ'লো রে তোর রাজা হারালো দিশে।
এ সব ভগা শালার কারখানা রে ভগা শালার কারখা
নইলে কি বাঘের ঘরে শেয়াল এসে দেয় হানা।

পুষ্কর। তবে আরম্ভ করি।

নল। হাঁ—কর। [ক্রীড়ারম্ভ]

মন্ত্রী। [জনান্তিকে] রণজিৎ!
প্রত্যেক মুহূর্ত্তে যেন
শত বিপদের করাল মূরতি
দেখিতেছি সম্মুখে মোদের।

রণজিৎ। কি করিতে পারি হায়!
ভাগ্যদোষে সহি বিড়ম্বনা।

পুষ্কর। [সানন্দে চীৎকার করিয়া]
হ'লো জয়—হ'লো জয়, হের মহারাজ!

নল। ভাগ্য তব সুপ্রসন্ন ভাই!
প্রতিবারে তাই এত কর জয়লাভ।

বিশে। হাড়ের পাশ্‌টী কথা শোনে,
কে জানে কে কার গুণে?
ভাগ্যিগুণে কি যাদুর গুণে,
সে সব খপর বিশে জানে।

বনের মধ্যে ফুস্থর ফাস্থর যেদিন শুনেছি,
সেই দিন থেকেই খড়ি পেতে গুণে রেখেছি.
আর সেই দিন থেকেই শেয়ালগুলোর পেছু নিয়েছি
দিনরাত ধ'রে আড়ি পেতে সব দেখে বেড়াচ্ছি।
কি বল্‌বো যে বিশে ক্ষেপার ভেঙ্গেছে বিষ-দাঁত,
নইলে পরে শিয়ালগুলোয় কর্‌তাম কুপোকাৎ।
আঁতের থপর দিয়ে গেলাম শুন্‌লে না কেউ কথা,
তবু কেন বিশে রে তোর এত মাথা-ব্যথা ?

মন্ত্রী [স্বগত] হায়! গেল রাজ্য গেল প্রজা,
তবু রাজা না মেলেন আঁখি,
না জানি কি পণ পুনঃ ধরেন আবার!
হাহাকার মাত্র সার মোদের এখন।

পুষ্কর। ধর পণ পুনঃ মহারাজ!

নল। পণ পুনঃ মম রাজধানী।
খেল ত্বরা, বিলম্ব না সয়।

পুষ্কর। এই দানে মহারাজ!
লব তব রাজধানী। [দান প্রদান]
হের হের চমৎকার দান,
গেল রাজধানী রাজা, ধর অন্য পণ।

নল। এইবার রাজ-সিংহাসন।

পুষ্কর। ভাল ভাল দেহ পাশটী দান।

নল। [দান প্রদান]

পুষ্কর হ'লো না—হ'লো না তব,
দিব দান, দেখ পুনঃ লভি সিংহাসন। [দান প্রদান]

ঠিক এবারো কচে বার দেখ মতিমান্ !
গেল তব সিংহাসন, কি ধরিবে পণ ?

নল এইবার কণ্ঠহার পণ,
দেখি দানে জিনি কিম্বা হারি ! [দান প্রদান]

পুষ্কর। নিষ্ফল নিষ্ফল দান এবারো রাজন্ !
ফেলি দান দেখ চাহি সভাস্থ সকলে।

[দান প্রদান]

হের হের খেলার কৌশলে
ঠিক পণ-জুড়ী পড়ি রয়েছে আমার।
গেল কিন্তু গেল রাজা তব কণ্ঠহার !
আর কিবা আছে ধরিবার ?
থাকিলে ধরিতে পার কেন শুষ্ক মুখ,
ভাবিতে উচিৎ ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।

রণজিৎ। [স্বগত] ওঃ ! অসহ্য—অসহ্য এই বিদ্রূপ বচন !
ইচ্ছা হয় এই দণ্ডে করি নিষ্কাষিত অসি,
কাটি মুণ্ড পাপিষ্ঠের পাড়ি ভূমিতলে,
কিম্বা তীক্ষ্ণ বিষাক্ত ছুরিকা মুষ্টিবদ্ধ করি,
পাষণ্ডের পাপ বক্ষে আমূল করিয়া বিদ্ধ
সিদ্ধ করি মনের বাসনা,—
অথবা ঐ পাপ দেহ
শতখণ্ডে করিয়া বিভক্ত,
শৃগাল কুক্কুরদলে দিই উপহার।
কিন্তু—কিন্তু হায় !
নাহি সাধ্য, বদ্ধ মম হস্ত পদদ্বয় ;

নতুবা কি সম্মুখে আমার
পারে আজি মহারাজে করিতে বিদ্রূপ ?

পুষ্কর। কি মহারাজ! একেবারে যে বাক্‌রোধ! পণ ধর্‌বার আর কিছু নাই বুঝি? কেন, এখনও তো মস্তকে রাজমুকুট আছে? ওটাই বা আর বাকী থাকে কেন? শূন্য সিংহাসনে আর রাজমুকুট মানায় না।

নল। আচ্ছা; পুষ্কর! শেষ পণ আমার রাজমুকুট। [মুকুট ধারণ]

মন্ত্রী ও সেনাপতি। করেন কি—করেন কি মহারাজ! [উভয়ের বাধা দিতে উদ্যোগ]

বিশে।—[বাধা দিয়া]

গীত।

ছিঃ ছিঃ কি কর মহারাজ!
ও যে রাজার নিশান মাথার মুকুট
কারে খুলে দিতে যাচ্ছ আজ ?
ঘোর শত্রুরের ফাঁদে প'ড়ে হারালে হে সব,
কেন সাধ ক'রে হে নিজের বুকে নিজে হান্‌লে বাজ্ ?
কি ছিলে কি হ'তে যাচ্ছ ভাব না একবার মনে,
রাজা ছিলে ফকির হ'লে, তবু কি হে একটু তোমার পায় না লাজ ?
এখনও সময় আছে বাঁচতে যদি চাও,
তবে দূর ক'রে দাও শেয়াল ছুটোয় ক'রো না আর ব্যাজ।

পুষ্কর। আরে আরে উন্মত্ত বাচাল!
আজ তোরে শিক্ষা দেবো আয়। [অস্ত্র উত্তোলন]

[সভয়ে বিশের সেনাপতির নিকট গমন]

রণজিৎ। সাবধান! স্পর্শ যদি কর কেশ,
নাহি তবে পরিত্রাণ তব।

[পুষ্করের সভয়ে উপবেশন]

গুণাকর। কেন বন্ধু, উন্মত্ত প্রলাপে
ক্রুদ্ধ হ'য়ে ধর তীক্ষ্ণ অসি ?
স্থির হ'য়ে ভূপতির সনে
দ্যূতে পুনঃ দেহ মনোযোগ।

মন্ত্রী। মন্ত্রীর এই শেষ প্রার্থনা মহারাজ! রাজমুকুট পণ ধার্য্য কর্‌বেন না মহারাজ! রাজার শেষ চিহ্ন মুকুট মাত্র আছে, আর সবই গেছে। তাই বলি, একবার আমাদের কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করুন।

নল। মন্ত্রী! বড় দুঃখে আজ হাসালে। রাজ্য গেল, দুর্গ গেল, কোষ গেল, অস্ত্র গেল, রাজসিংহাসন, রাজদণ্ড সবই যখন গেল, তখন আর এই রাজমুকুট শিরে ধারণ ক'রে লোকের বিদ্রূপ-হাসি দর্শন করায় কি লাভ আছে? ভিক্ষুকের মস্তকে রাজমুকুট! এ যে যথার্থই হাস্যের কথা। খেল ভাই পুষ্কর, খেল; এই আমার রাজমুকুট শেষ পণ। পরে আর আমার পণ ধর্‌বার অবশিষ্ট কিছুই নাই।

পুষ্কর। বেশ—তাই হোক্; আর কি করা যাবে! তবে দান দিন মহারাজ!

নল। [দান প্রদান]

পুষ্কর। হ'লো না—হ'লো না। এইবার আমার শেষ দান। [দান প্রদান ও এক লম্ফে উঠিয়া করতালি প্রদানপূর্ব্বক] জয়—জয়—জয়, রাজমুকুট পরিত্যাগ করুন।

নল। এই নাও। [মুকুট ত্যাগ] আর কিছুই নাই পুষ্কর! খেলা ভঙ্গ কর।

পুষ্কর। [গুণাকরের দিকে কটাক্ষ করিয়া] ঐশ্বর্য্য-সম্পদ আর

কিছুই নাই বটে, তবে তা হ'তেও উৎকৃষ্ট রত্ন রাজমহিষী দময়ন্তী আছে ; তাকে শেষ পণস্বরূপ ধার্য্য করুন।

রণজিৎ। [সক্রোধে] না—আর পার্‌লাম না। আর মহারাজের অনুমতির অপেক্ষা কর্‌বো না। পাপিষ্ঠ! রাজদ্রোহী দুরাচার! আয় তোর পাপ মুণ্ড নরকে নিক্ষেপ করি। [অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

নল। [অস্ত্র ধরিয়া] আর কেন সেনাপতি, বৃথা রক্তপাতে ধরিত্রীকে কলুষিত কর্‌তে উদ্যত হয়েছ ? যা হবার তা হয়েছে, বিধিলিপি কে অন্যথা কর্‌তে পারে ? আমি বিজিত ও পথের ভিখারী। পুষ্কর এখন এ রাজ্যের রাজা, অতএব রাজার প্রতি সেনাপতির ওরূপ ব্যবহার কথনই ন্যায়সঙ্গত নয়।

রণজিৎ। কে রাজা ? কাকে রাজা ব'লে স্বীকার কর্‌বো ? দস্যুকে ? তস্করকে ? ধূর্ত্ত যাদুকরকে ? তা কথনই হবে না। যে শির এতদিন ঐ চরণে অবনত হয়েছে, সে শিরকে কথনই ঐ শৃগালের পদে অবনত কর্‌তে পার্‌বো না। যে হস্তে ঐ পাদপদ্ম পূজা করেছি, সেই হস্ত কি আর কথনও ঐ পশুর পদে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান কর্‌বে ? কথনই না! রণজিতের ধমনীতে বিন্দুমাত্র শোণিত অবশিষ্ট থাক্‌তে রণজিৎ কথনও শৃগালকে প্রভু ব'লে স্বীকার কর্‌বে না। তাতে যদি আমাকে বিদ্রোহী সাজ্‌তে হয়, তাতেও কুণ্ঠিত হবো না। পবিত্র সিংহের আসনে আজ শৃগালকে বসিয়ে তার কাছে রণজিৎ জীবন বিক্রয় কর্‌বে ? ধিক্—শত ধিক! দেখ্‌বো—রণজিৎ জীবিত থাক্‌তে কেমন ক'রে এ ভ্রাতৃদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক নরকের কীট এই নিষধ-সিংহাসন অধিকার করে! নিষধ রাজ্যে বিদ্রোহের অনল জ্বালিয়ে নিষধ রাজ্য শ্মশান কর্‌বো, তথাপি সিংহাসন অধিকার কর্‌তে দেবো না। দুরাশয়! এতদূর সাহস যে, আজ সন্তানের সম্মুখে তার জননীর প্রতি অসম্মান-

সূচক বাক্যপ্রয়োগ? অদৃষ্টকে শত ধন্যবাদ দে যে, রণজিতের শাণিত কৃপাণ তোকে এতক্ষণও ক্ষমা করছে। কি বল্‌বো, বল্‌তে পাচ্ছি না। হৃদয়ে সহস্র বৃশ্চিক দংশন করছে, বক্ষঃ শত শত বজ্রাঘাতে বিচূর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে, তথাপি বল্‌তে পাচ্ছি না। ও-হোঃ-হোঃ, মহারাজ। তুমি আজ কি করলে—কি সর্ব্বনাশ করলে? স্বহস্তে সোণার রাজ্যে অনল জ্বালিয়ে দিলে। ছিদ্রান্বেষী মহাশত্রুকে সরলপ্রাণে বিশ্বাস ক'রে আজ নিজের সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন ক'রে বস্‌লে! একবারও রাজ্যের দিকে তাকালে না? একবারও কাতর প্রজাগণের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ শুন্‌লে না? একবারও আমাদের অনুরোধ-বাক্য রাখ্‌লে না? একবারও দেবী-প্রতিমা মহারাণীর দুরবস্থার কথা ভাবলে না? একবারও সেই সুকুমার সরল শিশুদ্বয়ের মুখের দিকে চাইলে না? ও-হো-হো, এ কষ্ট এ দুঃখ, এ মর্ম্মপীড়া যে আর কিছুতেই যাবার নয় মহারাজ! সাধ্য থাক্‌তে, শক্তি থাক্‌তে কোন্ রক্ত-মাংস গঠিত মানুষ এমন অত্যাচার, এমন বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য কর্‌তে পারে? মহারাজ! আর তোমাকে কি বল্‌বো।

নল। রণজিৎ! রণজিৎ! আজ অদৃষ্টদোষে বিধিচক্রে আমি তোমাদের তিরস্কারের পাত্রই হয়েছি বটে! সরল ভ্রাতৃপ্রেমে অন্ধ হ'য়ে আমি আজ অন্ধের ন্যায় মূঢ়ের ন্যায় সোণার রাজ্য প্রাণের প্রজা সকলি হারিয়েছি বটে, সেই ভ্রাতৃস্নেহের প্রতিদানে আজ পুষ্কর আমাকে যে অমিয় বাণী শ্রবণ করিয়েছে, তা শুনেও বজ্রাহত শাল্মলি-তরুর ন্যায় নীরবে দাঁড়িয়ে আছি বটে, কিন্তু—কিন্তু রণজিৎ। কিন্তু সেনাপতি! তথাপি ধর্ম্মভ্রষ্ট হই নাই, তথাপি ক্ষত্রিয়োচিত কর্ত্তব্যপালনে বিমুখ হই নাই। এই আমার বর্ত্তমান দগ্ধ প্রাণের মহাশান্তি, এই আমার বর্ত্তমান দুঃখক্লিষ্ট জীবনের পূর্ণ সান্ত্বনা। আর কি বল্‌বো, আর আমার তোমাদের প্রতি কিছুই বল্‌বার নাই। [অধোমুখে অবস্থান]

রণজিৎ। কিসের ধর্ম্ম! পশুর সঙ্গে আবার কিসের ধর্ম্মসম্বন্ধ মহারাজ? যে পশু আজ মাতৃরূপা অগ্রজপত্নীকে নিজ পশুবৃত্তি সাধনের সামগ্রী ব'লে সভামধ্যে প্রকাশ করতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করলে না, তেমন পশু, তেমন পিশাচ, তেমন নারকীর সঙ্গে আবার ধর্ম্ম-ব্যবহার! মহারাজ! আপনি ভুল বুঝেছেন। তেমন মহাপশুকে অতি নির্দ্দয়ভাবে হত্যা না করা বরং অধর্ম্ম; কেন না, সংসারে তা হ'লে ঐরূপ পশুচরিত্রের আদর্শে সমাজ গঠিত হ'তে পারে। কাজেই ওরূপ সংসারের অমঙ্গল, সমাজের কণ্টক, দেশের শত্রুকে ক্ষমা না ক'রে বধ করাই কর্ত্তব্য। তাই বল্‌ছি মহারাজ! কোনও বাধা দেবেন না—কোনও নিষেধ করবেন না; কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখুন, আজ সেনাপতি রণজিৎ কেমন ক'রে আজ পশুহত্যা ক'রে প্রকৃত ধর্ম্মের পথ নিষ্কণ্টক করে। [অসি নিষ্কাষণ]

মন্ত্রী। [হস্ত ধরিয়া] সেনাপতি! ভাই! কি করছো! পশুরক্তে হস্ত কলঙ্কিত করতে ইচ্ছা করছ কেন ভাই? যদিও পশুহত্যা ক'রে কোনও ফললাভ হ'তো বুঝ্‌তাম্, তা হ'লে বাধা দিতাম না। যদি বুঝ্‌তাম্ তোমার কার্য্য মহারাজ অনুমোদন ক'রে ভ্রষ্ট রাজ্য পুনরায় গ্রহণ করবেন, তা হ'লে তোমাকে নিষেধ করতাম্ না। তা যখন হবে না, সে আশা যখন আর আমাদের নাই, তখন আর এই বৃথা রক্তপাতে আমাদের লাভ কি? তাই বল্‌ছি, ক্ষান্ত হও—স্থির হও! ঐ দেখ, তোমার কার্য্যদর্শনে মহারাজ নিতান্ত ম্রিয়মান হ'য়ে অধোমুখে অবস্থান করছেন; আর ক্ষতস্থানে ক্ষার প্রদান ক'রে মহারাজের প্রাণে ব্যথা দিও না।

রণজিৎ। কি বল্‌ছো মন্ত্রী? মহাপাপী পশুকে হত্যা করলে, মহারাজ প্রাণে ব্যথা পাবেন, এ কি আশ্চর্য্য কথা মন্ত্রী? পরস্বাপহারী দস্যুকে দণ্ডপ্রদান করলে রাজা তাতে ব্যথিত হবেন, এ কি কথা

শুনাচ্ছ মন্ত্রী? এ মহারাজ কি তবে আমাদের সেই দুষ্টের দমনকারী মহাতেজা নল নন্? যে রাজা দুষ্টের দমনবিধান কর্‌তে চায় না, সে আবার কেমন রাজা? সে আবার কিসের রাজা? তাকে আবার রাজা বলে কে? তেমন রাজাকে আমি রাজা বল্‌তে চাই নে। সে কথনও রাজা নামধারণের উপযুক্ত পাত্র নয়। [বিকৃতমস্তিষ্কের ন্যায়] ঐ দেখ—ঐ দেখ মন্ত্রী! একটা বন্য শৃগাল এসে ঐ রাজসিংহাসনে রাজা হ'য়ে বস্‌লো। ঐ দেখ—ঐ দেখ মন্ত্রী! চতুর্দ্দিকে সব চাটুকারের দল সেই রাজাকে ঘিরে ব'সে রয়েছে। সিংহাসনে ব'সে ব'সে কেবল হাস্‌ছে! ঐ দেখ আবার বিকটাকার যমদূতের ন্যায় দস্যুগণ এসে নিরীহ প্রজাগণের গৃহলুণ্ঠন ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। কেউ রক্ষা কর্‌ছে না—কেউ বাধা দিচ্ছে না! আবার ঐ—ঐ দেখ, প্রচণ্ড অনল ভীষণরবে গর্জ্জন ক'রে নগরবাসীগণের গৃহ-ভবন শ্মশান ক'রে ফেল্‌লে! কত শত বাল-বৃদ্ধ-যুবা সেই অনলে জন্মের মত ভস্মীভূত হ'য়ে গেল। ঐ শোন, চারিদিক হ'তে হাহাকার-ধ্বনি উত্থিত হ'চ্ছে! গেল—গেল, রাজ্য গেল—প্রজা গেল! যাই—যাই, রক্ষা করিগে—রক্ষা করিগে।

[বেগে প্রস্থান।

বিশে। বিষের জ্বালায় জ্ব'লে জ্ব'লে সেনাপতি ক্ষেপ্‌লো,
বিশে রে তোর এতদিন পরে তার একটা সাথী জুট্‌লো।
এবার দুই ক্ষেপাতে জুটে যত শেয়াল কর্‌বো নাশ,
দেখি এ রাজ্যেতে কেমন ক'রে শেয়াল করে বাস।
যাই আমিও, মিছে কেন হেথায় প'ড়ে থাকি,
কোথায় গেল নূতন বন্ধু খুঁজে তারে দেখি।

[প্রস্থান।

পুষ্কর। [স্বগত] ওঃ—এখনও বুকের কাঁপুনি থামেনি। একেবারে

গিয়েছিল আর কি! ভাগ্যক্রমে মাথা বিগ্‌ড়ে পালিয়ে গেল, তাই কোনরূপে প্রাণটা রক্ষা পেলে।

গুণাকর। [স্বগত] হু বেটাই ভেগেছে; হাঁপ ছেড়ে বাচ্‌লাম! রাজাকে শীঘ্র শীঘ্র ব'লে পাঠাবার ব্যবস্থা করা যাক্। [প্রকাশ্যে] বেলা তো শেষ হয়েছে, স্নানাহার করা যাক্‌গে।

পুষ্কর। হাঁ—আর বিলম্বের প্রয়োজন কি? তা হ'লে মহারাজ! আর রাজ-পোষাক সঙ্গে রেখে কষ্ট পাচ্ছেন কেন? ও সকলি তো আমি পণে জয়লাভ করেছি।

নল। না—এখনি এ সব পরিত্যাগ ক'রে ফেল্‌ছি। [গৈরিক বস্ত্র পরিধান]

গীতকণ্ঠে নিয়তির প্রবেশ।

নিয়তি।—

গীত।

ও যে বিধির লিখন, বিধির বাঁধন, খণ্ডন কি রে হয় সে কখন্?
লেখা থাকে ভাগ্যপটে ঘট্‌বে যেটা ভাগ্যে যখন।
পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত স্বকর্ম্মের ফলে, পরজন্মে তারেই দৈব রূপে বলে,
সেই দৈব জীবের বসি ভাগ্যমূলে সুফল কুফল করে বিতরণ।
কেহ নাহি পারে দৈবেরে লঙ্ঘিতে, যা ঘটিবার তাহা হইবে ঘটিতে,
তবে কেন আর বৃথা হাহাকার বৃথা অশ্রুধার করগো মোচন।
হাসি-কান্নাময় এ ভব-সংসার, একভাবে দিন যাবে না রে কার,
তার সাক্ষী ঐ হের নলরাজে, ভিখারীর সাজে যায় গহন কানন।

[প্রস্থান।

পুষ্কর। তবে আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাব্‌লে কি হবে? ঐ যে নিয়তির মুখেই তো সব শুন্‌তে পেলে। এখন সেই গহন কাননের দিকে আস্তে আস্তে পা চালালে ভাল হয় না?

নল। তাই যাচ্ছি, তা ভিন্ন আর আমার দাঁড়াবার স্থান কোথায় পুষ্কর?

পুষ্কর। না, তা আর কোথায় পাবেন? নগর মধ্যে বা কোন প্রজা-গৃহে পর্য্যন্ত নলের তিলার্দ্ধ দাঁড়াবার স্থান নাই; এখন এক বন ভিন্ন আর কোথাও আশ্রয়স্থান দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

গুণাকর। হাঁ, সেটা বন্ধু ভাল কথাই বলেছে। কেন না মহা-রাজের এখন এ বেশে লোকালয়ে না যাওয়াই উচিত। তাতে সাধারণের নিকট মহারাজকে বিশেষ লজ্জিতভাবে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। ভাগ্য-বিপর্য্যয় উপস্থিত হ'লে মনস্বী ব্যক্তির তখন বনে গিয়ে বাস করাই কর্ত্তব্য। "মনস্বিনো দরিদ্রস্য বনাদন্যৎ কুতঃসুখম্" এই দেখুন, নীতিশাস্ত্র-কারও সেই উপদেশ প্রদান করেছেন। আর প্রকৃতপক্ষে এ অবস্থায় বনে গেলে কোনও অভাব থাকবে না। কেন না বৃক্ষে ফল আছে, ক্ষুধার ভাবনা নাই,—ঝরণায় জল আছে, পিপাসার চিন্তা নাই,—তরুর তল আছে, আশ্রয়েরও অভাব নাই। মহারাজের অবস্থার ন্যায় লোকদের জন্যই যে বিধাতা অমন সুন্দর সুন্দর স্থান সব নিজে হাতে তৈরী ক'রে রেখে দিয়েছেন। তাই চ'লে যান; পথ চিনে যেতেও বোধ হয় কষ্ট হবে না। কারণ মৃগয়া কর্‌তে তো প্রায়ই মহারাজকে সে স্থানে যেতে হয়েছে।

নল। মন্ত্রী! একবার—না মন্ত্রী! আর প্রয়োজন নাই।

মন্ত্রী। মহারাজ! একবার মহারাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বেন না?

নল। না মন্ত্রী! সেই কথাই তোমাকে বল্‌তে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ভেবে দেখ্‌লাম, আর এখন না দেখা করাই ভাল। এ মুখ এখন আত্মীয় স্বজনের নিকট হ'তে যত অন্তরালে রাখা যায়, ততই মঙ্গল। তবে যাবার সময় হতভাগিনীর কোনও ব্যবস্থা ক'রে যেতে হবে। তা মন্ত্রী, তোমারই উপর আমি সে ভার দিয়ে যাচ্ছি। তুমি সেই দুর্ভাগিনীকে তার

পুত্র-কন্যা সহ এখনি বিদর্ভ-নগরে তার পিত্রালয়ে নিয়ে যাও। আর বিলম্ব ক'রো না। কারণ অন্তঃপুরেও আর আমাদের কোনও অধিকার নাই। তুমি তবে যাও মন্ত্রী! আমি তা হ'লে নিশ্চিত হ'য়ে যেতে পারি।

সহসা রোরুদ্যমানা সন্ন্যাসিনীবেশে ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনাকে দুই হস্ত ধারণ করিয়া দময়ন্তীর প্রবেশ।

দময়ন্তী। [প্রবেশপথ হইতে] এ হতভাগিনীর জন্য মহারাজকে কোনও চিন্তা করতে হবে না। সে তার যাবার স্থান স্থির ক'রেই সেই সাজে সেজে যথাসময়ে এসে উপস্থিত হয়েছে।

নল। কোথায় যাবে ব'লে স্থির করেছ?

দময়ন্তী। যেখানে অভাগিনীর সর্ব্বস্ব ধন আজ সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে যেতে উদ্যত হয়েছেন, দাসীও তার সেই সর্ব্বস্ব ধনের সঙ্গে সঙ্গেই সেই-খানেই যাবে ব'লে স্থির ক'রে এসেছে।

নল। আমার সঙ্গে? আমার সঙ্গে এ সময়ে তুমি কোথা যাবে মহিষী? না—মহিষী! আমার সঙ্গে তুমি যেতে পার্‌বে না। আমি এখন বিজন বনে—যেখানে গেলে আর মনুষ্যছায়া দৃষ্টিপথে পতিত হবার সম্ভাবনা নাই, আমি এখন সেই বিপিনে গমন কর্‌ছি।

দময়ন্তী। দাসীও সেই সঙ্গে সঙ্গে বিপিনে গমন কর্‌বে ব'লেই বন-বাসিনী সেজে এসেছে।

নল। সে কি প্রিয়ে! তাও কি কখনও সম্ভব? যে কখনও অন্তঃপুর পরিত্যাগ ক'রে এক পদও কোথাও গমন করে নাই, যার মুখ সূর্য্য চন্দ্রে পর্য্যন্ত কখনো দেখ্‌তে পায়নি, সে কি কখনো প্রখর সূর্য্যকিরণের তাপ সহ্য ক'রে ভীষণ শ্বাপদ-সঙ্কুল কণ্টকাকীর্ণ পথে পদব্রজে গমন কর্‌তে পারে? কখনই নয়।

দময়ন্তী। অসম্ভবের কারণ কিছুই নাই মহারাজ! যাঁর মস্তকে নিয়ত রাজছত্র শোভা পেয়েছে, যিনি রাজদণ্ড ধারণ ক'রে এতদিন রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত ক'রে এসেছেন, যিনি দুই হস্তে দান ক'রেও মনের তৃপ্তিলাভ করতে পারেন নাই, তিনি যদি আজ ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে নিয়ে ভিক্ষুক সেজে পথে পথে ভ্রমণ ক'রে কষ্ট অনুভব করেন, তা হ'লে তাঁর দাসীও বোধ হয় সে কষ্ট কিছুমাত্র অনুভব করবে না।

নল। দময়ন্তী! শারীরিক ক্লেশ সহ্য পক্ষে পুরুষে আর নারীতে অনেক পার্থক্য। বিশেষতঃ আমরা ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ মৃগয়া প্রভৃতি অনেক কষ্টজনক কার্য্যে আমরা পূর্ব্ব হ'তেই অভ্যস্থ, কাজেই দুঃসময় উপস্থিত হ'লে আমরা কষ্ট সহ্য করতে অক্ষম হই না। কিন্তু প্রিয়ে! তোমাদের রমণী-জাতির তো সে অভ্যাস কিছুমাত্র নাই।

দময়ন্তী। রমণীর সে অভ্যাস থাকে না বটে, কিন্তু নাথ! রমণী প্রয়োজন হ'লে সব সহ্য করতে পারে। ভগবানের নিকট সে কৃপালাভে রমণী কিছুমাত্র বঞ্চিতা হয় নি।

নল। আচ্ছা স্বীকার করলাম; কিন্তু সেরূপ প্রয়োজন তো তোমার কিছুই উপস্থিত হয়েছে ব'লে বোধ করছি না প্রিয়ে!

দময়ন্তী। এখনও যদি সেরূপ প্রয়োজন আমার উপস্থিত না হ'য়ে থাকে, তা হ'লে আর কবে হবে? যার স্বামী আজ রাজ্যভ্রষ্ট—পথের কাঙ্গাল, সে অভাগিনী রমণীর যদি সেই সময় এখনও উপস্থিত না হ'য়ে থাকে, তা হ'লে বুঝি আর ইহজন্মে সে দুঃসময় আসবেও না।

নব। তোমার কথা সত্য হ'লেও আমি তোমাকে সঙ্গিনী ক'রে বৃথা দুঃখভাগিনী করতে ইচ্ছা করি না। যদি বুঝতাম তোমার দাঁড়াবার কোনও স্থান নাই, তা হ'লে তোমার যত দুঃখ যত কষ্টই হোক্ না কেন, আমি নিজেই ইচ্ছা ক'রে তোমাকে সঙ্গিনী ক'রে নিতাম। কিন্তু দময়ন্তী!

তোমার তো সে দাঁড়াবার স্থান ভালরূপই আছে। তোমার যখন পিত্রালয় রয়েছে—পিতামাতা বর্ত্তমান রয়েছেন, তখন আমি তোমাকে বৃথা কষ্টভোগ করাতে ইচ্ছা করি না। তুমি পুত্রকন্যা সঙ্গে ক'রে মন্ত্রীর সহিত এখনি পিত্রালয়ে চ'লে যাও। আমিও আমার গন্তব্য পথে প্রস্থান করি।

দময়ন্তী। বনে হোক্, জঙ্গলে হোক্, শ্মশানে হোক্, মশানে হোক্, যেখানে আপনার গতি, দাসীরও সেখানে গতি। এত দিন যেমন দয়া ক'রে আমাকে সুখের সঙ্গিনী ক'রে রেখেছিলে, আজ আবার তেমনি এই দুঃখের সময়ে তোমার দুঃখের সঙ্গিনী ক'রে রাখ। দাসী সঙ্গে থাক্‌লে তুমি অনেক কষ্ট ভুলে থাক্‌বে। যখন পথশ্রমে ক্লান্ত হ'য়ে পড়্‌বে, তখন এই দাসীই তার আঁচল দিয়ে বাতাস ক'রে তোমার সেই ক্লান্তি দূর ক'রে দেবে; যদি কখনও ঐ শ্রীচরণে কণ্টক বিদ্ধ হয়, তা হ'লে দাসী তখনি দাঁতে ক'রে সে কণ্টক তুলে দেবে। যেখানে দেখ্‌বে কঠিন প্রস্তরে চল্‌তে তোমার কষ্ট হ'চ্ছে, দাসী তখনি সেখানে বুক পেতে দেবে; তুমি সেই বুকের উপর দিয়ে চ'লে যেও—কোন কষ্ট পাবে না। তাই দাসী তোমার দুটী চরণ ধ'রে বল্‌ছে—প্রভু! জীবনসর্ব্বস্ব! পতি-দেবতা! পদতলপতিতা অভাগিনীকে পদতলে স্থান দিয়ে দুঃখিনীর মনোসাধ পূর্ণ কর।

মন্ত্রী। [দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া] ওঃ—কি শোচনীয় দৃশ্য! এ দৃশ্য যে এইভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে হবে, তা কখনো স্বপ্ন বা কল্পনাতেও ভাব্‌তে পারিনি। ভগবান্! সকলি তোমার ইচ্ছা।

নল। তুমি না হয় আমার সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ ক্লেশ ভোগ কর্‌লে, কিন্তু ঐ বালক-বালিকা সে দুঃখ-ক্লেশ কেমন ক'রে সহ্য কর্‌বে? যখন ক্ষুধায় পিপাসায় কাতর হ'য়ে অস্ফুটন্ত কোরক দুটী শুকিয়ে যাবে, তখন

তা দেখে বল তো মা হ'য়ে তুমি কেমন ক'রে সহ্য করবে? পুত্র-কন্যা পালন করাও কি রমণীর একটা প্রধান কর্ত্তব্য নয়? তুমি যে সে কর্ত্তব্যের কথা একবারেই ভুলে যাচ্ছ প্রিয়ে! বরং তুমি পিত্রালয়ে গিয়ে থাকলে ঐ বালক-বালিকার প্রাণরক্ষা হবে এবং পুত্র-কন্যার স্নেহে মুগ্ধ হ'য়ে আমার অদর্শন-ক্লেশ ক্রমে ক্রমে সহ্য হওয়াও সম্ভব। নতুবা আমার সঙ্গে থাকলে ঐ শিশুদ্বয়ের মৃত্যু যে অবশ্যম্ভাবী, তাতে আর সন্দেহ নাই।

। আমি পূর্ব্ব হ'তেই সে চিন্তা ক'রে রেখেছি নাথ! ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনা সঙ্গে আমার পিতৃগৃহে চ'লে যাবে। ওরা সেখানে কোনও দুঃখ, কোন কষ্ট পাবে না। ওরা এখন আমাদের ছেড়েও থাকতে পারবে। ওরা যে কেবল দিবানিশি হরিপ্রেমেই মেতে আছে; হরি হরি ব'লে দিন-রাত্র নেচে নেচে বেড়ায়, সেই কাঙ্গালের বন্ধু অনাথনাথ হরিই আমার অনাথ বালক-বালিকাকে বিপদে-আপদে রক্ষা করবেন। তাই বলছিলাম নাথ! ওদের জন্য কোনও ভাবনা চিন্তা নাই।

নল। [স্বগত] আহা! এমন পতিগতপ্রাণার পতিপ্রেম দেখলে বিস্মিত হ'তে হয়। পতির জন্য নিজের গর্ভের সন্তান নিতান্ত শিশুদ্বয়কে পর্য্যন্ত ছেড়ে যেতে একবার ইতস্ততও করলে না। এমন পতিপ্রাণাকে কিছুতেই পরিত্যাগ ক'রে যাওয়া যাবে না দেখছি। তবে নিয়ে যাই, সঙ্গে ক'রেই নিয়ে যাই; অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে। দেখি এই শেষ, না আরও বিধিবিড়ম্বনার বাকী আছে!

পুষ্কর। [জনান্তিকে] দেখছ বন্ধু, দময়ন্তীর পতিভক্তিটা! নিজের ছেলে-মেয়ে ফেলেও পতির সঙ্গে চ'লে যাবার জন্য কেমন ব্যস্ত! তা হ'লে বন্ধু! আশা বুঝি পূর্ণ হয় না।

গুণাকর। [জনান্তিকে] ও কয় দিন? দু'দিন কাঁটাবন ভাঙ্গলেই মজা টের পাবে, তখন ও সব পতিভক্তি চুলোয় যাবে; শেষে পালাই পালাই ব'লে ডাক্ ছাড়বে। তুমি নিশ্চিন্তমনে ব'সে থাক, ও তোমারি হ'য়ে রয়েছে। সে সব ফিকির-ফন্দি পরে শোনাবো এখন। এখন সত্বর সত্বর ওগুলোকে বিদায় ক'রে দাও।

ইন্দ্রসেন। হ্যাঁ বাবা! তুমি আজ কোথায় যাবে? মাকে নিয়ে যেতে চাইছ না কেন বাবা? মা যে তোমার সঙ্গে যাবার জন্য দেখ কত কাঁদ্‌ছে। তবে মাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও না কেন বাবা?

নল। তোমরা তোমার মাকে ছেড়ে মামার বাড়ী গিয়ে থাক্‌তে পার্‌বে তো? কোন কষ্ট হবে না?

ইন্দ্রসেন। কষ্ট যখন হবে, তখন হরিকে ডাক্‌বো; হরিকে ডাক্‌লেই সব কষ্ট সেরে যাবে।

ইন্দ্রসেনা। তোমরা আবার কদ্দিন পরে ফিরে আস্‌বে বাবা?

নল। [স্বগত] এবার কি উত্তর দিই? এক মিথ্যা কথা ভিন্ন তো মনোমত হবে না।

ইন্দ্রসেনা। বল্‌লে না বাবা, কবে ফিরে আস্‌বে?

নল। সে কথা তো আমরা জানি না মা! সে তোমাদের হরিই জানেন। তিনি যখনি ফিরাবেন, তখনি ফির্‌বো।

ইন্দ্রসেনা। তা হ'লে যখন তোমাদের জন্য প্রাণ বড় পুড়্‌বে, তখন হরিকে ডেকে বল্‌বো যে, হরি! আমাদের মা বাবাকে তুমি ফিরিয়ে নিয়ে এস, তা হ'লেই হরি তোমাদিগকে ফিরিয়ে আন্‌বে।

নল। [স্বগত] ধন্য সরল বালিকার সরল প্রাণের দৃঢ় বিশ্বাস। এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস যদি আমাদের থাক্‌তো, তা হ'লে আর কোন চিন্তা, কোন ভাবনাই থাক্‌তো না।

ইন্দ্রসেন। আজ বাবা, তুমিও মা, আমাদের মত সন্ন্যাসী সেজেছ। এবারে দেখ্‌তে কেমন ভাল দেখাচ্ছে। আর ও সাজ ছেড়ো না, যেখানেই যাবে, সেইখানেই ঐ বেশে থেকে হরি হরি ব'লে ডেকো। তা হ'লে আর আমাদের জন্য তোমাদেও কোন কষ্ট হবে না।

নল। দময়ন্তী! যদি একান্তই ছাড়্‌বে না, তবে চল, আমি সঙ্গে নিতে স্বীকার কর্‌লাম। কিন্তু এখনও বেশ মন স্থির ক'রে বুঝে দেখ, বনবাসের ক্লেশ তোমার পক্ষে অসহ্য হবে। তাই বলি, এখনও সময় আছে, বেশ ক'রে ভেবে দেখ।

দময়ন্তী। বেশ ক'রেই ভেবে দেখেছি নাথ! সেজন্য কোন চিন্তা নাই।

পুষ্কর। মহারাজ!

নল। আর মহারাজ সম্বোধন ক'রে বিদ্রূপ কর্‌ছো কেন ভাই? যে সাজে আজ সাজিয়েছ, এখন সেই সম্বোধনই কর।

পুষ্কর। আচ্ছা, তাই হবে। বলি এই ভাবেই কি পুরাতন সুখ-দুঃখের কাহিনী নিয়েই সময় কাটাতে হবে না কি?

নল। পুষ্কর! এতদিন যার স্নেহময় বক্ষে স্থান পেয়ে জীবনের পথে এতদূর অগ্রসর হয়েছ, পুষ্কর বল্‌তে যে নলের হৃদয়-সমুদ্র ভ্রাতৃস্নেহের অনন্ত উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসিত হ'য়ে উঠেছে, প্রাণের অধিক প্রাণাধিক ব'লে যে নল তোমার কৃত্রিম ভক্তিদর্শনে এতদিন অন্ধ হ'য়ে আত্মীয় সুহৃদের সত্য বাক্য উপেক্ষা ক'রে তোমার হৃদয়-নিহিত তীব্র হলাহলরাশি একদিনের জন্যও জানতে চেষ্টা করে নাই, আজ তুমি তোমার সেই স্নেহময় দাদাকে ছলে দ্যূতে পরাস্ত ক'রে পথের ভিখারী সাজালে, তাতেও তৃপ্তিলাভ কর্‌তে না পেরে অবশেষে তোমার জননী-সদৃশা জ্যেষ্ঠ জায়ার প্রতি পাপবাক্য প্রয়োগ কর্‌তে দ্বিধাবোধ কর্‌লে না? তারপর যে

ভাবেই হোক্, এখন এ তোমারই অধিকৃত রাজ্য ; সেই রাজ্যে তোমারই সহোদর আমি মাত্র ক্ষণেকের জন্য আজ দাঁড়িয়ে রয়েছি, তাও তোমার প্রাণে সহ্য হ'লো না ? এই কি অগাধ ভালবাসার শেষ প্রতিদান ? একই পিতৃশোণিত দুই ভাইয়ের ধমনীতে ধমনীতে এখনও সঞ্চারিত হ'চ্ছে। কি আশ্চর্য্য! সেই সহোদর সহোদরের প্রতি এতদূর নিষ্ঠুর ব্যবহার কর্‌তে পারে ? সংসার হ'তে কি সরলতা ভ্রাতৃস্নেহ ভ্রাতৃবৎসলতা উঠে গেল ? এরূপ প্রাণ কতদিন হ'তে গঠিত ক'রে রেখেছিলে ভাই ? কার কুমন্ত্রণায়, কার পাপ-প্ররোচনায় আজ এমনভাবে পরিবর্ত্তিত হয়েছ ভাই ? কোন্ যাদুকর, কোন্ কুহকী তোমার সরল প্রাণে এরূপ গরল ঢেলে দিয়েছে ভাই ? নিশ্চয়ই তুমি কোন ধূর্ত্তের কুটীল-চক্রে পতিত হ'য়ে এরূপ কুটীল হ'য়ে পড়েছ! নিশ্চয়ই সেই ধূর্ত্ত তার নিজের কোন গূঢ় অভিসন্ধি পূর্ণ কর্‌বার জন্য সরলপ্রাণ তোমাকে এই পাপ-পথে চালিত করেছে। তুমি নিশ্চয়ই দেখো, একদিন তোমাকে এইরূপ আমারি মত অনুতাপ ভোগ কর্‌তে হবে। যাক্—আর কিছু বল্‌তে চাই না ; আশীর্ব্বাদ করি, তুমি পরম সুখে রাজ্যভোগ কর। কিন্তু দেখো, যেন আমার এমন সোণার রাজ্যকে ছারখার ক'রো না। চল দময়ন্তী, চল ; আর বিলম্ব ক'রো না।

মন্ত্রী। মহারাজ! অদৃষ্টে কখনো আর ও চরণদর্শন ঘট্‌বে কি না, ভগবান জানেন। কিন্তু আমি এখন কোন্ পথ আশ্রয় কর্‌বো ? এ পাপ রাজ্যে মুহূর্ত্তকালও থাক্‌বার আর ইচ্ছা নাই।

নল। মন্ত্রী! তোমাদের ঋণ কখনো জীবনে পরিশোধ কর্‌তে পার্‌লাম না ; এই বড় দুঃখ র'য়ে গেল। কি কর্‌বো, সকলি বিধি-বিড়ম্বনা ; নতুবা এমন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হবে কেন ? সেনাপতি রণজিৎ অসহ্য অব্যক্ত যন্ত্রণা সহ্য কর্‌তে না পেরে উন্মত্তের ন্যায় কোথায় চ'লে গেল ; চিরবিদায়ের সময় একবার দেখা হ'লো না। তুমি এখন

উপস্থিত ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনাকে নিয়ে বিদর্ভ-নগরে যাও। পরে ইচ্ছা হয়, সেইখানেই থেকে বালক-বালিকাকে লালনপালন ক'রো। আর না হয়, যাতে শান্তি পাও সেই পথের অনুসরণ ক'রো। তোমাকে আর কি উপদেশ দেবো মন্ত্রী! তবে শেষ প্রার্থনা, যাতে এই মহাপাপীর স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেল্‌তে পার, তার চেষ্টা ক'রো।

দময়ন্তী। দুঃখিনী মায়ের কথাও সেই সঙ্গে সঙ্গে ভুলে যেও বাবা! তোমাদের মাতৃ-সম্বোধন তোমাদের মাতৃ-ভক্তি জীবনে কখনো ভুল্‌তে পারবো না। এখন আমার এই দুধের বালক-বালিকা দুটীকে তোমার হাতে হাতে সঁপে দিয়ে গেলাম, দেখো যেন অনাথ বালক-বালিকা আমার কোনও বিপদে না পড়ে। বাবা ইন্দ্রসেন! মা ইন্দ্রসেনা! একবার মা ব'লে ডাক্, শুনে শুভযাত্রা করি। [অশ্রুমোচন]

উভয়ে। মা! মা! কেন মা, আজ তুই কাঁদ্‌ছিস্? বাবার সঙ্গে যাচ্ছিস্, তাতে দুঃখ কি মা?

দময়ন্তী। না, আর আমার কোনও দুঃখ নাই। তোমরা যেন আমাদের জন্য কখনও কেঁদো না, কান্না পেলে একমনে সেই হরিকে কেবল ডেকো; আর কোন কষ্ট থাক্‌বে না। এখন এস, একবার দুই ভাই-বোনে কাছে এসে দাঁড়াও। [কোলে করিয়া করযোড়ে] হরি! মধুসূদন! কাঙ্গালের বন্ধু! তোমার গচ্ছিত ধন দুটীকে যাবার সময়ে তোমাকেই আবার দিয়ে গেলাম, তোমার ধন তুমিই রক্ষা ক'রো; মা মা ব'লে কাঁদলে তুমিই এসে কোলে তুলে নিয়ে সান্ত্বনা ক'রো। বিপদে পড়্‌লে বিপদবারণ! তুমিই বাছাদের সেই বিপদ হ'তে ত্রাণ ক'রো। যাও—এখন তোমরা তোমার মন্ত্রী দাদার সঙ্গে মামার বাড়ীতে যাও। সেখানে তোমার দিদিমা আছেন, তাঁকে তোমরা ভক্তি ক'রো, তাঁর অবাধ্য হ'য়ো না,—আর কেবল দিবারাত্র হরি হরি ব'লে ডেকো।

উভয়ে। বাবা! আমরা তোমাকে প্রণাম করি, আশীর্ব্বাদ কর। [প্রণাম]

নল। [স্বগত] কি ব'লে আশীর্ব্বাদ কর্‌বো, ভেবে পাচ্ছিনে। পিতা হ'য়ে আজ নিজেই নিজের সন্তানকে অপার দুঃখের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে গেলাম। যখন এই বালক-বালিকা বড় হ'য়ে হতভাগ্য পিতার গুণ-কাহিনী শ্রবণ কর্‌বে, তখনি বুঝ্‌তে পার্‌বে যে এ পিতা কেমন রাক্ষস পিতা! [প্রকাশ্যে] যাও বাবা ইন্দ্রসেন, যাও মা লক্ষ্মী, মন্ত্রীর সঙ্গে মামার বাড়ী চ'লে যাও। চল দময়ন্তী! মায়ার ডুরী ছিঁড়ে ফেলে বুককে পাথর দিয়ে বেঁধে চোখের জলকে শুখিয়ে ফেলে চল যাই, দুই পাষাণ-পাষাণী আমরা জন্মের মত বিদায় হই। মাতঃ জন্মভূমি! তোর কোলে ব'সে তোর প্রতি অনেক অত্যাচার অনেক উৎপীড়ন করেছি মা! আজ আবার তোকে কাঙ্গালিনী ক'রে তোর কুসন্তান নল আজ চিরজন্মের মত বিদায় নিচ্ছে। বিদায় দে মা!

[পশ্চাৎদৃষ্টি করিতে করিতে অশ্রুপূর্ণনেত্রে নল ও দময়ন্তীর ধীরে ধীরে প্রস্থান, তৎপরে মন্ত্রীসহ ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনার প্রস্থান।]

পুষ্কর। গেল, সবগুলিই বিদায় হ'য়ে গেল। এখন আমাদের আর কি কাজ আছে বন্ধু?

গুণাকর। কাজ আছে বৈ কি! এখনি সে সব কাজের ব্যবস্থা কর্‌তে হবে। এখন প্রথম কার্য্য হ'চ্ছে, এই বালক-বালিকাকে কৌশলে মন্ত্রীর নিকট হ'তে ছাড়িয়ে আন্‌তে হবে, যাতে ওরা বিদর্ভনগরে যেতে না পারে।

পুষ্কর। কেন বন্ধু? তাতে আমাদের ক্ষতি কি আছে?

গুণাকর। যথেষ্ট ক্ষতি আছে। কারণ, ঐ বালক-বালিকার মুখে

নল-দময়ন্তীর দুরবস্থার কথা শ্রবণ ক'রে বিদর্ভরাজ হয় তো আমাদের বিদ্রোহী হ'য়ে উঠ্‌তে পারে। আরও কথা হ'চ্ছে, ঐ শিশুদ্বয়কে এনে প্রথমতঃ কারাগারে গুপ্তভাবে রাখ্‌তে হবে এবং এই সংবাদ আমাদিগকে কানন মধ্যে গিয়ে দময়ন্তীকে জানাতে হবে, তা হ'লে দময়ন্তী পুত্র-কন্যার কারাবাসের কথা শুনে তখন নিশ্চয়ই আকুল হ'য়ে উঠ্‌বে। তখন আমরা তাকে বল্‌বো, হয় আমাদের সঙ্গে রাজ্যে চ'লে এসে যেমন রাণী ছিলে তেমনি রাণী হ'য়ে থাক, নতুবা তোমার পুত্র-কন্যাকে মশানে ঘাতকের দ্বারা বধ ক'রে ফেল্‌বো। এ কথা শুন্‌লে মায়ের প্রাণ, সন্তানের প্রাণ বাঁচাবার জন্য আমাদের কথায় রাজী হওয়া অসম্ভব নয়।

পুষ্কর। তাতেও যদি না আসে ?

গুণাকর। তা হ'লে ঐ শিশুদ্বয়কে অন্যের অগোচরে বিষ প্রদানেই হোক্ বা অন্য কোন উপায়েই হোক্, হত্যা ক'রে ফেল্‌তে হবে। নতুবা শত্রুর শেষ থাকৃতে রাজ্য নিষ্কণ্টক করা যাবে না। প্রজাগণ সকলেই নলের বাধ্য ছিল, তারা এখনও অনেক দিন পর্য্যন্ত নলকে ভুলে যেতে পার্‌বে না; এবং যদি শুন্‌তে পায়, তার পুত্র কন্যা জীবিত আছে, তা হ'লে ভবিষ্যতে কোনও গোলযোগ বাধাতেও পারে। বিশেষতঃ সেনাপতি যদি প্রকৃতিস্থ হ'য়ে ওঠে, তা হ'লে সে নিশ্চয়ই প্রজাগণকে উত্তেজিত ক'রে রাজ্যে বিদ্রোহানল জ্বালিয়ে বস্‌বে। বন্ধু! এখন কিছু দিন পর্য্যন্ত অনেক রকম ফিকির-ফন্দি খাটিয়ে থাকৃতে হবে। এখন এ রাজ্য অরাজক, উচ্ছৃঙ্খল; এই উচ্ছৃঙ্খলা শৃঙ্খলা কর্‌তে এখন আমাদের ঢের ঝঞ্ঝাট ভোগ কর্‌তে হবে।

পুষ্কর। তুমি সহায় থাকৃতে আর আমি কোন চিন্তা করি না বন্ধু!

গুণাকর। আর এখন তোমার সিংহাসন আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে

নূতন নূতন মন্ত্রী সেনাপতি প্রভৃতি রাজ-কর্ম্মচারীগণকে নিযুক্ত কর্‌তে হবে। সে সব কর্ম্মচারী আমার দেশ থেকে আমি এনে দেবো; তারা থাক্‌লে আর কোনও চিন্তা কর্‌তে হবে না।

পুষ্কর। আর এই মন্ত্রীর সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা কর্‌তে চাও? ওটাও তো আমাদের শত্রু!

গুণাকর। হাঁ—মন্ত্রীর সম্বন্ধে ব্যবস্থা কর্‌তে হবে। সে যা হয়, পরে হ'লেও ক্ষতি হবে না। কারণ এখন কিছু দিন মন্ত্রী বালক-বালিকার জন্য ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে বেড়াবে। চল—এখন আর দেরী কর্‌লে চল্‌বে না। অধিক দূর যেতে না যেতে বালক-বালিকাকে হরণ ক'রে আন্‌তে হবে। চল—চল।

[উভয়ের ব্যস্তভাবে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অন্তঃপুর-কক্ষ।

হাস্যমুখে দর্পণে মুখ দেখিতে দেখিতে মনোরমার প্রবেশ।

মনোরমা। [স্বগত] রাজরাণী হবে ব'লেই এমন রাণীর মত চেহারা ক'রে বিধাতা আমাকে গড়েছিলেন। দময়ন্তীও রাণী ছিল, আবার আমিও রাণী হ'তে যাচ্ছি। আকাশ আর পাতাল! চাঁদে আর জোনাকিতে, পারিজাতে আর সিমুলে, বামুন আর শূদ্রে, অনেক তফাৎ গো অনেক তফাৎ। এই চক্ষু, যেন তুলি দিয়ে এঁকে রেখে দিয়েছে। এই

কটাক্ষ, যেন অব্যর্থ সন্ধান! এই নাসিকা একবারে শুকপক্ষী হার মেনে বসেছে। এই অধরোষ্ঠ, বিম্বফল কোথায় লাগে! এই হাসি, বিদ্যুৎকে জয় ক'রে রেখেছে। এই গণ্ডদ্বয়, যেন দুপাশে দুটী রক্ত পদ্ম ফুটে রয়েছে। এই পীন-বক্ষ, যেন মদন ঠাকুরের খেলার ঘর। কটী দেখে সিংহী লজ্জায় বনে পালিয়ে গেছে, জঘনের গঠন দেখলে রাম রম্ভার কথা লোকে ভুলে যায়। তারপরে আবার এই গুরু নিতম্ব, করিকুম্ভ যেন হতভম্ব হ'য়ে গেছে। তার উপর আবার মুক্তবেণী এসে এলিয়ে পড়েছে, মেঘ ভেবে ময়ূরগুলো কখনো কখনো নেচে ওঠে। এক সঙ্গে এত রূপ কার ভাগ্যে এমন জুটে থাকে বল! তবে মনের মত রূপ পেয়েছিলাম বটে, কিন্তু সে রূপ দেখাবার মনের মত মানুষ পেলাম না; সেই দুঃখেই ম'রে আছি। রাণী হ'তে যাচ্ছি বটে, কিন্তু প্রাণে সেরূপ স্ফূর্ত্তি আস্‌ছে না। তেমনি রাজা হবে, তা হ'লে তার বামে বস্‌লে প্রাণ ঠাণ্ডা হবে। তা না আছে সেরূপ রূপ, না আছে সেরূপ গুণ। বড় ভাইও যেমন বোকা, ছোটও তেমনি বোকা; বোকা নইলে কি পরের কথায় বড় ভাইকে কখনও তাড়িয়ে দিত? যাক্—সেটা ভালই হয়েছে, নইলে আজ এমন রাণী হ'তে যাচ্ছি কিরূপে? কিন্তু—কিন্তু গুণাকর, পুরুষ বল্‌তে হয় তো তাকে। অমন এক সঙ্গে রূপ, গুণ, বুদ্ধি, কৌশল আর কোথাও দেখা যায় না। তারই বুদ্ধির জোরেই তো আজ আমরা সিংহাসনে বস্‌তে যাচ্ছি! আহা কি বুদ্ধি-কৌশল, কি ফিকির-ফন্দি, এক তুড়িতে রাজ্যটা আমাদের ক'রে দিলে। হায়! যদি আজ—যদি আজ ভগবান আর একটু মুখ তুলে চাইতেন, বিধাতা যদি আর একটু জোরে কলমটা চালিয়ে দিতেন, তা হ'লে—ত হ'লে আজ গুণাকরকে রাজা ক'রে তার বামে—যাক্ সে কথা, এখন কিছু দিন মনে মনেই থাক্। ঐ যে, সুলো আস্‌ছে।

হাসিতে হাসিতে সুলোচনার প্রবেশ।

সুলোচনা।—

গীত।

বড় হাসি-হাসি মুখখানি আজ দেখ্‌ছি লো তোর দিদিমণি।
তোর মেঘঢাকা চাঁদ উঠলো ফুটে এদ্দিনে লো চাঁদবদনী॥
সব আপদ বালাই কেটেছে লো তোর,
এখন ঠাণ্ডাপ্রাণে রাখ্‌ না এনে ধ'রে মনোচোর,
হ'য়ে প্রেমেতে বিভোর, কর সুখের নিশা ভোর,
এখন প্রাণের পাখী পড়্‌বে ধরা ভাবনা কি আর বল্‌ ধনি?
হৃদ্‌পিঞ্জরে পুরে রেখে তায়,
প্রেম-শিকলে বেঁধে রাখিস্‌ যাতে উড়ে না পালায়,
দিবি মুচ্‌কি হাসির ছাতু ছোলা, পড়্‌বে পাখী ব'সে দুবেলা,
পেলে ভালবাসা, থাক্‌বে পোষা তোর প্রাণের পাখী রতনমণি॥

মনোরমা। পাখী যদি ধরা দেয়, তবে তো?

সুলোচনা। পাখীর মরণ তা হ'লে, যদি এমন রতনের কাছে এসে ধরা

মনোরমা। বেশ ক'রে এক দিন তা হ'লে ফাঁদ পাত্‌তে হবে কিন্তু!

সুলোচনা। পাতা ফাঁদের আর নূতন ক'রে পাত্‌তে হবে কি?

মনোরমা। মাইরি সুলো! তোর কাছে তো আর আমার গোপন কিছুই নাই; সেই সে দিন, যে দিন তোতে আমাতে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থেকে তাকে নিমেষের তরে একবার দেখেছিলাম, সেই সেদিন থেকেই আমার কপাল পুড়েছে সুলো! [লজ্জায় মুখ অবনত করা]

সুলোচনা। কপাল পুড়েছে, ও কি কথা দিদিমণি? অমন কথা কি বল্‌তে আছে?

মনোরমা। লোকে জান্‌লে কি বল্‌বে বল তো?

সুলোচনা। যা ইচ্ছে তাই বলুক্‌গে; তা তুমি শুন্‌তে যাবে কেন? আর তুমি এখন রাণী হ'য়ে বস্‌বে, তোমার যা খুসী তাই কর্‌বে। যদি কারো মুখে কিছু শুন্‌তে পাই, তখন সুলো আছে—তার মুখ নুড়ো জ্বেলে পুড়িয়ে দেবে না! হ্যাঁ—লোকের আবার কথা; লোকের কথা শুনে আমি আমার সাধের যৌবনটুকু কর্পূরের মত উবিয়ে ফেল্‌ছি আর কি! তোমার মত এমন পদ্মফুল যদি ভোমরা-বঁধুকে মধুই পান না করালে, তা হ'লে সে পদ্মের ফুটে ব'সে সরোবর আলো কর্‌বার দরকার কি বল না? এ তো আর বড়'রাণী নয় যে বনেই ফুট্‌লো, আবার বনেই ঝর্‌লো! তোমার চোক্ ঝল্‌সান রূপ আছে, ঢল-ঢল যৌবন আছে, প্রাণে সখ আছে, তুমি কেন শুকিয়ে শুকিয়ে মর্‌তে যাবে?

মনোরমা। দুঃখের কথা কি বল্‌বো সুলো! সুখ কারে বলে, তা এক দিনের জন্যও জান্‌তে পেলাম না। কেবল হাস্‌তে হয় হাসি, খেতে হয় খাই, পর্‌তে হয় তাই পরি। আমার মত পোড়াকপালী আর কে আছে! [চক্ষে অঞ্চল দান]

সুলোচনা। [চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিবার সুরে] কেউ না দিদিমণি, কেউ না। কেঁদো না গো কেঁদো না; তোমার কান্না আমি দেখ্‌তে পারি না গো, দেখ্‌তে পারি না।

মনোরমা। তোর হাত ধ'রে বল্‌ছি সুলো! তুই আমাকে রক্ষে কর্—তুই আমার একটা কিনারা ক'রে দে। নইলে তুই আর তোর দিদিমণিকে এখানে দেখ্‌তে পাবি নে। [রোদন]

সুলোচনা। [পূর্ব্ববৎ] আহা-হা! পাষাণ ফেটে গেল গো, পাষাণ ফেটে গেল। দিদিমণি! তা হ'লে তুমি কোথায় চ'ল্লে?

মনোরমা। আর এ পোড়া প্রাণ আমি রাখ্‌বো না।

সুলোচনা। বিষ খেও না গো, বিষ খেও না। সে তোমার নরম নাড়ীতে হজম হবে না গো হজম হবে না; পেট ফুলে শেষটা ম'রে বস্‌বে।

মনোরমা। মরণই তো এখন আমার সুখ।

সুলোচনা। অমন কথা ব'লো না দিদিমণি! ম'লে তোমার অমন চাঁদপারা মুখ, পটোলচেরা চোখ, টুক্‌টুকে ঠোঁট, মেঘের মত চুল, সব পুড়িয়ে ছাই ক'রে ফেল্‌বে যে! সে তোমার ননীর শরীরে সইবে না গো সইবে না।

মনোরমা। তবে আমার উপায় কর্, আমাকে বাঁচা।

সুলোচনা—

গীত।

ওলো ধনি ভাব্‌না কি লো তার?
অমন ক'রে কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিও না আর॥
মনচোরারে আন্‌বো ধ'রে, রাখ্‌বি ঘরে আটক ক'রে,
চাবি এঁটে দেবো দোরে, দেখ্‌বো কেমন ক'রে হয় সে বার।
নজরবন্দী ক'রে চোরে, বিঁধে শেষে নয়না-শরে,
প্রেমের ফাঁসি পরিয়ে গলে শাস্তি দিবি তার॥

[মনোরমার গলা ধরিয়া প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বন-প্রান্তর।

মন্ত্রীসহ ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনার প্রবেশ।

ইন্দ্রসেন। আর কতদূরে মামার বাড়ী মন্ত্রী দাদা ?

মন্ত্রী। এখনও অনেক দূরে আছে। বড় কি কষ্ট হ'চ্ছে ?

ইন্দ্রসেন। এমন ক'রে তো কখনো চলিনি, তাই পায়ে বড় ব্যথা লাগ্‌ছে। একবার মায়ের সঙ্গে মামার বাড়ীতে গিয়েছিলাম—সে রথে চ'ড়ে গিয়েছিলাম।

মন্ত্রী। [স্বগত] হা ভগবান ! তোমার যে কি বিচার, তা বুঝা কঠিন। যারা নিয়ত দাস-দাসীর কোলে উঠে ভিন্ন এক পাও কোথাও চলেনি, তাদের কি না আজ এই কঙ্করময় পথে শুধু পায়ে চল্‌তে হ'চ্ছে। প্রখর সূর্য্যকিরণে প্রস্তর উত্তপ্ত, কোমল পদ হয় তো দগ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে। মুখের দিকে চাইলে চোখ ফেটে জল পড়ে। কেন বিধি ! এমন সুখের হাট দেখ্‌তে না দেখ্‌তে ভেঙ্গে দিলে ? জানি না তোমার লিখন কত বৈচিত্র্যময় ! রাজার করে ভিক্ষাপাত্র, মহারাণীর ভিখারিণী-বেশ, দুগ্ধপোষ্য রাজকুমার রাজকুমারীর এই দুর্গম পথপর্য্যটন, এ সকলি তোমার লীলার অঙ্গ। এমন লীলা ক'রেও তুমি আনন্দ পাও ? এমন দুঃখময় শোচনীয় অভিনয় দেখিয়েও তোমার দয়াময় নামের মাহাত্ম্য প্রকাশ কর ? তোমার উদ্দেশ্য তোমার খেলা তুমিই জান।

ইন্দ্রসেনা। মন্ত্রী দাদা ! এখানে এই গাছতলাটার ছায়ায় একটু-খানিক ব'সে জিরিয়ে নি ; আর চ'লে যেতে পার্‌ছিনে যে ! [উপবেশন]

ইন্দ্রসেন। আমিও বসি। [উপবেশন]

মন্ত্রী। আচ্ছা—একটু ব'সে জিরিয়ে নাও, তারপর আবার চল্‌বে এখন।

ইন্দ্রসেনা। মন্ত্রী দাদা! আমার বড় পিপাসা পেয়েছে; একটু জল এনে দিতে পার?

ইন্দ্রসেন। আমারও পেয়েছে মন্ত্রী দাদা! কিন্তু এতক্ষণ তোমায় না ব'লে সহ্য ক'রে আছি; আর যেন পারছিনে।

মন্ত্রী। [স্বগত] কোথায় এখন জল পাই! না পেলে তো দুধের বালক এদের প্রাণরক্ষা কর্‌তে পার্‌বো না। হা নির্দ্দয় নিষ্ঠুর পুষ্কর! একবার এসে দেখে যা, তোরই পাপ অত্যাচারের ফলে আজ তোরই ভ্রাতৃ-সন্তান এক বিন্দু জলের অভাবে পিপাসায় কি কষ্টভোগ কর্‌ছে? এখন কি করি, এদের এখানে এই অবস্থায় রেখে কোথায়ই বা জলের অনুসন্ধান করি? যদি আমার অনুপস্থিতিকালে কোনও হিংস্র জন্তু এসে উপস্থিত হয়, তা হ'লে তো আরও বিপদ! হায়, তবে কেমন ক'রে এদের পিপাসার নিবৃত্তি করাই? ভগবান! আজ আমাকে কি কঠিন সমস্যার মধ্যে ফেল্লে?

ইন্দ্রসেনা। কৈ মন্ত্রীদাদা! জল আন্‌তে গেলে না? আমার বুকটা একেবারে শুকিয়ে গেছে—কথা কইতে পাচ্ছিনে;—এইখানে দাদার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ি; তুমি শীগ্‌গির ক'রে জল নিয়ে এস।

মন্ত্রী। তোমাদের এইভাবে রেখে জলের সন্ধানেই বা যাই কি ক'রে, তাই ভাব্‌ছিলাম।

ইন্দ্রসেন। তুমি যাও; আমরা দু' ভাই বোনে এখানেই বসি, আমাদের কোন ভয় কর্‌বে না।

মন্ত্রী। [স্বগত] তাই ভিন্ন আর কোন উপায় দেখ্‌ছি না। [প্রকাশ্যে] দেখো যেন, আমার যদি বিলম্ব হয়, তা হ'লে ব্যস্ত হ'য়ে

এখান থেকে কোথাও যেও না ; যদি কাছে কোনও স্থানে জল না পাই, তা হ'লে হয় তো দূরেও যেতে হবে।

ইন্দ্রসেন। না—আমরা কোথাও যাবো না। যাবার আর সাধ্যি নাই, পায়ে মস্ত মস্ত ফোস্কা পড়েছে।

মন্ত্রী। আচ্ছা—তবে আমি জল আন্‌তে চল্‌লাম। [যাইতে যাইতে] হরি! মধুসূদন! অনাথের নাথ! তোমারি ভরসায় অনাথ বালক-বালিকাকে রেখে জল আন্‌তে চল্‌লাম ; যদি কোনও বিপদ উপস্থিত হয়, তা হ'লে তুমিই রক্ষা ক'রো। [প্রস্থান।

ইন্দ্রসেন। ইন্দ্রসেনা! ঘুমাচ্ছ বোন্?

ইন্দ্রসেনা। না দাদা! এমনি চোখ্ বুজে রয়েছি। চোখ মেলে থাক্‌তে ভয় করে,—চার্‌দিকে বন।

ইন্দ্রসেন। ভয় কি! হরিকে মনে মনে ডাক ; হরি আমাদের রক্ষা কর্‌বেন।

ইন্দ্রসেনা। ও কিসের শব্দ শোনা যাচ্ছে? আমাকে জড়িয়ে ধ'রে থাক ; আমার বড় ভয় কর্‌ছে।

ইন্দ্রসেন। [জড়াইয়া ধরিয়া] ভয় কি! ও কিছুই না। তুমি চুপ ক'রে চোক বুজে শুয়ে থাক ; আমি ততক্ষণ হরিকে ডাকি। [করযোড়ে]

গীত।

কোথা আছ হরি একবার দেখা দাও এ বিজনে।
আমরা ভয়ে মরি কেউ নাই হে আর মোদের সনে।

সহসা পুষ্কর ও গুণাকরের প্রবেশ।

গুণাকর। শীঘ্র—শীঘ্র এই সময়।

ইন্দ্রসেন। কে? কাকা? কাকা এসেছ—কাকা এসেছ?

পুষ্কর। চুপ্—নইলে এখনি মেরে ফেল্‌বো।

ইন্দ্রসেনা। [সভয়ে উঠিয়া] দাদা! দাদা!

পুষ্কর ও গুণাকর। [উভয়ের মুখ বস্ত্র দ্বারা বন্ধন করিল]

গুণাকর। চল—চল, ছুটে চল্, মন্ত্রী এখনি আস্‌বে।

[উভয়কে উত্তোলন করিয়া উভয়ের প্রস্থান।

পত্র-নির্ম্মিত পাত্রে জল লইয়া শশব্যস্তে মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। [প্রবেশপথ হইতে] এসেছি, জল নিয়ে এসেছি; আর ভয় নাই! [অগ্রসর হইয়া] এঁ্যা—একি? দেখছিনে যে! পথ ভুলে অন্য স্থানে এলাম না কি? না—না, ঐ যে সেই বৃক্ষ! তবে কি হ'লো? কি সর্ব্বনাশ ঘট্‌লো? দেখি—দেখি, চারিদিকে খুঁজে দেখি! [চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ] কৈ—কোনও দিকেই তো নাই! একবার ডেকে দেখি! রাজকুমার! রাজকুমার! তোমরা কোথায় গেলে? না—কোনও সাড়া দিলে না। তবে কি কোন হিংস্র জন্তু এসে সর্ব্বনাশ ঘটিয়ে গেল? এখন কি করি, কি উপায় করি, কোন্ দিকে যাই, কোন্ দিকে গেলে তাদের সন্ধান পাই? হায়! হায়! যে আশঙ্কা করেছিলাম, তাই হ'লো রে! যদি কেউ এই বনের মধ্যে থাক, তা হ'লে দেখে থাক তো আমাকে একবার ব'লে দাও, বালক-বালিকা দু'টী কোথায় গেল? এ বিজন বনে কেউ নাই! কে উত্তর দেবে? নিশ্চয়ই কোন হিংস্র জন্তু এসে তাদের গ্রাস ক'রে ফেলেছে। আর পাবার উপায় নাই। হায়! আজ তবে কি সর্ব্বনাশ ক'রে বস্‌লাম! মহারাজ মহারাণীর হৃদয়-রত্নদুটীকে আজ এই বিজন বিপিনে এসে শেষে জন্মের মত হারিয়ে গেলাম। কি কর্‌লে ভগবান! আমাকেই শেষে এই নিমিত্তের ভাগী কর্‌লে? বনে যাবার সময়ে যে রাণী-মা তার নয়নতারাদুটীকে আমার হাতে সঁপে দিয়ে গেলেন;

আমি সেই কর্ত্তব্য পালন ক'রে তাঁরই সর্ব্বনাশ কর্‌লাম। এ দুঃখ, এ কষ্ট যে ম'লেও যাবার নয়। আজ নিষধ-বংশের ভবিষ্যৎ চিহ্ন আমি এই বনের মধ্যেই নিঃশেষ ক'রে গেলাম। কোথায় বজ্র! ভেঙ্গে পড়— ভেঙ্গে পড়; আমি মাথা পেতে দিচ্ছি। পৃথিবী! দুই ভাগ হও, আমি তোমার গর্ভে প্রবেশ ক'রে এই কলঙ্কিত মুখ লুকিয়ে রাখি। হায়— হায়! আজ কি সর্ব্বনাশ হ'লো রে!

[বেগে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

নিষধ-রাজ্য।

ছাত্র বাদলকে সঙ্গে করিয়া বিদুষক ধনুর্দ্ধরের প্রবেশ।

ধনুর্দ্ধর। আমরা এসে প'ড়েছি গো! ব্রাহ্মণেভ্যোঃ নমঃ। ঠিক জমার মাঝখানটায় এসে পড়েছি; আর মশায়দের ভাব্‌তে হবে না। একবারে সশিষ্যে হাজির; বাজী শেষ না ক'রে আমরা এখন যাচ্ছি নে, এখন ঢের দিন এ রাজ্যে বাস কর্‌তে হবে। তা হ'লে মহাশয়দের সঙ্গে একবার আমার পরিচয়টা হওয়া দরকার। আমার নামটী হ'চ্ছে শ্রীল শ্রীযুক্ত ধনুর্দ্ধর শর্ম্মা! তা নামটীও যেমন শুন্‌লেন ধনুর্দ্ধর, কাজেও তেমনি ধনুর্দ্ধর। সম্প্রতি বাপের বাস্তুভিটায় দিব্বি সুন্দর একটী পুকুর কেটে সেই পুকুরে স্নান ক'রে তবে ধনুর্দ্ধর বাড়ী থেকে বেরিয়েছেন। বাড়ীটে ঠিক আমার কলিঠাকুরের বাড়ীর ঈশাণ কোণে। জাতিতে—সাদা ধপ্‌ধপে ইস্ত্রি করা পৈতা গলায়, বুঝ্‌তে পাচ্ছেন? পেষা আমার

"আজ্ঞা হাঁ" করা অর্থাৎ বিদূষকগিরী, হাল ভাষাতে যাকে মোসাহেবী বলে, তাই। উপস্থিত নিষধ-রাজ্যে আগমনের কারণ, এই পুষ্কর মহারাজের কাছে মোসাহেবী কার্য্য করতে। কলিঠাকুরই সংবাদ ক'রে চাকুরী দেবেন ব'লেই এখানে আ নিয়েছেন। তাঁর এখানে মস্ত পশার, মহারাজের একবারে অভিন্নহৃদয়বরেষু! মহাশয়রা বোধ হয় সকলেই তাঁকে চেনেন্। যিনি এখন গুণাকর নামে এখানে পরিচিত, যিনি এসেই একেবারে রাজ্যে যুগান্তর ক'রে তুলেছেন, পুরাতনের উপর তিনি বড়ই চটা; তাই এখানে এসে, পুরাতন রাজা সেনাপতি মন্ত্রী প্রভৃতি একবারে ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্তই শেকড় সমেত তুলে সাফ ক'রে ফেলেছেন, এখন আবার নূতন রাজা বসিয়ে নূতন বন্দোবস্ত ক'রে রাজ্য জাঁকিয়ে তুল্‌ছেন। তাই আমিও সেই নূতনের দল পূরণ করতে তল্পী তাল্‌পা বেঁধে, ছাত্রটীকে সঙ্গে ক'রে এখানে এসে পোঁছেছি। ছাত্রটীর নাম হ'চ্ছে বাদলচন্দ্র; ঝড়-বাদলের দিন জন্মেছিল ব'লেই মা-বাপ আদর ক'রে বাদল নাম রেখে দিয়েছে। ছেলেটী বেশ সুলক্ষণাক্রান্ত, জন্মাবার পরেই বৎসর কাবার হ'তে না হ'তেই মা বাপের স্বর্গযাত্রার পথ পরিষ্কার ক'রে দিয়েছিল, একবারে "একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি" একাই এখন সংসার আলো ক'রে ব'সে আছে। তা ভাগ্য ভালই বল্‌তে হবে বই কি! আর আমার কাছেই এখন বিদূষকগিরির পাঠ অভ্যাস করা হ'চ্ছে। তা মাথা বেশ পরিষ্কার, কোন ঘোরপ্যাঁচ নাই—একবারে সাদা! এই দেখুন পরীক্ষা। বৎস বাদল!

বাদল। আজ্ঞা হাঁ! কি বল্‌ছেন বৎস গুরুজী?

ধনুর্দ্ধর। দৌড় বুঝ্‌তে পেরেছেন? এক উত্তরেই পরিচয় প্রদান সারা। আচ্ছা বল তো বাবা! রাজসভাতে গিয়ে রাজাকে কি ব'লে আশীর্ব্বাদ করবে? যা শিখিয়ে রেখেছি, মনে আছে তো?

বাদল। খুব! বল্‌বো যে, বৎস রাজন! তোমার কুটীরে অচলা কমলা চঞ্চলা হ'য়ে থাকুন, ধনে-ধান্যে ভাণ্ডার তোমার শূন্য হ'য়ে থাক্।

ধনুর্দ্ধর। ঐ শুন্‌লেন? ক্রমশঃ অনেক শুন্‌তে পাবেন। আচ্ছা বাপধন! বল দেখি, রাজা যদি তোমার কাছে কোন হাসির গল্প শুন্‌তে চান্, তা হ'লে কি গল্প ক'রে শোনাবে?

বাদল। কেন সেই যে গো—সেই গল্পটা গো! আহা মনে আস্‌ছে না। যার ছেলেকে সাপে কেটে ফেল্লে, তার মা তাকে পোড়াতে কাশীর শ্মশান ঘাটে নিয়ে গেল, সেই—সেই বৎস হরিশ্চন্দ্রের গল্প, না হয় সেই বৎস পরশুরামের মাতৃহত্যা, কিম্বা সেই বৎস পৃথুরাজার শতাশ্বমেধ, অথবা বৎস ত্রিপুরাসুর-বধ; এর যেটা বল্‌বে, সেইটেই বৎস রাজাকে শুনিয়ে দিতে পার্‌বো। কেমন বৎস গুরুজী! এ সব গল্পে হাসি জম্‌বে না?

ধনুর্দ্ধর। হাঁ—খুব জম্‌বে; যেগুলোর নাম কর্‌লে, এর সবগুলোতেই হাস্যরস গড়গড় করছে। শুন্‌লেন শ্রীমানের হাস্যরসে কেমন অধিকার? এখন একবার সঙ্গীতবিদ্যার পরিচয়টা নিন্। গাও তো বাদল একখানা ভবানী-বিষয়।

বাদল। আজ্ঞে হাঁ, গাইচি। [গলার কসরৎ করিয়া] নেতে তেরী—নেতে নেরী, গলাটা কেমন ক'চ্ছে! রাস্তায় হরিতকী খেয়েছিলাম কি না, তাই এমন শ্লেষ্মা জমেছে।

ধনুর্দ্ধর। দেখুন, দ্রব্যগুণেও পূর্ণ অধিকার।

বাদল। তুম্ তেনা নেনা, ধুম্ তেনা নেনা—[রাগিণী] ওরে তেনা নেনা, ওরে তেনা নেনা রে, তুই কোথা রে, একবার আয় রে! ওরে তুম্ তেনা নেনা। দুপুর বেলা কিনা, তাই বেহাগ খাম্বাজটা ভেজে নিলাম। এইবার তবে বৎস! গান ধরি?

ধনুর্দ্ধর। দেখো, ও বিশেষণটা যেন প্রাণান্তেও ছেড়ো না; যখন

চিতের উপরে গিয়ে শোবে, তখনও যেন ও "বৎস" বোলটী ভুলে যেও না। বিয়ে যদি হয়, তা হ'লে বৌমাকে ডাক্‌বার আগেও যেন ঐ "বৎস" কথাটা বসিয়ে দিও; তা হ'লে সম্বোধনটা আরও মিঠে শোনাবে।

বাদল। ওটা আমার কখনই ভুল হবে না। বৌকে যখন বৎস বৌ ব'লে ডাক্‌বো, তখন বৎস ওস্তাদজী! বলুন দেখি, সে কত মিষ্টি হবে? এখন গানটা সেরে ফেলি। রাগিণীটা অনেকক্ষণ হ'লো ভেঁজে রাখা হয়েছে; আর দেরী করা ভাল না। তা হ'লে বৎস ওস্তাদজী! ভবানী-বিষয়েরই একখানা গাই?

গীত।

ওরে আর জল আন্‌তে যেও না লো বউ আর জলেতে কাজ নাই।
ওরে কদম গাছে ব'সে আছে, ওরে কেলে ছোঁড়া দুষ্টু বালাই॥
ওরে যাবি যদি মাথা খাবি, ওরে রাখ্‌বো ঘরে দিয়ে চাবি,
ওরে শেষে দাদার হাতে মারা যাবি, ওরে কেন কথা শুনিস্‌নে রাই।
ওরে, সে যে বেয়াড়ে বখাটে ছোঁড়া, ওরে দেখ্‌লে তোরে কর্‌বে তাড়া,
ওরে, তুই চুপ্ ক'রে থাক্ দিস্‌নে সাড়া, ওরে যা বলি তুই শোন্‌না তাই॥

ধনুর্দ্ধর। শুন্‌লেন একবার ভবানী-বিষয়টা! এইরূপ যে বিষয়েই পরীক্ষা কর্‌তে যাবেন, ঠিক এইরূপই দেখ্‌তে পাবেন। একবারে চৌকোস্। আপশোষ কর্‌বার আর কিছুই রাখে নাই। ধন্য রত্নগর্ভা জননী, যে এমন রত্নকে মাথা কুড়ে গর্ভে ধর্‌তে পেয়েছিলেন। তবে বাদল! চল এখন রাজসভার দিকে যাই। নূতন চাকরীতে বাহাল হ'তে হবে; একটু আগে আগে গিয়ে পৌঁছানই ভাল। যেরূপ চাকরীর বাজার, একটা বিজ্ঞাপন লট্‌কে দিলেই হ'লো; অমনি দরজার ভিড় ঠেলে ঢোকা কঠিন হ'য়ে ওঠে। তবে আমার অবিশ্যি সে ভয় নাই। কেন না আমার সুপারিশের জোর আছে। আজকালকার বাজারে

"মামা" ধর্‌তে না পার্‌লে আর চাকরী মেলা কঠিন। যার মামা আছে অর্থাৎ যার সুপারিশের জোর আছে, তার আর চাকরী জুট্‌তে কষ্ট পেতে হয় না। তাই বল্‌ছি, হে দাসত্বজীবী মহাশয়গণ! যদি দাসত্বের পরিচর্য্যা করাই জীবনের সার ব্রত মনে ক'রে থাকেন, তা হ'লে আগে মামার খোঁজ কর্‌বেন, নতুবা হাজার বিদ্যেই থাক্, কপালে অষ্টরম্ভা ভবিষ্যতি। হাঁ—এ ধনুর্দ্ধরের বাক্য, মিথ্যা হবার নয়। তবে এখনকার মত আসি। মাঝে মাঝে ফাঁক পেলেই এমনি জমার মুখে এসে দাঁড়াবো, সেজন্য কোন চিন্তা কর্‌বেন না। এস বাদল, এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজপথ।

ঝাড়ু হস্তে ঝাড়ুদারের প্রবেশ।

ঝাড়ুদার। আজ নয়া মহারাজ নয়া রাজগদ্দি বৈঠেঙ্গে; উসি সে রাস্তা উস্তা সব সাফা কর্‌নে হোগা। এত্‌না বের হুয়া, তব্‌বি সর্দ্দারনী আবি কাহে নেই আওতা হ্যায়? বড়ি মুস্কিল মালুম হোতা হ্যায়। এক-দফে বোলায়কে দেখে। আরে সর্দ্দারণী! সর্দ্দারণী হো! ডেরামে বৈঠে বৈঠে ক্যা কর্‌তা হ্যায়?

ঝাড়ুদারণীর প্রবেশ।

ঝাড়ুদারণী। আরে, কাহেরে এত্‌না চিল্লাতা হ্যায়?

ঝাড়ুদার। ক্যাহে দেখ্‌তি হ্যায় নেহি, কেত্‌না বের্ হুয়া? মহারাজ-কো পাশ গর্দ্দান দেনেকো মতলব হ্যায়?

ঝাড়ুদারণী। আরে নেহি—নেহি! গোস্সা কাহে হোতে হো? চল্, জল্দি কর্।

গীত।

ঝাড়ুদারণী।— তু মেরা দিল পিয়ারা খসম্।
তুহা ছোড়কে কুচ জানে তো তেরা কসম্॥
ঝাড়ুদার।— তু মেরা জান্ লিয়া রে,
ঝাড়ুদারণী।— তোরে ময় ইজ্জত দিয়া রে,
ঝাড়ুদার।— তোরি লাগে মেরা দিল টুটা রে,—
উভয়ে।— ফুর্তিসে লাগা ঝাড় রাস্তামে হরদম্॥

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

নিবিড় বন।

উৎকণ্ঠিতভাবে মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। না পেলাম না,—এত সন্ধান করলাম্, কিছুতেই কোনও সন্ধান কর্‌তে পার্‌লাম না। সমস্ত বন, সমস্ত পর্ব্বতগুহা পাতি-পাতি ক'রে খুঁজেছি, কোথাও সেই বালক-বালিকার চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পেলাম না। আজ যদি রাজপুত্র রাজকন্যার পরিবর্ত্তে আমার নিজের পুত্র-কন্যাকে এইভাবে হারাতাম, তা হ'লে আমার এতদূর আক্ষেপ, এতদূর অনুতাপ বুঝি হ'তো না। আমি যে রাণীমার গচ্ছিত রত্ন-দুটীর রক্ষক

হ'য়ে এসেছিলাম, কিন্তু নির্দ্দয় বিধি আমাকে শেষে গভীর কলঙ্ক-সাগরে ডুবালে! যদি কখনো রাজারাণী তাঁদের পুত্রকন্যার এই শোচনীয় অবস্থা শুন্‌তে পান, হায়! তা হ'লে তাঁরা কি মনে কর্‌বেন? হয় তো আমাকে সেই পুষ্করের কোন সাহায্যকারী ব'লে ঘৃণা কর্‌বেন। তা হ'তে যে আমার মৃত্যু ভাল। [এই নিবিড় বন—জনমানবের সঞ্চার এখানে নাই, চারিদিকে কেবল বিশাল পাদপরাজি দীর্ঘ শাখা বিস্তার পূর্ব্বক আমার কার্য্যের সাক্ষী-স্বরূপ স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমার এই অনুতপ্ত হৃদয়ের শত বৃশ্চিক-যন্ত্রণার আর্ত্তনাদে এক পর্ব্বতগহ্বর প্রতিধ্বনিত হ'চ্ছে। আর কে বুঝবে? আমার মর্ম্মপীড়া, মৃত্যু-যন্ত্রণা বুঝ্‌বার শুন্‌বার কেহই এখানে নাই। আমার এই অসহ্য নরক-যন্ত্রণার উপশম এক মৃত্যুর আশ্রয় গ্রহণ করা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে হবে না। সংসারে আর যাবো না, কোন্ মুখে আর মানব-সমাজে গিয়ে বাস কর্‌বো? তার চেয়ে এই নির্জ্জন প্রদেশে, লোক-চক্ষুর অন্তরালে এই শোকতপ্ত দাবদগ্ধ জীবন-নাটকের শেষ অভিনয় আজ শেষ ক'রে ফেলি। [উদ্দেশে] কোথায় আছ হৃদয়ের উপাস্য দেবতা মহারাজা নল! কোথায় আছ মা মহাদেবী দময়ন্তী! আজ তোমাদের স্নেহ-সরোবরের প্রফুল্ল কমল দুটীকে অকালে কালের গ্রাসে ডালি দিয়ে, নিষ্ঠুর রাক্ষস মন্ত্রী আজ তার আত্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে উদ্যত হয়েছে। আর তোমাদের দেবদেবীর দর্শন হতভাগ্য মন্ত্রীর অদৃষ্টে নাই। তাই আজ উদ্দেশে বিদায় গ্রহণ ক'রে মহাপ্রস্থানে যাত্রা করি।

সহসা উদ্‌ভ্রান্তভাবে মলিনবেশে রণজিতের প্রবেশ।

রণজিৎ। কৈ—কোন্ দিকে? কোন্ দিক হ'তে সেই সুধামাখা নাম আমার কর্ণে প্রবেশ কর্‌লে? আছে, তা হ'লে তারা আমার বেঁচে

আছে। এখনো শৃগাল এসে তাদের রক্তপান করতে পারে নাই। তবে খুজি; সমস্ত বনটা ভাল ক'রে খুঁজি। বুঝি বনদেবতা আমার হৃদয়-দেবতাদের এখানে সাবধানে লুকিয়ে রেখে দিয়েছে, পাছে পুষ্কর এসে তাদের দেখতে পায়। তাই হবে; তবে খুব চুপে চুপে আস্তে আস্তে তাদের খুঁজি! কেউ না জান্তে পারে, কেউ না দেখতে পায়, পাখীগুলো পর্য্যন্ত বুঝ্তে না পারে, বাতাস পর্য্যন্ত জান্তে না পারে। এ ব্রহ্মাণ্ডের সকলি যে এখন পুষ্করের সহায়। কাউকে বিশ্বাস নাই; খুব সাবধানে খুঁজি। [ধীরে ধীরে অগ্রসর]

মন্ত্রী। [সবিস্ময়ে] এঁ্যা—কে ও, রণজিৎ নয়? কয় দিনে শরীরেব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয়েছে, সহসা দেখ্লে চিন্তে পারা যায় না। এই দিকেই তো আস্ছে! দেখি, উদ্দেশ্য কি?

রণজিৎ। [দেখিয়া] কে ওটা? আমাকে দেখ্তে পেলে না কি? না—ঐ বুঝি সেই বনদেবতা, আমার নিরাশ্রয় রাজারাণীকে যে আশ্রয় দিয়ে রেখেছে? তবে কাছে যাই। [নিকটে যাইয়া] কে তুমি? খুব আস্তে কথা কও। চারদিকে শত্রু ঘুর্ছে! চারদিকে রাক্ষসগুলো রাজরক্ত পান কর্বার জন্য করাল মুখ বিস্তার ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তুমি খুব সাবধানে রাজারাণীকে রক্ষা ক'রো।

মন্ত্রী। [স্বগত] আহা, রাজারাণী বল্তে অজ্ঞান! এমন রাজভক্ত সেনাপতি আর কোথাও দেখি নাই। এক রাজার জন্যই সেনাপতি আজ বিকৃতমস্তিষ্ক; নিকটে এসেও আমাকে চিনে উঠ্তে পার্ছে না।

রণজিৎ। কে তুমি? উত্তর দিচ্ছ না যে? তুই পিশাচ না রাক্ষস, না পাপিষ্ঠ পুষ্করের অনুচর? বল্—সত্য ক'রে বল্।

মন্ত্রী। সেনাপতি! চিন্তে পার্চ না? আমি তোমারই মত হত-ভাগ্য—তোমাদের সেই মন্ত্রী।

রণজিৎ। মন্ত্রী? কে মন্ত্রী কোন্ সেনাপতি? তারা তো নাই, তারা যে ম'রে গেছে! পুষ্কর যে তাদের মেরে ফেলেছে! তবে তুই কার প্রেতাত্মা? মন্ত্রীর না সেনাপতির?

মন্ত্রী। ওঃ—একবারে জ্ঞানশূন্য সম্পূর্ণ উন্মত্ত।

রণজিৎ। তুই মিথ্যা কথা বল্‌ছিস্। মন্ত্রী সেনাপতি বেঁচে থাক্‌লে কি রাজারাণীকে বনে যেতে দেয়, না সোণার রাজ্য শ্মশান হ'য়ে যায়, না একটা শৃগাল এসে সেই শ্মশানের ছাইয়ের উপব সিংহাসন পেতে বসতে পারে? কখনই না; মন্ত্রী সেনাপতি কখনই বেঁচে নাই। তাদের প্রেতাত্মা এখন নিয়ত পুষ্করের পেছু পেছু ছায়ার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। তুই মিথ্যাবাদী! তুই বিশ্বাসঘাতক! তুই নিশ্চয়ই সেই পুষ্করের প্রেরিত নরঘাতক দস্যু। তুই আমার রাজারাণীকে হত্যা কর্‌তে এসেছিস্। আমি এখনি তোকে এই দেখ্ কেমন ক'রে মেরে ফেলি। [অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত]

সহসা বিশে ক্ষেপার প্রবেশ।

বিশে। [উভয়ের মধ্যস্থলে গিয়া ও সেনাপতির অস্ত্র ধরিয়া]

কারে মারিস্—কারে মারিস্,
মন্ত্রী ও যে চিন্‌তে নারিস্?

রণজিৎ। তুই আবার কেরে? কেন আমার এমন শিকারে তুই বাধা দিতে এলি? আমি অনেক খুঁজে খুঁজে এই একটা শিকারের সন্ধান পেয়েছি। এটাকে আজ শেষ ক'রে তবে বাকী শিকার খুঁজতে রাজধানী মুখো ছুট্‌বো। সেখানে অনেক শিকার আছে; সেখানে গিয়ে মৃগয়ার শেষ কর্‌বো। তুই স'রে যা—তুই স'রে যা।

মন্ত্রী। তাই যাও, তুমি দয়া ক'রে স'রে যাও; সেনাপতির কার্য্যে

বাধা দিও না। সেনাপতি আজ আমার উদ্দিষ্ট কার্য্যের পরিসমাপ্তি কর্‌ছে। সেনাপতির হস্তে মৃত্যু হ'লে আর আমাকে আত্মহত্যারূপ মহাপাপে লিপ্ত হ'তে হবে না। আজ আমি মহাপাপী চণ্ডাল হ'তেও নিকৃষ্ট কার্য্য করেছি। তার উপযুক্ত শাস্তি দিতেই আজ সেনাপতি নিয়তির প্রেরিত হ'য়েই এসেছে।

রণজিৎ। এঁ্যা—নিয়তি! নিয়তির সেই দৈববাণী! গৃহমাঝে কালসর্প জন্মাবার কথা—মহারাজ নলের সর্ব্বস্বান্ত হবার কথা! মনে আছে—মনে আছে। সে এখন কোথায়? সেই রাক্ষসী সর্ব্বনাশিনী নিয়তি তার চিত্রপটহস্তে এখন কোথায় আছে? আবার কোন রাজাকে বনবাসী কর্‌বার কথা ব'লে বেড়াচ্ছে। পাপিনীকে একবার দেখ্‌তে পেলে তার সেই চিত্রপটখানা কেড়ে নিয়ে কুটী-কুটী ক'রে ছিড়ে ফেলে দিতাম।

বিশে। কেউ পারে না রে কেউ পারে না তার লেখা কাট্‌তে।
বুদ্ধি-বল ফিকির-ফন্দি তার কাছে কেউ পারে না আঁট্‌তে॥
সে যে রাতকে দিন্ দিন্‌কে রাত ক'রে দিতে পারে।
তার সেই ঘুরণচাকার হাত থেকে বাঁচতে কেউ তো নারে॥

রণজিৎ। তুই বুঝি সেই রাক্ষসীর দূত? তাই তুই আমার পেছু পেছু ঘুর্‌ছিস্?

বিশে। আমি রে সেই বিশে ক্ষেপা মনে পড়্‌ছে না?
বিষের জ্বালায় জ্ব'লে পুড়ে গেছে আমার গা॥

রণজিৎ। বিষ! বিষ! কত বিষ তুই পান ক'রে সহ্য ক'রে আছিস্ বল্ তো? আমার মত বিষ খেয়ে হজম কর্‌তে পারিস্? পারিস্ যদি—আয় তো দেখি, একবার দুজনে মিলে বিষ খেতে আরম্ভ ক'রে দিই। থ্‌ছিসনে, সংসারটা ভরা কেবল বিষ? জলে বিষ, স্থলে বিষ, সাপের দাঁতে বিষ, তার চেয়েও বড় ভীষণ বিষ এই মানুষগুলোর দাঁতে। তাদের

দংশনে আর রক্ষা পাবার উপায় নাই। দেখ্ছিস্নে, আমার এমন রাজাকে এমন রাণীকে তারা দংশন ক'রে বিষ ঢেলে দিয়েছে! সেই বিষের জ্বালা সহ্য কর্‌তে না পেরে, রাজা-রাণী আমার ছট্‌ফট্ কর্‌তে কর্‌তে রাজ্য ছেড়ে কোথায় চ'লে গেছে। এত খুঁজছি, তবুও পাচ্ছিনে। একবার পেলে তাদের জন্মের শোধ শেষ পূজা ক'রে প্রতিমা বিসর্জ্জন ক'রে চ'লে যেতাম। আহা—কোথায় তারা? কোথায় আমার সেই সাধের প্রতিমা দুখানি? পূজার আগেই তাদের কে যেন বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছে। আমাকে আমার সাধের প্রতিমা পূজা কর্‌তে দিলে না।

মন্ত্রী। ওঃ—এমন হৃদয়বিদারক আর্ত্তনাদ শুন্‌লে কে এমন পাষাণ আছে যে বিদীর্ণ না হ'য়ে থাক্‌তে পারে?

রণজিৎ। কেন পার্‌বে না? এই দেখ—চেয়ে দেখ, আমিই পেরেছি। কৈ, ফেটে চৌচির হ'য়ে যায়নি তো? আন্ না তোর কত নল আছে, কত দময়ন্তী আছে? সব এক এক ক'রে আমার সম্মুখে এনে, তাদের রাজ-মুকুট কেড়ে নিয়ে ভিখারী সাজিয়ে রাজ্য থেকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দে। আন্ না তোর কত পুষ্কর কত গুণাকর আছে—নিয়ে আয়, তারা এসে আমার সম্মুখে রাজার বুকে ছুরী বসিয়ে দিয়ে আসুক্, দেখ্‌বি ঠিক দাড়িয়ে থাক্‌বো, একটুও নড়্‌বো না—একবারও নিঃশ্বাস ছাড়্‌বো না। এমনি ক'রে আমার বুকটাকে পাষাণ দিয়ে গ'ড়ে রেখেছি। এ বুকে বজ্র প্রবেশ কর্‌তে পারে না; এই দেখ্‌বি, এই তীক্ষ্ণ ছুরিকা বিঁধিয়ে দিই, একটুও রক্ত দেখ্‌তে পাবি না। [নিজবক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে তৎক্ষণাৎ মন্ত্রী ও বিশের ছুরিকা ধারণ] আবার বাধা দিস্ কেন? তোদের আমি কি শত্রুতা করেছি? আমি এই বিষের সংসার ছেড়ে যুড়াতে যাচ্ছি, তা তোদের সইল না? কেন, পরের সুখ-শান্তি দেখা বুঝি তোদের চোখে সহ্য হয় না? তোরাও বুঝি এই সংসারের মানুষ? তা হ'লে তো তোদের

দাঁতে বিষ আছে, তা হ'লে তো তোদের বুকে হলাহল আছে? তা হ'লে তো তোদের প্রাণে বিশ্বাসঘাতকতা মাথান আছে? তোরাও তো তা হ'লে আপনার ভায়ের বুকে ছুরী বসাতে জানিস্! তবে না—তোদের কাছে না, তোদের কাছে দাঁড়াতে পারবো না।

মন্ত্রী। সেনাপতি! ভাই!

রণজিৎ। ঐ আবার সেই সম্বোধন! ঐ আবার সেই ভীষণ ককশতা মাথান ভাই-সম্বোধন! এখানেও পুষ্কর এসেছে, এখানেও ভাই হ'য়ে ভায়ের সর্ব্বনাশ কর্‌তে শিখেছে।

মন্ত্রী। সেনাপতি! রণজিৎ! চেয়ে দেখ, আমি সেই মন্ত্রী, আর ইনি সেই বিশে ক্ষ্যাপা।

রণজিৎ। তুমি মন্ত্রী, আর এই বিশে ক্ষ্যাপা? হাঁ—স্মরণ হ'চ্ছে, তুমি সেই মন্ত্রী, আর এই বিশে ক্ষ্যাপা! আর আমি তা হ'লে কে?

মন্ত্রী। তুমি সেনাপতি রণজিৎ সিংহ।

রণজিৎ। তাই যদি, তা হ'লে আমাদের রাজা-রাণী কোথায়?

মন্ত্রী। তাঁরা এখন বনবাসী।

রণজিৎ। বনবাসী? আর রাজপুত্র রাজকন্যা?

মন্ত্রী। তাদের দুজনকে এই বনের মধ্যে আমিই হারিয়েছি! আমি বিশ্বাসঘাতক মহাপাপী, আমারই হাতে তাদের সঁপে দিয়ে মহারাজ এবং মহারাণী বনে গমন করেছিলেন। আমি নরাধম, তাদের সেই গচ্ছিত রত্ন দুটীকে বিদর্ভনগরে নিয়ে যাচ্ছিলাম। পরে তাদের পিপাসা পাওয়ায় সেই বালক বালিকাকে এইখানে রেখে জল আন্‌তে গিয়েছিলেম; তার পর, ভাই কি বল্‌বো, বল্‌তে পাষাণ-বক্ষ বিদীর্ণ হ'য়ে যায়! জল নিয়ে ফিরে এসে আর তাদের এখানে দেখ্‌তে পাই নাই। আজ দুদিন পর্য্যন্ত সমস্ত বন পাতি পাতি ক'রে অনুসন্ধান কর্‌ছি, কিছুতেই কোনও সন্ধান পাই নাই।

আমারই অসাবধানতায় তাদের বোধ হয় কোনও হিংস্রক জন্তুতে প্রাণ সংহার ক'রে ফেলেছে।

রণজি। বেশ—বেশ, আরও বেশ, আরও চমৎকার কথা শুনালে মন্ত্রী! মন্ত্রীর মত কাজই করেছ। এরূপ না হ'লে আর মন্ত্রী কারে বলে? বেশ—বেশ!

মন্ত্রী। ভাই! শুধু তিরস্কারে আমার কার্য্যের পরিশোধ হবে না, যদি পার, তা হ'লে দয়া ক'রে ঐ তোমার তীক্ষ্ণ ছুরী আমার এই বক্ষে বিদ্ধ ক'রে দাও, তা হ'লে আমার উপযুক্ত পুরস্কার লাভ করা হবে।

বিশে। আছে তারা বেঁচে আছে কারাগার মাঝে।
শেয়াল দুটো ফন্দি ক'রে নিয়ে তাদের গেছে॥
সেই খবরটা দিতেই বিশে এসেছে রে ছুটে।
দুদিন পরে তাদের মাথা ফেল্‌বে তারা কেটে॥

মন্ত্রী। কি বল্‌লে—কি বল্‌লে? তারা বেঁচে আছে? তুমি সত্য বল্‌ছ? বল—বল, আবার বল, এখনও তারা বেঁচে আছে?

বিশে। সত্যি আছে—সত্যি আছে,
বনের শেয়াল ছোয়নি তাদের,
কিন্তু ঘরের শেয়ালে নেছে।

মন্ত্রী। ওঃ—আর বল্‌তে হবে না; তা হ'লে পাপিষ্ঠ ধূর্ত্ত পুষ্করের এই কার্য্য। রাজ্য-ঐশ্বর্য্য সমস্ত গ্রাস ক'রেও রাক্ষসের ক্ষুধার শান্তি হয়নি; তাই আবার এই রাজপুত্র রাজকন্যাকে চুরী ক'রে নিয়ে হত্যা কর্‌বে ব'লে কারাগারে রেখেছে। সেনাপতি রণজিৎ! শুন্‌তে পেলে? পাপিষ্ঠ পুষ্করের দুষ্কর কার্য্যের কথা শুন্‌তে পেলে? চল—এখনি চল, এখনি গিয়ে রাজপুত্র রাজকন্যাকে উদ্ধার কর্‌তে হবে, নতুবা কখন কি সর্ব্বনাশ ঘটিয়ে বস্‌বে।

রণজিৎ। যাবো, কিন্তু স্বীকার কর, আমার কার্য্যে কেউ বাধা দিতে পারবে না? আমি আজ এই শাণিত কৃপাণে সেই শৃগালদের পাপ মস্তক ছেদন ক'রে বিষ্ঠাকুণ্ডে নিক্ষেপ করবো। যারা আমার কার্য্যে বাধা দিতে অগ্রসর হবে, তাদেরও রক্ষা থাকবে না। আর রক্ষা নাই আজ পুষ্করের উষ্ণ শোণিতপানে প্রাণের প্রবল পিপাসা নিবৃত্তি করবার উপযুক্ত অবসর পেয়েছি। আজ রণ-পয়োধির উত্তাল তরঙ্গে নৃত্য করবার জন্য হৃদয় উৎসাহিত হ'য়ে উঠেছে। আজ স্বহস্তে বিচ্ছেদিত সদ্য রুধিরাপ্লুত নরমুণ্ড ল'য়ে মহানন্দে কন্দুক-ক্রীড়া ক'রে নলনির্ব্বাসন-দুঃখের উপশান্তি করবো। চল—চল মন্ত্রী! আর বিলম্ব সহ্য হ'চ্ছে না; সমস্ত বাধা বিঘ্ন পদদলিত ক'রে উল্কার ন্যায় তীব্রবেগে ছুটে যাই চল।

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজসভা।

পুষ্কর, গুণাকর, সুধাকরবেশে দ্বাপর, সেনাপতি বজ্রনাদ, ধনুর্দ্ধর ও বাদলের প্রবেশ।

পুষ্কর। বন্ধু গুণাকর! পরম বন্ধু সুধাকর! সেনাপতি বজ্রনাদ! আর প্রিয় বয়স্য ধনুর্দ্ধর! আজ আমাদের বড়ই আনন্দের দিন, আমাদের রাজ্য এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ—নিষ্কণ্টক। একমাত্র তোমাদেরই কার্য্যদক্ষতায় আমার সিংহাসনকে কণ্টকশূন্য ক'রে নিশ্চিন্ত হ'তে পেরেছি। প্রজাপুঞ্জ সৈন্য-সামন্ত সকলি আমার বিশেষ অনুরক্ত, এ হ'তে আর আনন্দের বিষয় কি আছে?

গুণাকর। মহারাজ!

পুষ্কর। না বন্ধু, তুমি আমাকে মহারাজ সম্বোধন কর্‌তে পারবে না। আমাকে তুমি যেমন এতদিন বন্ধু সম্বোধন ক'রে এসেছ, সেইরূপ সম্বোধন কর্‌লেই আমি সুখী হবো।

গুণাকর। আচ্ছা, তাই হবে বন্ধু!

পুষ্কর। দেখ দেখি, এ কেমন স্নেহমাখা সম্বোধন? যেন আপনার প্রাণের লোকে ডাক্‌ছে।

গুণাকর। তুমি নিতান্ত স্নেহের চক্ষে দেখ, তাই আমার প্রত্যেক বাক্যই তোমার অত সুমিষ্ট ব'লে মনে হয়। যা হোক্, আমি আজ রাজ্য সম্বন্ধে আরও কিছু বল্‌তে চাই।

পুষ্কর। আমার ইচ্ছা, আজ আর রাজ্য সংক্রান্ত কোনও বিষয়েব আলোচনা না ক'রে, এস আজ একটু আনন্দ-রস উপভোগ করি।

ধনুর্দ্ধর। এ অতি উত্তম প্রস্তাবই করেছেন। এ সব কঠোর কার্য্যের মধ্যে, মধ্যে মধ্যে একটু আধটু আমোদ-আহ্লাদ না হ'লে প্রাণটা সরস থাকে না। পাহাড়েও ঝরণা থাকে, সেখানেও বৃষ্টির দরকার হয়, নতুবা যে পাথর তেতে আগুন হ'য়ে পড়ে।

পুষ্কর। বয়স্য যে আমাকে একটা পাহাড়ের সঙ্গে তুলনা ক'রে বস্‌লে! আমি কি তবে একটা পাহাড়?

ধনুর্দ্ধর। আজ্ঞে হাঁ মহারাজ! একটি পাহাড় বিশেষ বই কি! পাহাড় যেমন অস্ত্রের দুর্ভেদ্য, মহারাজও তেমনি শত্রুগণের শাণিত অস্ত্রের নিকট দুর্ভেদ্য। কার সাধ্য যে মহারাজের সুদৃঢ় রাজ্য-দুর্গে প্রবেশ কর্‌তে পারে? কোন দিকেই মহারাজের একটি ছিদ্র পাবার যো নাই।

পুষ্কর। পাহাড়ে ঝরণা থাকে, বৃষ্টি থাকে; আমাতে তার কি আছে?

ধনুর্দ্ধর। আজ্ঞে তাও আছে। আপনার যে সব মিছ্‌রিকাটা মধুর বচন, তাকেই আমি ঝরণা বলি; আর এই যে সব মাঝে মাঝে আনন্দ-রসের সঞ্চার, এ সবই বৃষ্টি; আর ভোজনাগারে যখন অজস্রধারে মিষ্টান্নবৃষ্টি হ'তে থাকে, তখন যেন শ্রাবণ মাস ব'লেই বোধ হয়।

পুষ্কর। বয়স্যের মিষ্টান্নের দিকে একটু বেশী রকম দৃষ্টি, কেমন নয়?

ধনুর্দ্ধর। আজ্ঞে হাঁ; মিষ্টান্নের দিকে দৃষ্টি আছে ব'লেই তো মহারাজের সব রিষ্টি কেটে যাচ্চে। ব্রাহ্মণ-ভোজনের ফল অসীম; এত ফল যে আকাশের তারার মত গুণে শেষ করা যায় না। সংসারে মানব-জীবনে যত ধর্ম্ম-কর্ম্মের ব্যবস্থা আছে, তার মধ্যে ব্রাহ্মণ-ভোজন রূপ ধর্ম্মই মহাধর্ম্ম। অশ্বমেধ, রাজসূয় প্রভৃতি যত রকম যা কিছু আছে,

সে সব ধর্ম্মকেই ব্রাহ্মণ-ভোজনের কাছে মাথা হেঁট ক'রে থাক্‌তে হয়েছে। শাস্ত্রে বলেছে, "অসার খলু সংসার সারং ব্রাহ্মণ-ভোজনং।" আহা কি আধ্যাত্মিক ভাব! মহারাজ! ব্রাহ্মণ-ভোজনের যে কত গুণ, চতুর্ম্মুখে চতুর্ম্মুখ, পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ নাহি পারে করিতে বর্ণন। অন্য পরে কা কথা! এ সম্বন্ধে আমি একটী নূতন গান রচনা ক'রে আমার এই উপযুক্ত ছাত্রটিকে শিক্ষা দিয়ে রেখেছি। মহারাজ! একবার সেই সঙ্গীতটী আমার ছাত্রের মুখে শ্রবণ করুন। গাও তো বৎস বাদল! আমার সেই নব বিরচিত ফলাহার সঙ্গীতটী।

বাদল। এই যে গাইচি বৎস ওস্তাদজী!

ধনুর্দ্ধর। আজ আর রাগিণী ভেঁজে কাজ নাই। এমনি সাদা ভাবে গেয়ে যাও।

বাদল। আজ্ঞে হাঁ—

গীত।

ভবে যে জন করায় বামুন ভোজন।
তার পূর্ণ ধনাগার, হয় শূন্যাকার,
তাতেই হয় তার নিরাকার সাধন।
যতক্ষণ যার থাক্‌বে রে সম্বল, ততক্ষণ সে খাওয়াবে কেবল,
ঘর বাড়ী ভিটে মাটী সর্ব্বস্বান্ত করিয়ে পণ,
যখন সব ফুরাবে, তখন কর্‌বে মার্গং হস্তে বনে গমন।
কর্‌তে বাপ মায়ের শ্রাদ্ধ, জাল ক'রে কর্‌বে ফর্দ্দ,
আগুশ্রাদ্ধ যেমন হোক্ না খাদ্যের বরাদ্দ হবে স্বকম।
পয়সার টান পড়লে হাতে, ঋণ কর্‌বে মেহেন খতে,
তবেই স্বর্গ সাথে সাথে, হাতে পাবে তার বাপ মা তখন।

যখন দেখ্‌বে দেনার তরে, মহাজনে সব ক্রোক ক'রে,
তখন অসার সংসার ছেড়ে সার কর্‌বে গুরুর চরণ।
আহার নিদ্রা থাক্‌বে না আর, অন্নচিন্তা চমৎকার,
খুলে যাবে মুক্তির দুয়ার (তখন) রবে না আর সে জ্ঞান তাহার,
আছে কি মরেছে তখন।

ধনুর্দ্ধর। শুন্‌লেন সকলে, কেমন ক'রে ব্রাহ্মণভোজন সম্পাদন কর্‌তে হয় ? কেবল যে মা বাপের শ্রাদ্ধোপলক্ষেই ঐ ব্যবস্থা, তা নয় ; অবস্থা ভাল হ'লে আর ব্রাহ্মণের উপর আস্থা থাকৃলে জন্ম থেকে আরম্ভ ক'রে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সমানভাবে চালাতে পার। ফল কথা—যতক্ষণ না এসে রাস্তায় দাড়াচ্ছ, ততক্ষণ পর্য্যন্ত না কর্‌তে পার্‌বে না। কর্‌লে মহাপাপ, সবংশে নরকং ব্রজেৎ। তা মহারাজের সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য আছে, এসে অবধি ভক্ষ্যদ্রব্যের কিছুমাত্র অভাব টের পাচ্ছি না। এই-ভাবে এখন শেষ রক্ষে কর্‌তে পার্‌লেই মোক্ষের জন্য আর মহারাজকে কোন চিন্তা কর্‌তে হবে না।

পুষ্কর। বেশ—বেশ বয়স্য ! তোমার রহস্যের মধ্যে বেশ রস আছে।

ধনুর্দ্ধর। রস কি শুধু একটা আধটা, একেবারে ষড়রস বর্ত্তমান। তবে অম্লরসটা আজকাল কিছু বেশী রকম দেখা দিয়েছে। তা যতদিন মহারাজের ভাণ্ডারে সুরস খাদ্যের রস বেরস না হ'য়ে উঠ্‌বে, ততদিন অম্লরসটার একটু আধিক্যই থেকে যাবে ; তা ব'লে মুখ কখনও বেরস দেখ্‌তে পাবেন না। তবে আনারসটার বরাদ্দ একটু বাড়িয়ে দিলেই রসনা বেশ সরসভাবেই চল্‌তে থাক্‌বে।

পুষ্কর। বন্ধু হে ! তোমাদের দেশের লোকগুলি সকলেই বেশ সুরসিক ; বেরসিক কাউকেই দেখ্‌ছি না।

ধনুর্দ্ধর। আজ্ঞে হ্যাঁ ; ওর দেশের মানুষ তো দূরের কথা, বেড়াল

মূষিক পর্য্যন্ত বেশ সুরসিক। অরসিক হবার যো আছে কি! রসিকা নাগরীগণ যে সব রসের জালা পূর্ণ ক'রে ব'সে আছে।

পুষ্কর। বেশ—বেশ, বড়ই আনন্দে দিন কাটান যাচ্ছে।

গুণাকর। ভগবানের ইচ্ছায় এইরূপেই দিন কেটে যাবে।

পুষ্কর। ভগবানের ইচ্ছায় হোক্ না হোক্, তোমার ইচ্ছা থাক্‌লেই কেটে যাবে। নামগুলিও তোমাদের কেমন সুন্দর, গুণাকর—সুধাকর। ভাই সুধাকর! তবে এখন একবার নর্ত্তকীগণকে আহ্বান করা যাক্।

সুধাকর। অমৃতে অরুচি কার মহারাজ!

ধনুর্দ্ধর। আর আহ্বানের অপেক্ষা কর্‌তে হবে না। শ্রীমতীরা সময় বুঝেই এসে হাজির।

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

প্রেম-সুধা রে, সুধারে, সুধারে, হিয়ার মাঝারে যায় বহিয়া রে।
প্রণয়-বাতাসে মরম পরশে রহে সরসে মরমে সরলা অবলা মরিয়া রে॥
বিরহদাহনে দহিয়া দহিয়া, বিরহিণী মরে সহিয়া সহিয়া,
নিদয় পাষাণ পুরুষ পরাণ দেখে না বারেক চাহিয়া রে।
ফুলে ফুলে বসিয়া, মধুপানে মাতিয়া,
অলি যায় চলিয়া সাধ মিটাইয়া,
ছিঃ—ছিঃ লো পিরীতি, কেন লো হেন রীতি,
সে পোড়া পিরিতি যায় তবু রহিয়া রে॥

সুধাকর। বড় সুন্দর—বড় সুন্দর! মহারাজ! এ দেশের নৃত্য তো বড়ই মনোমুগ্ধকর, একবার শুন্‌লে যেন তৃপ্তি হয় না।

পুষ্কর। নর্ত্তকীগণ! আবার গাও।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

এস হে এস হে সখা হে হৃদয়-আসন রেখেছি পাতিয়া।
পরম যতনে, হৃদয় আসনে, বসাবো সেখানে বঁধু হে ব'সো হে আসিয়া॥
গাঁথি প্রেম-হার দিব উপহার, গাহিব প্রাণ-গাঁথা ঝরিবে সুধাধার,
তুমি হে রসিক সুজন প্রেমিক যাইবে সে রস-সাগরে ভাসিয়া।
ভালবাসা-ভুজপাশে বাঁধিয়া রাখিব, পিরীতি-আঁখি-শরে সদা বিঁধিব,
প্রণয়-শয়নে শয়ন করাবো,
শয়নে স্বপনে, জীবনে মরণে, পরাণে পরাণে যাইবে মিশিয়া।

সহসা বেগে দূতের প্রবেশ।

দূত। মহারাজ! মহারাজ! সর্ব্বনাশ কর্‌লে—সর্ব্বনাশ কর্‌লে।

[সকলের একসঙ্গে বিচলিতভাবে উত্থান]

পুষ্কর। কে সর্ব্বনাশ কর্‌লে, শীঘ্র বল দূত?

দূত। সেই—সেই আগেকার সেনাপতি।

গুণাকর। কেন—কি করেছে?

দূত। একদিক থেকে আরম্ভ করেছে। একবারে চুপিয়ে যাচ্ছে; আর ধড়াধ্বড় ধড়গুলো সব কলাগাছের মত প'ড়ে যাচ্ছে। ক্রমে এই দিকেই আস্‌ছে।

পুষ্কর। বন্ধু! উপস্থিত কর্ত্তব্য?

গুণাকর। যাও দূত! এখনি গিয়ে সৈন্য দুর্গে সংবাদ দাও গে; একদল সৈন্য এখনি সজ্জিত হ'য়ে যেন এখানে উপস্থিত হয়।

পুষ্কর। সেনাপতি বজ্রনাদ! আজ তোমার পরীক্ষাক্ষেত্র সম্মুখে; মুষ্টিবদ্ধ অসি যেন শিথিল না হয়। সেনাপতি রণজিৎ একজন দুর্দ্ধর্ষ বীর; কিন্তু তাকে পরাস্ত করা চাই!

বজ্রনাদ। যে আজ্ঞে! আজ বজ্রনাদের বাহুবলও মহারাজ প্রত্যক্ষ কর্‌বেন।

পুষ্কর। যাও নর্ত্তকীগণ! তোমরা বিশ্রাম ভবনে যাও।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

গুণাকর। ভালই হয়েছে বন্ধু! আজ স্বইচ্ছায় সিংহ আনার মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে। আমাদের শেষ কণ্টককে আজ উৎপাটিত করতে সকলেই প্রস্তুত থাক, যাতে কিছুতেই শত্রু অব্যাহতি লাভ কর্‌তে না পারে।

সুধাকর। আমাকেও কি আজ অস্ত্র ধর্‌তে হবে না কি সখা?

পুষ্কর। আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকা সকলেরই উচিত।

ধনুর্দ্ধর। [স্বগত] এতক্ষণে আমাকে মজালে দেখ্‌ছি। বাবা! ধনুর্দ্ধর নাম ধরেছি বটে, কিন্তু ধনুক ধ'রে যুদ্ধের ত্রিসীমানাও তো কথনো পদার্পণ করি নাই।

সহসা রক্তাক্ত অসিহস্তে রণজিতের প্রবেশ।

রণজিৎ। [প্রবেশপথ হইতে]
কৈ—কোথা রে পাষণ্ড পশু নির্লজ্জ পুষ্কর!
আয়—আয়—তোর রক্ত করিবারে পান,
আসিয়াছে রণজিৎ তীক্ষ্ণ অসি ধরি।

মন্ত্রী। সেনাপতি! স্থির হও,
শত শত শত্রুদল মাঝে,
নহে যুক্তি একেশ্বর করিতে প্রবেশ।

রণজিৎ। কিবা ভয়, কিবা ভয় তাহে?
তৃণ তুল্য জ্ঞান করি শত শত্রুদলে।

একমাত্র সিংহ পারে
শত শত শৃগালেরে করিতে সংহার।
আজ প্রতিহিংসা বুকে করি
আসিয়াছে উন্মত্ত কেশরী।
ভীম বলে এক লম্ফে করি আক্রমণ,
বধিবে অরাতিকুল করিবে নির্ম্মূল।
ঐ যে—ঐ যে সেই পাপিষ্ঠ পুষ্কর,
দেব-সিংহাসন দেখ করে কলঙ্কিত!
নিষ্কোষিত অসি এই দেখ্ কুলাঙ্গার!
তোর পাপ রক্তে আজ করিব রঞ্জিত।
ভ্রাতৃদ্রোহী মহাপাপী নরকের কীট!
পড়িলি মৃত্যুর হাতে রক্ষা নাহি আর।

[অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

পুষ্কর। [চীৎকারপূর্ব্বক] বজ্রনাদ! বজ্রনাদ!

বজ্রনাদ। [তৎক্ষণাৎ রণজিতের সম্মুখে গিয়া অস্ত্র দ্বারা অস্ত্রাঘাত নিবারণ পূর্ব্বক]
সাবধান রণজিৎ!
কালান্তক যম সম আমি বজ্রনাদ
থাকিতে সম্মুখে আজি,
সাধ্য কি যে
নৃপতির দিকে তুই হোস্ অগ্রসর!

রণজিৎ। হাঁ রে, তুই কোন্ পশু?
প্রাণ যদি চাস্,
তবে দূর হ' রে সম্মুখ হইতে।

বজ্রনাদ । কেন সেনাপতি,
বলি এত আশা কিসে ?
নির্ব্বাধে সাধিয়া যাবে নিজ মনস্কাম,
ইচ্ছামত অসি তব করিবে চালনা,
আর মোরা বুঝি সাক্ষী সম
দেখিব দাঁড়ায়ে তব হস্তের কৌশল ?
কখনই হেন আশা রেখো না হৃদয়ে ।
নহি মোরা জড় পুত্তলিকা,
মোদেরও শিরায় বহে বীরের শোণিত,
মোরাও দেখাতে জানি অস্ত্রের কৌশ
মোরাও ধরিতে জানি দৃঢ়করে অসি.
মোরাও শিখেছি জেনো—
কেমনে শত্রুর রক্তে
তীক্ষ্ণ অসি করে সুরঞ্জিত ।
এস রণে দেখাইব আজি,
কেমনে শত্রুর দেহ শিরশূন্য হয় ।
কিন্তু রে বর্ব্বর !
তব সম শূন্যগর্ভ গর্ব্ব প্রকাশিয়ে,
বজ্রনাদ হাস্যাস্পদ নাহি হবে কভু ।
দেখিবি এখনি,
কেমনে এই বজ্রনাদ ভীম বজ্রনাদে,
বজ্র সম ভীষণ আয়ুধরাশি করি বরিষ
রণস্থল করিবে আচ্ছন্ন !
মতিচ্ছন্ন তুই মূর্খ ! তাই আজি

স্বইচ্ছায় দিতে এলি প্রাণ বিসর্জ্জন।
নতুবা কি লজ্জা নাহি হয়,
দূরীকৃত নির্জ্জিত জীবন ল'য়ে
কোন্ মুখে পুনঃ
আসিলি নিষধ-রাজ্যে নির্লজ্জের প্রায় ?
ধিক্ তোরে শত ধিক্ মত্ত কুলাঙ্গার !

ধনুর্দ্ধর আমাদের সেনাপতিও দেখ্ছি মন্দ বল্ছে না। মুখের জোর তো নমুনায় ভালই দেখিয়ে যাচ্ছে, এখন হাতে কলমে কদ্দুর গিয়ে কি হয়, বল্তে পারি না।

রণজিৎ। হাসি পায়, ভুজঙ্গ সম্মুখে
করে যদি উচ্চমুখে মণ্ডূকে গর্জ্জন !
বলি কোন্ মুখে
বিজিত বলিয়া মোরে করিলি বিদ্রূপ ?
কোন্ রণাঙ্গনে বল্ দেখি শুনি,
মম সনে হয়েছে রে সজ্মর্ষ তোদের ?
ছল করি কপট পাশায়,
হ'য়ে জয়ী বৃথা গর্ব্ব করিস্ প্রকাশ
সিঁধ্ কাটি পরগৃহে করিয়ে প্রবেশ,
করি চুরি চোর যথা করে আস্ফালন,
তেমতি তোদের হেরি দর্প অহঙ্কার,—
এইবার চূর্ণ হ'বে দর্প গর্ব্ব তেজ !
গর্ব্বিত বর্ব্বর !
কাটি মুণ্ড কাতারে কাতারে,
রণ-সাধ মিটাবো তোদের।

ঐ দস্যু ভ্রাতৃদ্রোহী পাপিষ্ঠ পুষ্কর,
গুপ্তভাবে কাপুরুষ ন্যায়
রাজপুত্র রাজার কুমারী
চুরি করি আনিয়াছে আপনার পুরী।
ধরি চোরে করি দণ্ড আজি,
পাঠাইব মৃত্যু-কারাগারে।
আয় তবে পথের কণ্টক!
তোরে দূর করি,
পুনঃ চোরে করিব সংহার।

বজ্রনাদ। আয় দেখি,
বুঝি রণে কার কত বল!

[উভয়ের যুদ্ধারম্ভ]

রণজিৎ। [যুদ্ধ করিতে করিতে]
হের হের পশুর সমাজ!
কেমনে এ পশুরাজ
একে একে নাশে পশুদল।
[অস্ত্র কাটিয়া]
এইবার গেল অস্ত্র তব,
করি পুনঃ ধরাতে শায়িত।

[বজ্রনাদকে পাতিত করিয়া বাম হস্তে কণ্ঠধারণপূর্ব্বক
দক্ষিণ হস্তে অসি উত্তোলন করতঃ]

এইবার দেখি কারে কেবা রক্ষা করে।

[illegible]]

গুণাকর কর্ত্তৃক বংশীধ্বনিকরণ, তৎক্ষণাৎ
সৈন্যগণের প্রবেশ ।

মন্ত্রী । পৃষ্ঠদেশে অস্ত্রাঘাত !
ছিঃ—ছিঃ অন্যায় সময় !

রণজিৎ । [বজ্রনাদকে ছাড়িয়া উত্থিত হইয়া]
আয় আয় শৃগালের দল !
একসঙ্গে মৃত্যুপুরে পাঠাই সকলে ।
[বজ্রনাদ প্রভৃতি সকলের সঙ্গে যুদ্ধারম্ভ]

মন্ত্রী । হায় ! হায় ! মধুচক্রে মক্ষিকার সম,
ঘিরিয়াছে শত্রুদল দলে দলে সবে ।
একমাত্র সেনাপতি অসির সাহায্যে,
কেমনে হায় আত্মরক্ষা করি
আজি যুঝিবে সমরে ?
আর নাহি ভাবিবার অবকাশ,
ঝাঁপ দিয়ে পড়ি ঐ রণ-সিন্ধু মাঝে ।

পুষ্কর । [পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিয়া]
কোথা যাবি আজি ?
পশু সম হত্যা করি বধিব সমরে ।

রণজিৎ । পশু ভিন্ন হেন রণনীতি কে করে প্রকাশ ?
পৃষ্ঠদেশে অস্ত্রাঘাত !
তোর মত মহা পশুর উপযুক্ত কাজ ।

গুণাকর । [মন্ত্রীর প্রতি]
শোন্ বৃদ্ধ ! জীর্ণ দেহ তব,
আজি রণে মিশে যাবে ধূলিকণা সম

মন্ত্রী । রণে মৃত্যু ক্ষত্রিয়ের সাধ,—
তোর মত নীচাশয় পশুধর্ম্মী যারা,
তারা কভু জানে না সে কথা।

রণজিৎ । [পুষ্কর কর্ত্তৃক পৃষ্ঠদেশে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া পশ্চাতে ফিরিয়া]
আরে আরে কাপুরুষ ভীরু !
ফেরু সম ফিরিয়া পশ্চাতে,
বার বার পৃষ্ঠদেশে করিস্ আঘাত !
আয় তবে তোরে বধ করিব প্রথমে।
[অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

[পশ্চাৎ হইতে গুণাকর ও পুষ্কর কর্ত্তৃক বারংবার আঘাত এবং সেনাপতির পুনঃ পুনঃ দুই দিকে ফিরিয়া যুদ্ধ]

রণজিৎ । আর নাহি পারিনু সহিতে,
দৃঢ় মুষ্টি হ'তে খসিয়া পড়িল অসি। [অস্ত্রপতন]
মনসাধ না পূরিল আর,
অন্যায় সমরে আজি হারানু জীবন।

পুষ্কর । সৈন্যগণ ! এইবার
এক সঙ্গে করি আক্রমণ,
রণজিতে বন্দী কর সবে।
[সকলের তথাকরণ]

মন্ত্রী । হায় হায় হ'লো সর্ব্বনাশ,
সেনাপতি পরাজিত রণে !

পুষ্কর । সৈন্যগণ ! পুনঃ কর মন্ত্রীরে বন্ধন।
[সৈন্যগণের তথাকরণ]

রণজিৎ। ওঃ—কিবা অপমান,
এ হ'তে যে মৃত্যু ভাল মোর।

পুষ্কর। তাই তোর রক্ষিনু জীবন।
এখনি করিলে হত্যা,
সকল যন্ত্রণা তোর হ'তো অবসান,—
কিন্তু তোরে তিল তিল করি
তুষানল সম দহিয়ে দহিয়ে,
পোড়ায়ে মারিব তোরে কারাগার মাঝে।
আর যদি ইচ্ছিস্ বাঁচিতে,
তবে আজ সবার সম্মুখে
দন্তে তৃণ করি দিব্য কর আগে,
আজি হ'তে শত্রুতা ভুলিয়া,
পালিবি আমার আজ্ঞা আজ্ঞাবহ রূপে ?
এই ভাবে পারিস্ যদি আত্ম-সমর্পিতে,
তবে তোরে মুক্ত করি প্রাণ ভিক্ষা দিব।

রণজিৎ। প্রাণভিক্ষা—তোর কাছে প্রাণভিক্ষা ?
তুচ্ছ জীবনের তরে দন্তে তৃণ করি,
সেনাপতি রণজিৎ আজি
মহাপাপী তস্করের কাছে
করিবে রে আত্ম-সমর্পণ ?
ধিক্ সে জীবনে,
সে ঘৃণ্য জীবন
চাহে না রে রণজিৎ কভু।
যতক্ষণ হৃদ্‌পিণ্ডে রবে ক্ষীণ গতি,

যতক্ষণ ধমনীতে বহিবে স্পন্দন,
ততক্ষণ—ততক্ষণ শোন্ রে শৃগাল !
এ উন্নত শির
পাপিষ্ঠ পুষ্করপদে হবে না রে নত।
বন্দী আজি অন্যায় সমরে,
নতুবা রে ঘৃণিত কুক্কুর !
পদাঘাত করিতাম তোর ওই মুখে।

সকলে সাবধান—সাবধান !

পুষ্কর। সৈন্যগণ ! এখনি এই বন্দীদ্বয়ে,
রাখ নিয়ে কারাগৃহ মাঝে।
যত দিন ধূর্ত্তদ্বয় রহিবে জীবিত,
ততদিন বিশেষ সতর্কভাবে
কারাদ্বার রক্ষিবে সকলে।

গুণাকর আরো শোন সৈন্যগণ !
যতদিন ঐ উদ্ধত কুক্কুরদ্বয়
রাজপদে না করিবে আত্ম-সমর্পণ,
ততদিন যেন
এক বিন্দু বারি কভু না করিবে দান।
সাবধান ! আজ্ঞা মোর করিলে লঙ্ঘন,
সকলেরি এক গতি হইবে নিশ্চয় !

সুধাকর। কিবা আস্ফালন,—কিবা অহঙ্কার !
এইবার কারাগারে চূর্ণ হবে সব !

ধনুর্দ্ধর। তাই তো বলে যে, 'অতি বাড় বেড়ো না' ঝড়ে ভেঙ্গে যাবে। তোমার বাপু ! অতিশয় বৃদ্ধি হয়েছিল, তাই তার ফলভোগ

হাতে হাতেই হ'য়ে গেল। এখন যাও, সেই আঁধার ঘরের সেঁতসেঁতে মাটিতে প'ড়ে কুমড়ো-গড়াগড়ি দাওগে। আহারের ব্যবস্থা তো শুন্‌লেই ; একবারে জল পর্য্যন্ত বন্ধ! বায়ু ভক্ষণ ক'রে যে দিন কত কাটাবে, তারও যো থাক্‌লো না ; কেন না, তোমাদের জন্য যে নূতন খাস্‌কামরা নির্দ্দিষ্ট হ'লো, সেখানে সূর্য্য কিংবা বায়ু কস্মিন্ কালেও পথ খুঁজে প্রবেশ করতে পারেন নাই। দেখা যাক্, এরূপ চিকিৎসায় তোমাদের রোগের কিছু উপশম হয় কি না?

সহসা গীতকণ্ঠে বিশে ক্ষেপার প্রবেশ।

বিশে।—

গীত।

ওরে ও বাঘেরে কি খাঁচায় রাখা যায় ধ'রে ?
যেমন তেমন নয় রে ও বাঘ, ও যে বাগ্ পেলেই হাঁফ উঠ্‌বে ছেড়ে।
তোরা মর্‌বি ব'লে সাধ ক'রে রে যম পুস্‌ছিস্ ঘরে,
ওরে জাত কেউটের সাথে তোদের খেলা পোষায় কি রে,
সে দিন ভাঙ্গবে তোদের সকল খেলা, যে দিন মার্‌বে ছোবল ফোঁস্ ক'রে।
তোদের পাপের তরী হ'চ্ছে ভারি আর ডুব্‌তে দেরী নাই,
আছে বাকী যেটুকু, পুরবে সেটুকু, হবে ফুর্‌তি ষোল আনাই,
তখন ঐ বাঘের বাচ্ছা ভাঙ্গবে খাঁচা ব'লে যাচ্ছি সাচ্চা আজ তোরে।

[বেগে প্রস্থান।

সকলে। ধর্—ধর্—ধর্।

বিশে। [নেপথ্যে]

ধর্‌বি কিরে আমায় তোরা,
বিশে কারেও দেয় না ধরা।

পুষ্কর। সব শত্রু ধরা পড়্‌লো, কিন্তু ও ক্ষেপাটাকে কিছুতেই আট্‌কাতে পারা গেল না।

গুণাকর। কোন চিন্তা নাই।

পুষ্কর। যাও সৈন্যগণ! ও দুটোকে নিয়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখগে। বৃদ্ধ মন্ত্রী! তোর কিছু বল্‌বার আছে?

মন্ত্রী। যা বল্‌বার, তা ধর্ম্মের কাছেই বল্‌ছি, তিনিই তার বিচার কর্‌বেন।

পুষ্কর। আরে যা—যা; এদ্দিন ধ'রে তোর ধর্ম্ম এসে সবই করেছে! আর ধর্ম্মের ধ্বজা দেখাস্‌নে, এখন গিয়ে কর্ম্মফল ভোগ কর্‌গে।

[মন্ত্রী ও সেনাপতিকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে লইয়া সৈন্যগণের প্রস্থান।

পুষ্কর। গেল আপদ মিটে। ও দুটোকে অনাহারে রেখে শুকিয়ে শুকিয়ে মার্‌তে হবে, আর প্রতিদিন গিয়ে স্বহস্তে সহস্র বেত্রাঘাত ক'রে ওদের দুর্ব্বাক্যের প্রতিশোধ নিতে হবে।

গুণাকর। ব্যাটারা এসেছিল কি জন্য জান? ইন্দ্রসেন আর ইন্দ্রসেনাকে উদ্ধার ক'রে নিতে; তা আজ বিলক্ষণই প্রতিফল পেয়েছে। চল বন্ধু! এখন সভাভঙ্গ ক'রে বিশ্রাম করা যাক্ গে। বিশ্রামান্তে আবার সেই দময়ন্তীর সন্ধানে যাত্রা কর্‌তে হবে।

বজ্রনাদ। [স্বগত] আজ প্রথম যুদ্ধেই অপমানিত হ'লাম! মহারাজ মনে কর্‌ছেন কি?

পুষ্কর। আজকার মত সভাভঙ্গ।

সকলে। জয় মহারাজ পুষ্করের জয়!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বনভূমি।

একদল ব্যাধের প্রবেশ।

সকলে—

গীত।

ঝড়্-ঝড়া ঝড়্ তড়্-তড়া-তড়্ তীর চালা—তীর চালা।
হুড়্মুড়্ দুদ্দুড়্ হুড়্মুড়্ দুদ্দুড়্ ভাগ্ গিয়া সব্ শালা।
দুপ্ দাপ্ দুপ দাপ জোর্সে লাফা,
ঝুপ ঝাপ্ ঝুপ্ ঝাপ ঝোপ্মে ঝাঁপা,
মোরা পাহাড়িয়া গোণ্ডা, মোরা চালাই জোর্সে ডাণ্ডা,
মোরা ষণ্ডা বণ্ডা ভৈঁইস গণ্ডা, মারি গোণ্ডা গোণ্ডা।
মোরা ধরি খাণ্ডা করি খণ্ডা পরি মুণ্ডমালা।

[প্রস্থান।

একবস্ত্র-পরিহিত চিন্তাক্লিষ্টমুখে ধীরে ধীরে নল ও দময়ন্তীর প্রবেশ।

নল। দময়ন্তী!

দময়ন্তী। নাথ!

নল। একটী কথা।

দময়ন্তী। কি কথা নাথ?

নল। কথাটী রাখ্‌বে?

দময়ন্তী। স্বামী! দেবতা! দেবতার কথা কেন রাখ্‌ব না প্রভু?

নল। তবে—তবে—

দময়ন্তী। তবে কি নাথ?

নল। এক কাজ কর।

দময়ন্তী। কি কাজ কর্‌বো প্রভু?

নল। শুন্‌লে তোমার প্রাণে বড়ই আঘাত লাগ্‌বে, কিন্তু তবুও না ব'লে পার্‌ছিনে।

দময়ন্তী। বলুন নাথ! যে আঘাতই লাগুক্, তা বুক পেতে নেবো।

নল। আমার ইচ্ছা, তুমি এখন তোমার পিত্রালয়ে গমন কর।

দময়ন্তী। কেন নাথ! আজ আবার ও কথা বল্‌চেন! সে দিন তো বলেছিলেন যে, আর কোনও দিন আমাকে ও কথা বল্‌বেন না! দেবতা তো কখনো মিথ্যা কথা বলেন না!

নল। কিন্তু বাধ্য হ'য়ে যে বল্‌তে হ'চ্ছে প্রিয়ে! এ কয় দিন তো কিছু বলি নাই; কিন্তু আজ সেই মায়াবী স্বর্ণ-বিহঙ্গম যখন আমার বস্ত্র ল'য়ে পলায়ন করেছে, তখন হ'তেই আমার মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটেছে। আমার যেন প্রাণের মধ্যে থেকে অন্তরাত্মা ডেকে বল্‌ছে যে, তুমি সঙ্গে থাক্‌লে নিশ্চয়ই তোমার কোনও মহা বিপদ উপস্থিত হবে। আরও দেখ, বস্ত্রাভাবে আমরা উভয়ে এখন এই এক বস্ত্র পরিধান ক'রে রয়েছি; অর্দ্ধবস্ত্রে এখন সম্পূর্ণ লজ্জা নিবারণ করা পর্য্যন্ত তোমার কঠিন হ'য়ে উঠেছে। এ অবস্থায় বল দেখি, আমি কেমন ক'রে তোমার এই দুরবস্থা দেখে হৃদয়ে ধৈর্য্যধারণ ক'রে থাকি? আমি তোমার এই কল্পনাতীত শোচনীয় দশা দেখে বহুকষ্টে চোখের জল সম্বরণ ক'রে আছি। তারপর আবার আজ তিন দিন অনাহার, ক্ষুধার যন্ত্রণায় তোমার কি কষ্ট 'চ্ছে, তা কি আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে দময়ন্তী? তোমার হাস্যময় বদন আজ কয়দিনে কিরূপ কালিময় হ'য়ে গেছে, তা তো আমি প্রত্যক্ষ কর্‌ছি প্রিয়ে! এ হ'তেও যে ক্রমে আমরা আরও শোচনীয় অবস্থায় পতিত হবো না, তাই বা কে বল্‌তে পারে? তা হ'লে বল দেখি প্রিয়ে,

সে অবস্থায় পতিত হ'লে তখন আমার কি দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করতে হবে। সেই জন্যই বলছিলাম যে, তুমি এখন পিত্রালয়ে গিয়ে পুত্র কন্যাকে লালন-পালন করগে। আমি যে ভাবেই হোক্, এই দুরবস্থার পরিবর্ত্তন ক'রে আবার তোমার সঙ্গে গিয়ে মিলিত হবো। ঐ সম্মুখে যে পথ দেখতে পাচ্ছ, ঐ বিদর্ভ নগরে যাবার পথ; অনেক তীর্থযাত্রীকে সঙ্গী পাবে।

দময়ন্তী। প্রভু! অন্তর্য্যামী! এ দাসীর অন্তরের কথা তো তুমি সবই জানতে পারছ! তবে কেন দাসী তোমার সঙ্গে থেকে কষ্টবোধ করছে, এ কথা দাসীকে শুনাচ্ছ? তুমি আমার দেবতা, তোমার কাছে তো আমি কখনই মিথ্যা কথা বলি না। আমি আজ আবার সেই দেবতাকে সম্মুখে ক'রে বলছি, আমি তোমার সঙ্গে এসে কোনরূপ বনবাসকষ্ট বোধ করছি না। তোমার মুখের একটু কথা শুনতে পেলেই আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা কিছুই থাকে না। একবস্ত্র পরিধান ক'রে আছি ব'লেই বা দুঃখ কি? তুমি যখন দয়া ক'রে দাসীকে অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী করেছ, তখন এই অর্দ্ধ বসন পরিধান ক'রে আমার বোধ হ'চ্ছে, যেন আজ আমি যথার্থই তোমার অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী। লজ্জানিবারণের কথা বলছ? তোমার কাছে আবার আমার লজ্জা কি নাথ? আমরা যখন লোকসমাজ ছেড়ে নির্জ্জন বনে এসে বাস করছি, তখন আর সামাজিক লোক-লজ্জা দেখবার তো কোনও প্রয়োজন নাই প্রভু! যখন নিজগুণে ঐ পদ সেবা করবার জন্য দাসীকে পদতলে স্থান দিয়েছ, তখন আর অভাগিনীকে সে সুখে বঞ্চিত ক'রো না। আমি দিবানিশি তোমার চরণসেবা ক'রে এখন যে সুখ অনুভব করছি, রাজ্যেশ্বরী থাকতে বুঝি এত সুখ কখনই অনুভব করতে পারি নাই। তখন যে তোমাকে সব সময় দেখতে পেতাম না, এখন যে সকল সময়েই তোমার দেবমূর্ত্তি নয়ন ভ'রে দেখতে পাচ্ছি। এ হ'তে আর আমার কি সুখ কি শান্তি আছে নাথ? তবে যদি একান্তই আমাকে

পিত্রালয়ে পাঠাতে সাধ হ'য়ে থাকে, তবে আমার সঙ্গে তুমিও চল, আমার পিতামাতা তোমাকে ইষ্ট-দেবতার ন্যায় যত্ন ক'রে রাখ্‌বেন।

নল। তোমার পিতামাতা যে আমাকে যত্ন ক'রে রাখ্‌বেন, সে কথা আমিও জানি ; কিন্তু একবার ভাব দেখি প্রিয়ে! যে নল এক দিন চতুরঙ্গ-দলে সুসজ্জিত হ'য়ে তোমার সয়ম্বর-সভায় উপস্থিত হয়েছিল, সেই নল আজ আবার তার সর্ব্বস্ব শত্রুকরে বিসর্জ্জন দিয়ে এই ভিক্ষুকের বেশে কোন্ মুখে সেখানে উপস্থিত হবে? ভাগ্যলক্ষ্মী অদৃশ্য হ'লে কখনই সে হতভাগ্যের আর কোনও আত্মীয় সুহৃদের নিকট গমন করা উচিত নয়। কেন না হৃদয় তখন নিতান্ত দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে, আত্মীয় সুহৃদের স্বাভাবিক হাসিও তখন বিদ্রূপ ব'লে মনে হয়। আদর, যত্ন, প্রীতি, স্নেহ, সবই যেন তখন একমাত্র অনুগ্রহ বা দয়ার রূপান্তর ব'লে ধারণা হয়। সুতরাং প্রিয়ে! এইরূপে এখন কোনও আত্মীয় বন্ধুর অনুগ্রহলাভে জীবনধারণ করাকে আমি নিতান্তই লজ্জা এবং ঘৃণার বিষয় ব'লে মনে করি। তুমিও তাতে কখনই প্রকৃত সুখ অনুভব কর্‌তে পার্‌বে না। তোমারও অন্তঃকরণে তখন প্রতি কার্য্যে আত্মীয়গণের মনে আমার প্রতি কোনও অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধার ভাব উপস্থিত হ'লো কি না, এই সন্দেহ সর্ব্বদা উদিত হবে। যদি কোনও কারণে বিপরীত ভাব দেখ্‌তে পাও, তা হ'লে বল দেখি প্রিয়ে! সে যন্ত্রণা কি তোমার মৃত্যু-যন্ত্রণার ন্যায় কষ্টদায়ক হবে না? আমার এখন যে অবস্থা, সে অবস্থায় এক বিজন অরণ্য ভিন্ন অন্য কোনও আশ্রয়স্থল নাই।

দময়ন্তী। তোমার যদি তা না থাকে, তা হ'লে আমারই বা থাক্‌বে কিরূপে? পিত্রালয়ে গিয়ে যদি কারও মুখে তোমার এই দৈব বিড়ম্বনার কথা রূপান্তরিতভাবে শুন্‌তে হয় অর্থাৎ তোমার সম্বন্ধে যদি কেহ কোনও নিন্দাবাদ কীর্ত্তন করে, তা হ'লে ভাব দেখি নাথ! আমিই বা কেমন ক'রে

তা সহ্য কর্‌বো ? তাই বল্‌ছি, তোমার যে গতি আমারও সেই গতি হবে ; আমাকে পিতৃগৃহে যেতে আর অনুমতি ক'রো না।

নল। [স্বগত] না, এভাবে কিছুতেই দময়ন্তীকে সঙ্গচ্যুত করা যাবে না। অথচ না কর্‌লেও তো আমি স্বাধীনভাবে নিশ্চিন্তমনে আমার ভ্রষ্ট রাজ্যের পুনরুদ্ধার চেষ্টা করতে পার্‌বো না। এখন কি উপায়ে দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করি ?

দময়ন্তী। কি চিন্তা কর্‌ছ প্রভু ? তোমার নীরব চিন্তা দেখ্‌লেই আমার প্রাণ কেঁপে উঠে, পাছে আমাকে তুমি পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যাও।

নল। না দময়ন্তী ! সে সব কিছুই নয়।

দময়ন্তী। তুমি আমার দেবতা ; তুমি যা বল্‌বে, তাই আমি বিশ্বাস কর্‌বো।

নল। এস প্রিয়ে ! আজ রাত্রি এইখানেই অতিবাহিত করি। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে ; চতুর্দ্দিকে নিবিড় বন, কোনও দিকে কোনও পথ আর দেখা যাচ্ছে না, কাজেই আজ এইখানেই নিশাযাপন কর্‌তে হবে। এস, আমরা এই বৃক্ষতলে উপবেশন করি।

[উভয়ের উপবেশন]

গীতকণ্ঠে নিদ্রা ও তন্দ্রার প্রবেশ।

গীত।

উভয়ে :— ওগো ! আমরা দুটী বোন্।

'নিদ্রা' 'তন্দ্রা' নামটী মোদের, আমরা এক সঙ্গেতে বেড়াই দুজন ॥

তন্দ্রা।— আমি হতাশ প্রাণে আশার স্বপন জাগিয়ে তুলি,

নিদ্রা।— আমি সকল চিন্তা দূর ক'রে দিয়ে ঘুমায়ে রাখি,

উভয়ে।— মোদের আপন পর কেউ নাই তো ভবে,
সবাই মোদের আপন স্বজন।
কত পুত্র শোকের হাহাকার,
মোরা হাত বুলিয়ে ভুলিয়ে দিই গো মুছে দিয়ে অশ্রুধার,
মোরা সবার প্রাণে শান্তি দিতে ঘুরে বেড়াই ভবন বিজন।

[প্রস্থান।

নল। দময়ন্তী! প্রিয়ে! কয়দিন ঘুমাওনি, আজ একটু ঘুমাও, আমার উরুদেশে মস্তক রেখে একটু ঘুমাও।

দময়ন্তী। তুমিও তো কয়দিন ঘুমাও নি, এস—একসঙ্গে দুজনেই ঘুমাই।

নল। না প্রিয়ে! একে ভীষণ অরণ্য, তাতে আবার চারদিকে সিংহ, ব্যাঘ্র গর্জ্জন করছে, এ সময়ে একসঙ্গে দুজনার ঘুমান উচিত নয়; বিশেষতঃ আমার এখনও ঘুম পায়নি, সুতরাং তুমিই প্রথম ঘুমাও, তারপর তুমি জাগ্‌লে আমি ঘুমাবো। ঐ যে তোমার হস্ত হ'তে ব্যজন শ্লথ হ'য়ে পড়্‌ছে, তুমি আর বস্‌তে পার্‌ছ না,—একটু ঘুমাও।

দময়ন্তী। একটু বাদেই আমি উঠ্‌বো কিন্তু, তারপর তুমি ঘুমাবে। [নলের উরুতে মস্তক রাখিয়া শয়ন] [স্বগত] আঃ—কত শান্তি এ শয়নে, কত তৃপ্তি এ নিদ্রায়, কত আনন্দ এ অবস্থায়! যে রমণী এইভাবে স্বামিসঙ্গিনী হ'য়ে অনাহারে থেকেও আমার মত এইরূপ প্রকৃতির মাধুরিময় কানন-প্রদেশে এসে স্বামীর কোলে মস্তক রেখে শয়ন কর্‌তে পেরেছে, সেই রমণীই আজ দময়ন্তীর সুখ-শান্তি হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পার্‌বে। আহা! আমি যেন স্বর্গে, আমি যেন অমৃত-হ্রদে ডুবে আছি, সর্ব্বশরীর যেন ক্রমেই শিথিল হ'য়ে তুহিন-সরোবরের স্বচ্ছ জলে মিশে যাচ্ছে! বড় সুখ—বড় শান্তি—বড় ঘুম নাথ! ঘু—মা—ই। [নিদ্রাভিনয়]

নল। [দময়ন্তীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া] আঃ—সর্ব্বসন্তাপ-হারিণী নিদ্রা! তোর কোলে একবার মাথা রাখ্‌তে পার্‌লে, আর তার কোন দুঃখ, কোন ক্লেশ, কোনও সন্তাপ থাকে না। তোর শীতল সংস্পর্শের কি মোহিনী শক্তি যে, স্পর্শমাত্রই কি এক পরম শান্তিরসে হৃদয় আপ্লুত ক'রে ফেলে। তোর ঐ স্নিগ্ধ শীতল মদিরাময় সংস্পর্শে জীবের জীবন্ত ভাব যেন এক মোহময় জড়তার সঙ্গে মিশে বিভোর হ'য়ে পড়ে। প্রিয়া আমার আজ সেই সর্ব্বসন্তাপনাশিনী সর্ব্বদুশ্চিন্তাবারিণী নিদ্রার অমৃতময় কোলে চ'লে পড়েছে। বৃক্ষান্তরাল-পতিত কৌমুদীরাশি প্রিয়ার আমার সুন্দর মুখখানির উপর পতিত হ'য়ে যেন আরও অনির্ব্বচ-নীয় সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি ক'রে তুলেছে। চন্দ্রের দিকে চাইলে, আর প্রিয়ার বদন-চন্দ্রের দিকে চাইলে, বুঝ্‌তে পারা যায় না যে কার সৌন্দর্য্য অধিক! বরং গগনচন্দ্রে কলঙ্ক-চিহ্ন দেখ্‌তে পাওয়া যায়, কিন্তু দময়ন্তীর মুখচন্দ্র নিষ্কলঙ্ক। ত্রিলোকের সমস্ত সৌন্দর্য্য হ'তে সার অংশ গ্রহণ ক'রে বিধাতা আমার প্রিয়ার মুখখানি সৃষ্টি করেছেন। এমন নয়নানন্দ মুখ-চন্দ্র দর্শন ক'রে যে তৃপ্তি হয় না। কিন্তু হায়! এমন মহামূল্য রত্নকে বিধাতা কেন আমার করে রক্ষা করেছিলে? এমন সুবর্ণ-লতিকাকে হায়! কেন বিধাতা এমন বিষ-বৃক্ষের আশ্রয়ে রক্ষা করেছিলে? এমন স্বর্গের জ্যোৎস্নাময়ী প্রতিমাকে কেন ভগবান সংসারে পাঠিয়ে দিয়েছিলে? আহা, নিদ্রালস মুদিতনয়না প্রিয়তমার নয়নের কি মোহ-মদিরা! সতত প্রিয়বিয়োগ-বিধুরা দময়ন্তীর অধর-ওষ্ঠের কি মাধুরীময় মৃদু মৃদু স্পন্দন! মৃদুল-সমীর-সঞ্চালিত শ্লথ কবরীর কুণ্ডল কেশরাশির কি অপূর্ব্ব শোভা! এ শোভা তো অনেক দিনই দেখে আস্‌ছি; কিন্তু এই প্রকৃতির নেত্র-বিমোহন লীলা-নিকেতনে আজ যেন সেই চির-পরিচিত শোভা কেমন এক নূতন ভাব ধারণ ক'রে আমার নয়নপথে পতিত হ'চ্ছে। আ-হা-হা!

এমন রত্নের যে অধিকারী, তার আবার কিসের অভাব, কিসের দুঃখ, কিশের ক্লেশ ?

নিয়তির অন্তরালে প্রবেশ।

নিয়তি ।—

গীত ।

রূপের মোহ-মদিরায় কেন হ'য়ে আছ অচেতন ?
রূপের নেশায় বিভোর হ'য়ে দেখিতেছ সুখ-স্বপন ।
আজি যে রমণী রূপ,　　হেরিতেছ অপরূপ,
কালি সে হইবে কালী (তখন) ফিরিয়ে না চাবে নয়ন ।

নল ।　　কে বলে রে অন্তরাল হ'তে,
কালি পুনঃ হেন রূপ হ'য়ে যাবে কালী ?
অসম্ভব—অসম্ভব !
এমন জ্যোৎস্নামাখা লাবণ্যের রাশি,
এমন অমিয়ভরা সুমধুর হাসি,
কোথা যাবে প্রিয়ারে ত্যাজিয়া ?
এ যে চিরস্থিরা মূর্ত্তিমতী সৌদামিনী লতা,
নলের সৌভাগ্যাকাশে হয়েছে স্ফুরিতা ॥

নিয়তি ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ ।

মেঘেতে দামিনী-খেলা,　　ক্ষণেকের তরে লীলা,
হ'তে তারে চিরস্থিরা কোথা দেখেছে কখন ?

নল ।　　সত্যই তো,
চঞ্চলা চপলা সে যে নিয়ত অস্থিরা ।

নয়তি।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

রমণীর রূপ-সুধা, পানে নাহি মেটে ক্ষুধা,
দুদিনের পরে সে যে করে বিষ উদ্গীরণ।

নল। তবে—কি এ চির-সুধা নয়,
দুদিনের পরে হবে তীব্র হলাহল
তবে—তবে কেন হায় নর
সুধা ব'লে পান করে হেন হলাহল ?

নিয়তি।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

মোহ-ঘোরে আছে যারা, নারী-প্রেমে মত্ত তারা,
মায়া-মরীচিকায় ভুলে বৃথা ন করে জীবন

নল। হায়! তবে এত দিন কি রে
এ জীবন বৃথায় কাটিল ?
তুচ্ছ নারী-প্রেম-তৃষ্ণায় কণ্ঠাগত প্রাণ,
বৃথা মরীচিকা মাঝে
করিতেছি হায় কি রে বারির সন্ধান ?

নিয়তি।—

পূর্ব্ব গীতাংশ

সুজন পথিক যারা, পথহারা নহে তারা,
দূরে পরিহরে তারা অসার কামিনী-কাঞ্চন।

নল। তবে কেন কামিনী সঙ্গিনী করি
পথে পথে করি পর্য্যটন ?

পূর্ব্ব হ'তে করেছিনু মনে,
না রাখিব রমণী সঙ্গেতে,
কিন্তু নানারূপ সন্দেহ-দোলায়
আন্দোলিত হ'তে ছিল অন্তর তখন,—
কিন্তু ঐ নিয়তির বাণী
ভেঙ্গে দিল সে সন্দেহ মোর।
দময়ন্তী ত্যাগে প্রাণ হইল প্রস্তুত,
ত্যজি তারে যাবো আজি নিজ পথে চলি।
আছে নিদ্রায় অচেতন দময়ন্তী এবে,
হেন অবসর আর না করিব ত্যাগ।

নিয়তি ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ

যায় দিন চ'লে ঐ, দেখিনি চাহিয়ে কৈ,
এখনও ব'সে কেন ভাবিতেছ অকারণ ?

নল। না—আর ভাব্‌বো না, আর নারী-মুখ দেখে ভুলে থাক্‌বো না। ওই দিন চ'লে যাচ্ছে, আমার ভবিষ্যতের আশা-ভরসা সঙ্গে নিয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঐ দিন চ'লে যাচ্ছে! আর তো সময় নাই, অনেক কাজ—অনেক কাজ এর মধ্যে সার্‌তে হবে। আর না—আর না, দময়ন্তীর মস্তক ধীরে ধীরে কোল হ'তে নামিয়ে রাখি। [তথাকরণ]

দময়ন্তী। [তন্দ্রাঘোরে] নাথ! না—থ!

নল। আহা, কি মধুর কোমল সম্বোধন! না—না, ও বিষ—ও বিষ, দুদিন পরেই আবার মধুর পরিবর্ত্তে বিষ বর্ষণ কর্‌বে। তবে কেন ভুল্‌বো? না, ভুল্‌বো না—কিছুতেই ভুল্‌বো না,—পুনরায় ডাক্‌লে কর্ণে অঙ্গুলি দিয়ে শ্রবণপথ রোধ ক'রে রাখ্‌বো।

নিয়তি।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

সাধ ক'রে বিষ করিস্‌নে আ... পান,
বিষের জ্বালায় শেষে হারাবি রে প্রাণ,
এই বেলা প্রাণ ল'য়ে ত্বরা কর্ পলায়ন।

নল। করি—তাই করি ; এই বেলা দময়ন্তী ঘুমিয়ে থাক্‌তে থাকৃতে পলায়ন করি, নইলে জেগে উঠ্‌লে যদি পালাতে না পারি—বিষধরী নারী যদি দংশন ক'রে বসে! তবে এই বেলা স'রে যাই ; কিন্তু—কিন্তু তাতেও যে বাধা পড়্‌লো ; এক বস্ত্র দুই জনে পরিধান ক'রে আছি, কিরূপে যাই ? তবে এক কাজ করি, বসনার্দ্ধভাগ আস্তে আস্তে ছিন্ন ক'রে ফেলি। [তথাকরণ] এইবার আর কোন বাধা নাই, এখন নির্ব্বাধে চ'লে যেতে পার্‌বো।

দময়ন্তী। [তন্দ্রাঘোরে] না—থ ! না—থ !

নল। আবার—আবার সেই সম্বোধন, আবার সেই আকর্ষণ, নিদ্রালস মুখবিবর হ'তে অস্ফুটভাবে সেই সুধামাখা মমতাময় সম্বোধন ফুটে বেরুচ্ছে। না– যাওয়া হ'লো না, এমন সোনার প্রতিমাকে হিংস্র জন্তুর মুখে ডালি দিয়ে কোন প্রাণে কেমন ক'রে চ'লে যাবো ? এমন জ্যোৎস্না-রূপিণী লাবণ্যের পুতুলীকে কেমন ক'রে এই গভীর বনে বিসর্জ্জন দিয়ে শূন্যপ্রাণে হাহাকার বুকে ল'য়ে চিরবিচ্ছেদের পথে চ'লে যাবো ? না,—না, তা পার্‌বো না। কোন্ দোষে এই পতিগতপ্রাণা নিরপরাধা সরলাকে চিরবিয়োগের হাহাকারময় শোক-স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে নিষ্ঠুর আমি নিজস্বার্থ-অন্বেষণে চ'লে যাবো ? তা হ'লে সংসার আমাকে কি বল্‌বে ? অন্তরীক্ষ থেকে দেবতা আমায় অভিশাপ প্রদান কর্‌বে। কিন্তু হায়, বিষম সমস্যা! কোন্ দিকে যাই ? কোন্ পথ অবলম্বন করি ? এক দিকে

কর্ত্তব্যের অনুরোধ, অন্য দিকে প্রাণের আকর্ষণ,—এক দিকে ঐ ভবিষ্যৎ-জীবনের অন্ধকারনাশী আশার আলোক প্রজ্বলিত হ'য়ে পথ দেখিয়ে দিচ্ছে, অন্য দিকে আবার চির-বিয়োগের অন্ধকারময় পথে ঐ একখানি অশ্রুসিক্ত মলিন মুখ কাতরনয়নে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। কি করি? কঠিন সমস্যা!

নিয়তি—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

প্রেমের কুহক-ফাঁদে প'ড়ে ভ্রান্ত নর,
জীবনের পথে যেতে কেন রে কাতর,
শত বাধা পায়ে দ'লে চল্, ঐ যে সম্মুখে তোর কর্ম্ম-নিকেতন॥

নল। ঐ পুনঃ নিয়তির বাণী—
সম্মুখে রয়েছে ঐ কর্ম্ম-নিকেতন!
শত বাধা-বিঘ্ন দলি পদতলে,
শত রমণীর প্রেম করি বিসর্জ্জন,
চ'লে যাবো চ'লে যাবো কর্ম্মক্ষেত্র মাঝে।
কেবা কার? আমি কার?
কোথা হ'তে আসি,
কোথা চ'লে যাবো!
এ সংসারে কেহ নহে কার,—
মূঢ় নর স্বপনের ঘোরে
পাতিয়ে সংসার-খেলা,
করে লীলা দারা সুত ল'য়ে।
ভাঙ্গে যবে কুহক-স্বপন,

থাকে না তখন কিছু,
সব চ'লে যায়,—
স্বপনে স্বপন-খেলার হয় অবসান,
জলবিম্বে জলবিম্ব তখনি মিশায়।
তবে কেন হায়! এত বিড়ম্বন,
কিসের বন্ধন?
ছিড়ে ফেলে তৃণ সম তায়,
চ'লে যাই জীবনের পথে।
[ক্ষণেক চিন্তিয়া]
কিন্তু জীবন-সঙ্গিনী এ যে থাকিবে পড়িয়া;
এক দিন স্বয়ম্বর-স্থলে,
দেবতার আকিঞ্চন করি পরিহার,
ইন্দ্র সহ একাসনে বসিবার শত প্রলোভন,
তুচ্ছ করি যে রমণী
সামান্য মানব মোরে
হাস্যমুখে বরমাল্য করেছিল দান,—
একদিন যেই নারী
সন্তানের স্নেহসূত্র করিয়ে ছেদন,
মাতৃ-স্নেহ-পারাবার করি মরুভূমি,
হতভাগ্য স্বামী সহ
অনায়াসে বনবাসে আসিল চলিয়া,—
একমাত্র পতিধ্যান—পতিজ্ঞান,
পতি বিনা যে রমণী কিছু নাহি জানে,
সংসার দুর্লভরত্ন হেন রমণীরে

করি ত্যাগ,
কেমনে কোথায় চ'লে যাইবারে হায় ?
নিদ্রাভঙ্গে যবে উঠি প্রিয়তমা
না দেখিতে পাবে মোরে,
বুঝিবে যখন নিশ্চয় ত্যজেছি তারে,
তখন—তখন এই পতিগতপ্রাণা
সংসার আঁধার হেরি হাহাকার করি
হা নাথ ! বলিয়ে ভূমে হইবে মূৰ্চ্ছিতা।
কে আছে এ বনে হায়,
কে দেবে সান্ত্বনা ?
হয় তো বা পতিব্রতা
পতিশোক পাসরিতে নারি,
প্রাণ পরিহরি সব কষ্ট করিবে মোচন।
এই সাধ্বী সিমন্তিনী
পতিশোকে হ'য়ে উন্মাদিনী,
দাবদগ্ধা কুরঙ্গিণী প্রায়
লক্ষ্যহারা ছুটিবে চৌদিকে।
তবে হায় কি করি উপায় ?
নিরুপায় মোরে
দেহ হরি ! সদুপায় আজি।
দেখাও সেই স্থির পথ প্রভু দয়াময় !
সেই পথ ধ'রে যাই কর্ত্তব্য সাধনে।

নল। না, ভেবে কিছুই স্থির কর্‌তে পার্‌ছিনে ! ভাবি—ভাবি. আবার ভাবি। [নীরবে চিন্তা।

নিয়তি— গীত।

এখনো ভাবনা তোর গেল না রে ভ্রান্ত নর।
সময় যে যায় ব'য়ে করিবি কি এর পর?
গেলে আর আসিবে কি রে, কভু তায় পাবিনে ফিরে
তোর সব আশা ভেসে যায় ঐ সময়ের স্রোতে মিশে,
শেষে হেলাতে হারিয়ে রতন কাঁদিবি রে নিরন্তর।
তাই বলি রে মেলি আঁখি, সঙ্কল্প হৃদয়ে রাখি,
ছুটে চল্ ছুটে চল্ কর্ম্ম তোরে লবে ডাকি,
থাকিস্‌নে রে ভুলে আর কর্ম্ম কর্ কর্ম্ম কর্।

নল। ঐ আবার নিয়তি আমায় কর্ম্মের তরে আহ্বান কর্‌ছে। কর্ম্মই তবে কর্‌তে হবে, কর্ম্মময় সংসারে পুরুষের কর্ম্মই একমাত্র শ্রেষ্ঠ; তাই ভগবান পুরুষকে কর্ম্মী ক'রে এই কর্ম্মক্ষেত্রে পাঠিয়েছেন। আমার কর্ম্মপথের একমাত্র বিঘ্ন এখন দময়ন্তী। দময়ন্তী সঙ্গে থাক্‌লে আমি কোনও কর্ম্মে মন দিতে পার্‌বো না। আর দময়ন্তীকে পরিত্যাগ ক'রে যেতেই বা এত চিন্তা কর্‌ছি কেন? যদি আমার অবর্ত্তমানে দময়ন্তীর কোনও বিপদ ঘটে, এই? কিন্তু সে প্রকৃত পতিব্রতা সতী, স্বয়ং ভগবানই সে সতীর দুঃসময়ে এসে সহায় হ'য়ে থাকেন, এরূপ দৃষ্টান্তের তো সংসারে অভাব নাই। আর এক ভাবনা—আমার অদর্শনে যদি দময়ন্তী প্রাণত্যাগ ক'রে বসে, এই? না—তাও হ'তে পারে না; কেন না সতী রমণী কখনো পতির দর্শন-আশা ত্যাগ ক'রে জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারে না,—পুনর্মিলনের সূক্ষ্ম আশাবৃন্তে সতীর জীবন-কুসুম সম্বন্ধ হ'য়ে থাকে। আরও এক কথা,—আমি যদি নিতান্তই সঙ্গচ্যুত হই, তা হ'লে দময়ন্তী নিশ্চয়ই তার পিতৃগৃহে গমন ক'রে আমার অনুসন্ধান করাবে। তবে আর চিন্তা ভাবনা কি? কঠিন সমস্যা তো এতক্ষণ পরে মীমাংসা হ'লো!

যদিও আমার অদর্শন জনিত ক্লেশ প্রিয়ার কোমল হৃদয়কে বড়ই বিচলিত ক'রে তুল্‌বে, কিন্তু সে সাময়িক ক্লেশ পুনর্মিলনের পূর্ণানন্দ-স্রোতে তখন কোথায় ভেসে চ'লে যাবে। তবে এইবার উঠি, হয় তো শীঘ্রই দময়ন্তী জেগে বস্‌তে পারে। [উত্থিত হইয়া স্থিরভাবে নিরীক্ষণ] আ-হা-হা, কি লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি রে! কি বিকচ কমল সদৃশ মুখপদ্ম রে! কিবা চিরতৃষিতের তৃষাবারিণী স্বচ্ছ সরসীর সুশীতল লহরী লীলা রে! ভোলা যায় না,—ভুল্‌তে পারা যায় না,—ঐ যে এখনও প্রিয়ার আমার স্ফুরিত অধরোষ্ঠপ্রান্তে শেষ মিলনের শেষ হাসিটুকু মাখা রয়েছে। নিদ্রার আবেশময় অঙ্কে শায়িতা প্রিয়তমার ললিত বাহুলতা দুটী আমার চির-কণ্ঠপাশ হ'তে বিমুক্ত হ'য়ে ছিন্ন মৃণালের ন্যায় আজ ভূমিতলে লম্বিত হ'য়ে আছে। আ-হা-হা! এরূপ দেখে যে আর সাধ মেটে না রে! মূঢ় নয়ন! আজ প্রাণ ভ'রে জন্মের মত এই শেষ রূপ-সুধা পান ক'রে নে; আর ভাগ্যে ঘট্‌বে না। ওরে কর্! আজ তোর এই পরিত্যক্ত অঙ্গের তুহিন-শীতল স্পর্শসুখ একবার চিরজন্মের মত অনুভব ক'রে নে। [অঙ্গস্পর্শ করিয়া] অহো, কিবা স্পর্শসুখ রে! সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন আমার শিথিল হ'য়ে আস্‌ছে! [উপবেশন]

নিয়তি—

গীত।

ওরে চ'লে আয় চ'লে আয় ফিরে আর চাস্ না।
কুহক-কুসুমমালা গলে তুলে দিস্ না॥

নল। না—না, আর চাবো না, আর এ মালা গলায় পর্‌বো না। এই যে এখনি চ'লে যাবো; একবার মাত্র দেখে নিলাম—যাবার সময়ে একবার মাত্র স্পর্শ ক'রে গেলাম।

নিয়তি—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

ও যে মায়াবিনী ললনা, মায়ারি ছলনা,
ছলনায় ভুলে যেন যাস্ না রে যাস্ না।

নল। না, এই উঠে দাঁড়িয়েছি। [উত্থান] এখন হরি ব'লে বেরিয়ে পড়ি, আর দেরী কর্‌বো না। [চক্ষু মুছিতে মুছিতে কিঞ্চিৎ গমনপূর্ব্বক] না—আর একবার মাত্র দূর হ'তে ফিরে চেয়ে দেখি ; কাছে যাবো না, এখান থেকে দেখি। [পশ্চাতে ফিরিয়া অশ্রু মুছিতে মুছিতে] অশ্রু! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর্, এমন সময়ে দৃষ্টির ব্যাঘাত করিস্‌নে। এর পর অনেক সময় পাবি, তখন অজস্রধারে ঝর্‌তে থাকিস্, কিন্তু এখন একবার ক্ষণেকের তরে রুদ্ধ হ'য়ে অপেক্ষা কর্, আমি আমার জীবন-সর্ব্বস্বের মুখচন্দ্র আর একবার দেখে যাই। না—এতদূর থেকে দেখা গেল না। একটিবার কাছে গিয়ে দেখে আসি। [পুনরায় ধীরে ধীরে নিকটে গমন]

নিয়তি—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ দুর্ব্বল মন, তবু কি রে আকিঞ্চন,
আরে রে নিলাজ কেন এখনও ভুলিস্ না॥

নল। একবার মাত্র, বিদায় গো! আর এই একবার মাত্র। শেষ হয়েছে, এই চল্‌লাম। [পুনরায় পশ্চাতে যাইতে যাইতে] পিপাসা তো মিট্‌ছে না, চির-তৃষিতের চির-তৃষ্ণা তো নিবারণ হ'চ্ছে না, আর একবার ফিরে চেয়ে দেখি। [তথাকরণ] ঐ যে, প'ড়ে রয়েছে, ঠিক্ সেইভাবে প্রিয়া আমার মাটীর উপর প'ড়ে রয়েছে। থাক্—থাক্, ঘুমাক্—ঘুমাক্, অভাগিনী আজ জন্মের শোধ ঘুমিয়ে নিক্। ঘুম! একটী প্রার্থনা—হতভাগ্য নলের আজ তোর কাছে একটী প্রার্থনা! আমি যাবার

সময়ে আমার দময়ন্তীকে ঘোর বনে শুইয়ে রেখে যাচ্ছি; তুইও যেন অভাগিনীকে আমার মত ত্যাগ ক'রে যাস্‌নে। দময়ন্তী! প্রিয়তমে! আজ এই শেষ সম্বোধন—আজ এই শেষ সম্ভাষণ—নিষ্ঠুর নলের মুখে তোমার পবিত্র নাম এই শেষ উচ্চারণ। যদি কখনো ভগবান দিন দেন, যদি কখনো হরি মুখ তুলে চান্, যদি কখনো এই দুর্ভাগ্যের পরিবর্ত্তন ঘটে, অদৃষ্টের কাল মেঘ যদি কখনো অনুকূল বাতাসে অপসৃত হয়, তবেই আবার দেখা হবে—তবেই আবার প্রিয়তমে ব'লে সম্ভাষণ কর্‌বো,—নতুবা—নতুবা এই পর্য্যন্ত। নতুবা প্রিয়ে! আমাদের এই নির্ব্বাসনই শেষ নির্ব্বাসন! [রোদন করিয়া করযোড়ে] হে রবি, শশী, নক্ষত্রগণ! হে বনতরু, বনলতা, বনবিহঙ্গমগণ! তোমাদের কাছে নল আজ করযোড়ে মিনতি ক'রে বল্‌ছে, তোমরা আমার অভাগিনী দময়ন্তীকে দেখো। আর কোথায় আছ হরি! মধুসূদন! আজ হতভাগ্য নল তার হৃদয়-প্রতিমাকে নিরাশ্রয়ভাবে এই জনশূন্য অরণ্য মধ্যে ফেলে জন্মের মত চ'লে যাচ্ছে। হে নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হরি! আজ আমার নিরাশ্রয়া কাঙ্গালিনী দময়ন্তীকে তোমার পদাশ্রয়ে রেখে চিরপ্রবাসে চ'লে যাচ্ছি, তুমি তোমার অভয় পদাশ্রয়ে অভাগিনীকে স্থান দিয়ে রক্ষা ক'রো। আর কিছু বল্‌বার নাই; এখন আমার কর্ম্মপথে চ'লে যেতে হবে।

[উচ্ছ্বাসের সহিত]
তবে কৈ সেই পথ—
কোন্ পথে চ'লে যাবো?
নিয়তি গো!
দেখাও দেখাও পথ ছুটে চ'লে যাই।

নিয়তি। ঐ পথ—ঐ পথ সম্মুখে তোমার,
ছুটে ছুটে চল—বিলম্ব ক'রো না।

[নিয়তি সহ বেগে নলের প্রস্থান।

নল। [নেপথ্য হইতে উচ্চৈঃস্বরে] দময়ন্তী!

নিয়তি। [নেপথ্য হইতে] আর না—আর না, ছুটে চল—ছুটে চল।

দময়ন্তী। [নিদ্রাভঙ্গে তন্দ্রালসচক্ষে] কৈ নাথ! এখনও না ঘুমিয়ে ব'সে আছ? এই যে আমি উঠে বস্‌ছি, তুমি এখন একটু ঘুমাও। [উত্থিত হইয়া নলকে না দেখিয়া ভীত ও বিচলিতভাবে] এঁ্যা! একি? নাথ কোথায় গেলেন? এই যে বসনের অর্দ্ধ ভাগ ছিন্ন করা দেখ্‌ছি। তবে কি সত্যসত্যই নাথ আমাকে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন? কিছুই যে বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। তবে কি আমাকে ভয় প্রদর্শন কর্‌বার জন্য একাকিনী রেখে কোনও গাছের আড়ালে কিংবা কোনও লতাকুঞ্জে গিয়ে লুকিয়ে রয়েছেন? দেখি—একবার চারদিকে খুঁজে দেখি। [চতুর্দ্দিক অনুসন্ধান] কৈ—কোথাও তো দেখ্‌ছিনে! ডাকি—একবার উচ্চৈঃস্বরে ডেকে দেখি। নাথ—নাথ!

কৈ—কোথা—নাহি পাই সাড়া।
কোথা প্রভু আছ লুকাইয়ে?
চারিদিকে অন্ধকার—ভীষণ অরণ্য,
দেখা দাও—বড় ভয় করে!
কৈ? তবু না পাই উত্তর!
তা হ'লে ভেঙ্গেছে বুঝি অভাগী-কপাল!
হায়! কাল ঘুম তুই,
কেন এসেছিলি আজ অভাগীর চোখে?
হায়—হায়, কি করি উপায়?

কোন্ দিকে যাই—কোন্ পথে ধাই ?
কোন্ পথে এতক্ষণ গেলা প্রভু চলি ?
বনতরু ! বনলতা ! বনবিহঙ্গম !
বল—বল কোথা গেল প্রভু মোরে ত্যজি ?
হে চন্দ্র নক্ষত্রকুল অনন্ত আকাশ !
হে রজনী, সদাগতি নৈশ সমীরণ !
দেখেছ কি ? দেখে থাকো যদি,
একবার কৃপা ক'রে বল বল মোরে,
কোন্ পথে প্রভু মোর করিলা গমন ?
হৃদয়ের প্রত্যক্ষ দেবতা !
অভাগীর জীবনসর্ব্বস্ব ! কোথা আছ ?
কাছে এসে দেখা দাও মোরে।
একে এই নিবিড় বনানি,
তাহে পুনঃ ঘোরা নিশিথিনী,—
একাকিনী ফেলিয়া আমারে,
কোথা গেলে বল প্রাণেশ্বর ?
ঐ চারিদিক্ হ'তে
স্তূপে স্তূপে অন্ধকাররাশি
আসিতেছে গ্রাসিবারে মোরে।
ঐ হিংস্র শ্বাপদ সকল,
দলে দলে ধায় মোর পানে।
ঐ ভূত পিশাচ প্রেতিনী
খল খল হাসে উচ্চরোলে !
এ সময়ে কোথা আছ নাথ ?

রক্ষা কর আসিয়ে বিপদে ।
হায়—হায়, নিরুপায়—নিরুপায়
ভেসে গেল সব আশা,
ফুরালো সুখের নিশা,
দুরাশার ছলে ভুলি আসিনু কাননে ।
ভাগ্যদোষে দয়াময় নিরদয় আজি,—
নিজ কর্ম্মদোষে আজি হারানু পতিরে ।
হা নাথ ! রহিলে কোথায়.
কোন্ দোষে দোষী তব পায় ?
একবার বলিলে না—একবার শুনালে না,
নীরবে নির্জ্জনে মোরে ক'রে গেলে ত্যাগ !
তোমা বই আর কেহ নাই মোর,
তোমা বিনা এ সংসারে জানি না কাহারে,
তব পদ-তরি ধরি
ভাসি শুধু সংসার-পাথারে,—
তবে কেন আজি মোরে অনাথা করিয়ে,
পথের কণ্টক সম দূরে উপাড়িয়ে,
দিয়ে গেলে ভাসাইয়ে দুঃখের সাগরে ?
না—না, আর নাহি কাটাবো সময়,
যাবো ছুটে নাথের সন্ধানে,—
কিন্তু কোথা যাবো ?
কোন্ দিকে গেলে পাবো তাঁরে,
ভাবিয়ে না পাই !
ঐ পথ—ঐ পথ গেছে ঐ দিকে,

ঐ পথে ছুটে যাই, যা থাকে কপালে।
[কিঞ্চিৎ গমন করিয়া]
না—না, এ যে দুই দিকে দুই পথ হেরি !
তবে কোন্ পথ ধরি, বুঝিতে না পারি,—
আমি নারী—
কেমনে করিব স্থির কোন্ দিকে যাবো ?
প্রভু ! স্বামিন্ ! হৃদয়-দেবতা !
তব নাম স্মরি—তব পদ ধ্যান করি,
যাই ছুটে দুই চোক যেই দিকে যায়।
দেখা যদি নাহি পাই,
ঝাঁপ দেবো সাগরের জলে !
যাই—যাই, এই পথে ধেয়ে যাই।

[বেগে প্রস্থান

শশব্যস্তে পুষ্কর ও গুণাকরের প্রবেশ।

পুষ্কর। কৈ—কৈ ? এই যে এই দিক্ থেকেই কথা বল্‌ছিল ! তবে আমরা আসতে না আস্‌তে কোথায় গেল ?

গুণাকর। বোধ হয় ঐ পথে পালিয়েছে ; চল—চল, দৌড়ে চল।

[উভয়ের বেগে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বনের অপর প্রান্ত।

সভয়ে বেগে দময়ন্তীর প্রবেশ।

দময়ন্তী। ঐ আসে—ঐ আসে
ভীষণ ভুজঙ্গ মোরে করিবারে গ্রাস।
রক্ষা কর—রক্ষা কর কে আছ কোথায়!
[সহসা নেপথ্য হইতে শর পতন]
ঐ কে অলক্ষ্যে থেকে করিয়ে সন্ধান,
বিনাশিল ভীম অজগরে!
কে তুমি গো জীবনরক্ষক?
যেই হও,
উদ্দেশে অভাগী তোমা করে নমস্কার।
[প্রণাম]

ধনুর্ব্বাণহস্তে ভীমকায় জনৈক ব্যাধের প্রবেশ।

ব্যাধ। [ভাল করিয়া দেখিয়া স্বগত] আরে এ যে বড়ি থাপ্‌সুরত্‌ জেনানা আছে। এমন থাপ্‌সুরৎ জেনানা তো হামার নজরে কোভি নেই পড়িয়েছে রে! বাহারে বাহা! কেমন কাল মিচ্‌মিচে আঁখি, কেমন টুক্‌টুকে ঠোট দুখানি! এ তো দেখ্‌ছি স্বর্গের পরী বঁটে!

দময়ন্তী। কে তুমি আমার জীবনরক্ষক? তোমাকে আমি পুনরায় নমস্কার করি। [তথাকরণ]

ব্যাধ। আরে নেহি—নেহি, ও পেন্নাম কেন করিস্‌ রে? তুঁহারে

দেখিয়ে হামার বড়ি তাক্ লাগিয়ে গিয়েছে রে! তুঁহার ঘর কুথা আছে রে পরী?

দময়ন্তী। সে কথা শুন না নিষাদ! সে বড় দুঃখের কথা, সে বড় কষ্টের কথা। এখন তুমি দয়া ক'রে যেমন আজ আমার জীবন রক্ষা করেছ, তেমনি দয়া ক'রে বল, এই পথে কোনও সন্ন্যাসীকে যেতে দেখেছ না কি?

ব্যাধ। হামার ডরে এ জোঙ্গলে কোন দেব্‌তা লোক পর্য্যন্ত আসে না, তা সন্ন্যাসী আসিবে কেমন ক'রে? হামার নাম ঝণ্টু সর্দ্দার, এই সারা জোঙ্গলটা হামারি আছে; হাজার হাজার জঙ্গলী লোক হামার হুকুমসে চলা-ফেরা করে।

দময়ন্তী। তবে আমায় এই বন থেকে বার হবার পথটা দেখিয়ে দাও, আমি চ'লে যাই।

ব্যাধ। আরে না রে—না রে, তুঁহারে তো হামি ছাড়্‌বে নাই। তুঁ চল্—হামার ঘরে চল্, তুঁহারে হামার সর্দ্দারণী করিয়ে রাখ্‌বো। কত যতন কর্‌বো, কত ভালবাসা কর্‌বো, মোস্ত মোস্ত ভৈইঁস্ গেণ্ডার গোধা বঁরা সব শিকার করিয়ে লিয়ে এসে তুঁহাকে খেতি দিব। তুঁহারে হামি এই পাঁজরার ভিত্‌রি গাঁথিয়ে লিব। খাঁসা খাঁসা ময়ূর-পাখনা কাটিয়ে আনিয়ে তুঁহার মাথায় পরিয়ে দিব। তুঁহার কাছে হামি বসিয়ে বসিয়ে ভারি মোজা কর্‌বো। তুঁ কেবল সুখের পায়রা সাজিয়ে বসিয়ে বসিয়ে মোর সাথে হাসি কর্‌বি।

দময়ন্তী। [স্বগত] একি! এ আবার কি কথা বলে? শুনে যে প্রাণ উড়ে গেল। যে রক্ষক, ভাগ্যদোষে সেই আবার ভক্ষক হ'য়ে বস্‌লো; ভগবান! অভাগিনীর কপালে এত কষ্টও লিখেছিলে?

ব্যাধ। আরে কেন রে কেন, হাম্মার সাথে কথা কহিছিস্ না কেন? তুঁহার মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনিতে হামি ভালবাসি।

দময়ন্তী। হে নিষাদরাজ! তুমি আমার জীবনরক্ষক পিতা; আমি তোমার কন্যার তুল্য, আমাকে তুমি ও সব কথা ব'লো না।

ব্যাধ। হো-হো-হো, এ কি বোলে রে? তুঁ হামার লেড়কী কেন হ'বি রে? তুঁ যে হামার পরাণটা কাড়িয়ে লিয়েছিস্ রে! তুঁ এখন চ, হামার সাথে হামার ঘরে চ। গাছের পাতা পাতিয়ে দিব, তাহার উপর তুঁ শুইয়ে ঘুম করিয়ে থাক্‌বি চ।

দময়ন্তী। [স্বগত] কোথায় আছ মহারাজ! একবার এসে দেখে যাও, যেমন নিরাশ্রয়ভাবে ফেলে গিয়েছ, তেমনি তার ফলভোগ কর্‌তে বসেছি।

ব্যাধ। আয়—আয়, আর ভাবনা করিস্ না। ডর কিসের? হামার সাথে চলিয়ে আয়। [হাত ধরিতে উদ্যত]

দময়ন্তী। [তৎক্ষণাৎ সরিয়া গিয়া] ছুঁও না—ছুঁও না নিষাদরাজ! তোমাকে মিনতি ক'রে বল্‌ছি, আমার গায়ে হাত দিও না। আমাকে চ'লে যেতে দাও, আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে কর্‌তে চ'লে যাই।

ব্যাধ। কুথা চলিয়ে যাবি? হামারে মারিয়ে ফেলে তুঁ কুথা চলিয়ে যাবি রে জান্? সে হামি তুঁহারে যাইতে দিব না।

দময়ন্তী। কি বিপদে ফেল্লে হরি! এ হ'তে যে আমার সেই সর্পের হাতেই মৃত্যু ভাল ছিল, এই সব নরকযন্ত্রণা প্রদান কর্‌বার জন্যই বুঝি আজ সেই ভীষণ ভুজঙ্গের করাল গ্রাস হ'তে রক্ষা করেছিলে?

ব্যাধ। শুন্ পরী! হামার কথা শুনিয়ে হাসি কর্‌তে কর্‌তে হামার ঘরে চলিয়ে আয়। আর এখানে কেন দাঁড়িয়ে থাকিস্? চল্—চল্; আয় তুঁহার হাত ধরিয়ে লিয়ে যাই। [ধরিতে চেষ্টা]

দময়ন্তী। [সরিয়া গিয়া] এভাবে আর কতক্ষণ পাপিষ্ঠের হাত হ'তে আত্মরক্ষা কর্‌বো ? হায়—হায় ! আজ কি সর্ব্বনাশ ঘটে বুঝি !

ব্যাধ। সরিয়ে সরিয়ে বেড়াস্ কেন রে পরী ? কথা না শুন্‌লে কি হামার হাত থেকে নিস্তার পাবি ? ইহাঁর নাম ঝণ্টু সর্দ্দার ; ইহাঁর হাতে পড়িলে আর তাঁহার বাঁচা থাকে না। এখনও তুঁহারে কহিছি, হামার কথা শুনা কর্, নয় তো জবরদস্তি করিয়ে টেনিয়ে লিয়ে যাবো—হাঁ। দে—তুঁহার হাত বাড়িয়ে দে, হামি ধরিয়ে লিয়ে যাই। [পুনরায় ধরিতে চেষ্টা]

দময়ন্তী। [সভয়ে সরিয়া গিয়া] না—না, আমারে ছুঁও না—ছুঁও না। আমি তোমার সঙ্গে যাবো না ; আমাকে ছেড়ে দাও, আমি আমার পতির অনুসন্ধানে যাবো।

ব্যাধ। তবে দেখ্, কেমন ক'রে তুহারে টানিয়ে লি। [আক্রমণ চেষ্টা]

দময়ন্তী। [চীৎকারপূর্ব্বক] রক্ষা কর—রক্ষা কর, কোথা দয়াময় ?

সহসা পুষ্কর ও গুণাকরের প্রবেশ।

উভয়ে। সাবধান দুর্ব্বৃত্ত পামর ! [উভয়ের একসঙ্গে অস্ত্রাঘাত করণ]

ব্যাধ। [চীৎকার-পূর্ব্বক যাইতে যাইতে] শালা জান্ লিয়া রে, শালা জান্ লিয়া রে !

[কাতরভাবে টলিতে টলিতে প্রস্থান।

পুষ্কর। ভয় নাই, দুষ্ট ব্যাধে করিয়াছি নাশ।

দময়ন্তী। কে তুমি, দেবর পুষ্কর ? তুমি এখানে কেমন ক'রে এলে ? কেনই বা এলে ?

পুষ্কর। তোমাকেই খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে এসে পড়েছি।

দময়ন্তী। কেন, শুধু আমাকে ? তোমার দাদাকে না ? তা হ'লে বুঝি মহারাজ বাড়ী গিয়ে তোমাকে আমার অনুসন্ধানে পাঠিয়ে দিয়েছেন ?

বল—বল পুষ্কর ! তোমাদের দুই ভ্রাতায় আবার মিলন হ'য়ে গেছে তো ? কেন দেবর ! তোমাকে তো মহারাজ চিরদিনই ভালবেসে এসেছেন। তবে দৈবচক্রে এতদূর ঘ'টে গেছে। যাক্, আবার যখন তোমাদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন হয়েছে, তখন আর সে গত বিষয়ের আলোচনায় কাজ নাই। তা হ'লে মহারাজ ভাল আছেন তো ? আমাকে ত্যাগ ক'রে গিয়েছেন ব'লে কেউ তো তাঁকে কোনও মন্দ কথা বলে নাই ? তাতে তাঁর কোনও দোষ নাই। সে সবই আমাদের সময়ের দোষে ঘটেছে। ভগ্নী মনোরমা ভাল আছে তো ? আর আমার ইন্দ্রসেন ইন্দ্রসেনাকে তাদের মামার বাড়ী থেকে আন্‌তে লোক পাঠিয়েছ ? তোমাকে দেখ্‌তে পেয়ে আমার প্রাণ যেন স্থির হ'লো। তোমরা এতক্ষণ না এলে পাপিষ্ঠ হয় তো আমার কি সর্ব্বনাশ ক'রে বস্‌তো ! এখন চল, আর এখানে তিলার্দ্ধও দাঁড়াতে ইচ্ছা করছে না। ওকি দেবর ! আমার কোন কথারই যে উত্তর দিচ্ছ না, তবে কি মহারাজের কোনও অনুসন্ধান এখনও পাওনি ? বল—বল দেবর ! সত্য ক'রে বল, আমার প্রাণ বড় উতলা হয়েছে !

[পুষ্কর ও গুণাকরের কর্ণে কর্ণে পরামর্শ ও গুণাকরের
দময়ন্তীর পশ্চাৎভাগে গমন, পুষ্করের ধীরে ধীরে
দময়ন্তীর দিকে অগ্রসর হওন]

দময়ন্তী। ওকি ! তোমরা কানে কানে কি পরামর্শ কর্‌লে ? আবার তুমি ও ভাবে আমার দিকে এগুচ্ছ কেন ? [চঞ্চল ভাব প্রদর্শন]

পুষ্কর। তুমি যাতে পালাতে না পার, তাই কর্‌ছি।

দময়ন্তী। কেন—আমি পালাবো কেন ? ওকি, অত কাছে আস্‌ছ কেন ? তোমার ভাব দেখে যে আমার বড় ভয় কর্‌ছে, তুমি একটু স'রে দাঁড়াও।

পুষ্কর। শোন সুন্দরী! আমি বহু দিন থেকে তোমার রূপমোহে মোহিত হয়েছি ; কেবল তোমাকে লাভ করবার জন্যই আমার অক্ষ-ক্রীড়ার ছল অবলম্বন করা। এখন তুমি নল-পরিত্যক্তা—একাকিনী। আর তোমার এভাবে থাকা উচিত হয় না। তুমি এখন গৃহে চল, আবার রাজ্যেশ্বরী হ'য়ে আমার বাম ভাগ আলো ক'রে বসবে। যেমন ছিলে, তার চেয়েও সুখে রাখবো। কেন বনবাসে উপবাসে নিজের অমন যৌবনটুকু নষ্ট ক'রে ফেল্‌বে? যে স্বামী আপনার পত্নীকে এমন একাকিনী বনের মধ্যে ফেলে অক্লেশে চ'লে যেতে পারে, সে আবার কিসের স্বামী? তেমন স্বামীর নাম করতেও নাই।

দময়ন্তী। এই জন্যই কি তুমি আমাকে ব্যাধের হাত থেকে বাঁচিয়েছ? ছলে রাজ্য কেড়ে নিয়েছ, তাতেও আশা মেটে নি? তারপর আবার এই নিরাশ্রয়া পথের ভিখারিণীর উপর এইরূপ অত্যাচার করতে এসেছ? ছিঃ ছিঃ পুষ্কর! ছিঃ ছিঃ দেবর! তুমি এমন অধঃপাতে গিয়েছ?

পুষ্কর। তা যদি গিয়ে থাকি, তা হ'লে সে কেবল এক তোমারি জন্য দময়ন্তী! তোমাকে পাবার জন্য যদি আমাকে আরও অধঃপাতে যেতে হয়, তাতেও পশ্চাৎপদ হবো না।

দময়ন্তী। ধর্ম্ম কি নাই?

পুষ্কর। বোধ হয় নাই ; থাকে যদি, তা হ'লে সে নিতান্ত অন্ধ, জড় ; তারে আমি কিছুমাত্র ভয় করি না।

দময়ন্তী। তা হ'লে তুমি এক কাজ কর ; নারীর বিপদের রক্ষক এক স্বামী, তা তিনিও যখন এই মহাপাপিনীকে ত্যাগ করতে পেরেছেন, আর প্রতিপদেই যখন আমার এইরূপ বিপদ উপস্থিত হ'চ্চে, তখন আর আমার এ জীবনধারণে কোনও লাভ নাই। তাই বলছিলাম, তুমি এক কাজ কর। তোমার ঐ তীক্ষ্ণ অসি দ্বারা এখনি এই পাপিনীর মস্তক

ছেদন ক'রে ফেল ; তা হ'লে আর আমাকে এই সব অত্যাচার ভোগ করতে হবে না।

পুষ্কর। কেন দময়ন্তী! মৃত্যুসাধ কেন? এখনও জীবনের অনেক সুখ বাকী আছে ; এত দিন যে সব সুখের মুখ দেখতে পাওনি. আমার রাণী হ'লে সে সব সুখই তুমি উপভোগ করতে পাবে

গুণাকর। বন্ধু তো তোমাকে ভাল কথাই বল্‌ছে ; মিছে দুঃখ কষ্ট ভোগ না ক'রে যাও—আবার গিয়ে পাটেশ্বরী হ'য়ে ব'সোগে।

দময়ন্তী। মৃত্যু! কোথায় তুই? যে আশাতে তোকে এতক্ষণ কামনা করি নাই, সে আশা আমার আর পূর্ণ হবে না। আজ বড় বিপদে প'ড়ে তোকে আমি করযোড়ে কামনা করছি, তুই এসে এই মুহূর্ত্তে আমাকে গ্রাস ক'রে ফেল্। আয় রে আয় কালসর্প! আর তোকে দেখে ভয়ে পলায়ন করবো না ; তুই এখনি এসে আমাকে দংশন কর্

পুষ্কর। শত মৃত্যুকে ডাকলেও আজ তুমি আমার হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারবে না। এখনও ভালভাবে তোমাকে বল্‌ছি, মানে মানে আমাদের সঙ্গে চ'লে এস, নতুবা প্রয়োজন হ'লে বলপ্রয়োগেও নিরস্ত হবো না।

দময়ন্তী। তা করবে বই কি! আজ সময় পেয়েছ, না করলে চলবে কেন? দুর্ব্বলা রমণীর উপর যদি বল প্রকাশ না করবে, তবে আর করবে কোথায়? ক্ষুদ্র পিপীলিকাকে যদি পাষাণখণ্ডে না পেষণ করবে, তবে আর বীরত্ব কিসের? কনিষ্ঠ হ'য়ে যদি জ্যেষ্ঠ সহোদর-পত্নীর উপর এই পশুবল প্রকাশ করতে উদ্যত না হবে, তবে আর ধর্ম্ম কিসের?

পুষ্কর। তোমার বিদ্রূপপূর্ণ তিরস্কার সহ্য ক'রে এখনও বল্‌ছি সুন্দরী! পুষ্করের আশা-সরোবরের ফুটন্ত পদ্মিনী! এস, আর কেন? পুষ্করের হৃদয়ে এসে ব'সো, চির-পিপাসুর পিপাসা আজ দূর হ'য়ে যাক্।

দময়ন্তী। [কর্ণে অঙ্গুলী দিয়া] ওঃ—আর পারিনে! কর্ণকুহর! রুদ্ধ হ—রুদ্ধ হ,—পৃথিবী! রসাতলে যা,—চন্দ্র সূর্য্য! অন্ধকারে অদৃশ্য হ,—সপ্ত সাগর! উথ্‌লে উঠে জগৎ-সংসার ডুবিয়ে ফেল। ধর্ম্ম! ধর্ম্ম যদি থাক, তা হ'লে তুমি এখনও এই পাপ অভিনয় দর্শন কর্‌তে পার্‌ছ? এখনও ঐ মাতৃহরণে উদ্যত মহাপাপীর পাপ উক্তি নীরবে সহ্য কর্‌তে পার্‌ছ? সর্প হ'য়ে দংশন কর্‌ছ না? বজ্র হ'য়ে চূর্ণ ক'রে দিচ্ছ না? আকাশ মস্তকে ভেঙ্গে পড়্‌ছো না? দাবানল হ'য়ে জ্ব'লে উঠ্‌ছো না? কালানল হ'য়ে ধ্বংস কর্‌ছো না? নাই—নাই, বুঝি তুমি আজ নাই! এই অভাগিনীর ভাগ্যগুণে বুঝি তুমিও সংসার থেকে বিলুপ্ত হয়েছ।

পুষ্কর। বিধুমুখী! শতমুখে ডাক যদি তুমি,
তবু ধর্ম্ম নাহি দিবে সাড়া।
অসাড় বধির ধর্ম্ম বীরের নিকটে,
দুর্ব্বলের কাছে তার মহা আস্ফালন।
তাই বলি অকারণ ধর্ম্ম ধর্ম্ম করি
প্রেমিকার সার মর্ম্ম যেতেছ ভুলিয়া।
কবে কোন্ সুন্দরী প্রেমিকা
মম সম প্রেমিক পুরুষে হেরি
না করিয়ে প্রেম-সুধাদান,
করে বল প্রত্যাখ্যান তারে?
তুমি বুদ্ধিহীনা অভাগিনী নারী,
তাই হেন অযাচিত সুখৈশ্বর্য্য হেরি
করিতেছ বৃথা পরিত্যাগ।
ছিঃ ছিঃ লো কামিনী!
তোমা সম না দেখি না শুনি,—

হেন রূপ থাকিতে ভামিনী,
যৌবনে যোগিনী সাজি বিপিনবাসিনী ?
শোন সার বাণী,—
চল রাজধানী, হ'য়ে রাজরাণী,
বিলাসিনী ! মম সনে দিবস রজনী
ভাসিবে লো বিলাসের স্রোতে।
ঐ কোমলাঙ্গ কমলাক্ষি তব
বিকচ কমল দিয়ে গড়িয়াছে বিধি,
হেন রত্ননিধি হেরিলে নয়নে,
কে পারে লো ত্যজিতে তাহারে ?
তাই বলি দময়ন্তী প্রণয়-প্রতিমা।
প্রেমনেত্রে করি দৃষ্টিপাত,
পুষ্করের প্রেম-তৃষা কর নিবারণ।

দময়ন্তী। আরে আরে দুষ্টমতি পিশাচ পুষ্কর !
অসহায়া নারী পেয়ে বিজন কাননে,
পশু সম বলিতেছ কুৎসিৎ বচন !
ছিঃ ছিঃ মনে কিছুমাত্র নাহি লজ্জা-লেশ ?
আমি তব জেষ্ঠ ভ্রাতৃ-জায়া জননী সমান,
মাতা-পুত্র সম্বন্ধ রে উভয়ের মাঝে,—
সে সম্বন্ধ না করি বিচার,
দুরাচার ! কেন সাধ পশু-আচরণে ?
মাতার উপরে
এইরূপে করে যদি পুত্র আচরণ,
তা হ'লে রে মহাপশু নিশ্চয় জানিস্,

মাতৃ-অভিশাপে কিম্বা মাতার নিশ্বাসে
পুড়ে যাবে ভস্ম হ'য়ে এ পাপ সংসার।
এখনো জ্বলিছে শূন্যে সূর্য্য চন্দ্র তারা,
এখনও দিবারাত্র হয় সমভাবে,
এখনো রুদ্ধ-গতি হয়নি পবন,
এখনও মাতৃনাম ভোলেনি সন্তানে,
তবে কেন পশু তুই পিশাচ-মূর্ত্তিতে
আসিলি রে পশুভাবে মাতৃ-সন্নিধানে ?

পুষ্কর। [গুণাকরের প্রতি জনান্তিকে] দেখ্‌ছি সহজে নোয়াবার পাত্র নয়; এইবার নিতান্তই বলপ্রকাশের প্রয়োজন হ'লো।

গুণাকর। [জনান্তিকে] এইবার সেই পুত্রকন্যার সংবাদটা দিয়ে শেষ চেষ্টা ক'রে দেখ, তারপর বলপ্রয়োগের ব্যবস্থা কর্‌লেই হবে।

পুষ্কর। শোন্‌ মুখরা রমণী! আমি এতক্ষণ বহু কষ্টে ধৈর্য্যধারণ ক'রে তোর এই সব কটুবাক্য সহ্য ক'রে আস্‌ছি, কিন্তু এর পর আর পার্‌বো না, নিশ্চয়ই আমার হস্তে তোকে বিশেষরূপে অপমানিত এবং [illegible]ত হ'তে হবে। তাই বল্‌ছি, যদি সে অপমান লাঞ্ছনার ভয় থাকে, তা হ'লে দ্বিরুক্তি না ক'রে এই মুহূর্ত্তেই আমার বাক্যে সম্মত হ'য়ে আমার সঙ্গে চল্‌। এ কথা তুই কিছুতেই যেন মনে স্থান দিস না যে, আজ পুষ্করের হাত থেকে তুই অব্যাহতি লাভ কর্‌বি! তোকে আয়ত্ত কর্‌বার জন্য আমার হাতে অনেক কৌশল আছে। তোর পুত্র কন্যাকে হরণ ক'রে এনে ভীষণ কারাগারে রেখে দিয়েছি, তাদের উদ্ধার কর্‌তে এসে তোদের সেই সেনাপতি এবং মন্ত্রীও আমাদের কাছে বন্দী হ'য়ে অন্ধকারময় কারাগৃহে কারাযন্ত্রণা ভোগ কর্‌ছে। এখন যদি তুই বিনা বাক্যব্যয়ে আমার আদেশ পালন না করিস্‌, তা হ'লে তোকে এখনই দৃঢ় রজ্জুতে বন্ধন ক'রে

নিয়ে চ'লে যাবো, তারপর আবার তোরই সম্মুখে তোর সেই পুত্র-কন্যাকে ঘাতকের দ্বারা অতি নির্দ্দয়ভাবে হত্যা ক'রে ফেল্‌বো; তখন বুঝ্‌তে পার্‌বি, পুষ্করের ষড়যন্ত্র কি ভয়ঙ্কর।

দময়ন্তী। [বিচলিত হইয়া] ওহো-হো, কি শুন্‌লাম—কি শুন্‌লাম! আমার সন্তানদের হত্যা কর্‌বে! হা মহারাজ! কোথায় তুমি?

[পতন ও মূর্চ্ছা]

[সহসা একদল ব্যাধের প্রবেশ ও আক্রমণ; মার্‌-মার্‌ শব্দে
পুষ্কর ও গুণাকরের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে
অবশেষে তাড়াইয়া লইয়া প্রস্থান।]

ব্যাধবালকবেশে মুরলীধরের প্রবেশ।

মুরলীধর।— গীত।

ওগো, হামি সবার পথ্‌ চিনিয়ে দি।
সুপথ কুপথ সব পথ হামি চিনিয়ে রেখেছি॥
হামি সারা জোঙ্গল ঘুরণা করি, হামি সারা জোঙ্গল ফির্‌না ফিরি,
সব পথ্‌হারা লোক খোঁজ্‌ করিয়ে হামি তাদের হাত ধরিয়ে লি।
কোন্‌ আছিস্‌ রে পথহারা লোক চল্‌ হামার পাশে,
হামি পথ্‌ দেখিয়ে লিয়ে চল্‌বো দেখ্‌বি অনাসে,
হামি বাঘ ভালুক কুছ্‌ ডর্‌ না করি, আগাড়ি চলি॥

দময়ন্তী। [চৈতন্য পাইয়া উঠিয়া] এঁ্যা! আমি কোথায়? আমার কানে যেন কার মধুর বাঁশী বাজ্‌ছিল! আমি যেন দেখছিলাম, কেমন একটী নবজলধরকায় বালক এসে আমার কাছে নেচে নেচে গান কর্‌ছিল। অমন রূপ তো আর কখনো দেখি নাই! তবে কি আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম? আর এখানে এই বনের মধ্যেই বা কেন? কিছুই যে স্থির ক'রে উঠ্‌তে পার্‌ছি না।

মুরলী। হে মাই! তুঁ পথ হারিয়ে ফেলিয়েছিস্? হামার সাথে আয়, হামি তুঁহারে পথ দেখিয়ে দিব। এ জোঙ্গলে বড়ো ভয়ের কথা আছে, কত কত শয়তান্ লোক আছে; এখানে তুঁ আর দাঁড়াস্‌নে, হামার সাথে চলিয়ে আয়।

দময়ন্তী। [স্বগত] ঠিক্ যেন এই রূপ, তার কথাগুলিও যেন এই বালকের মত মিষ্টি! [প্রকাশ্যে] কে বাবা তুমি?

মুরলী। হামি তুঁহার লেড়্‌কা আছি, তুঁ হামার মা আছিস্; তুঁ আদর করিয়ে হামারে যা বলিয়ে ডাক্‌বি, সেই-ই হামার নাম হোবে।

দময়ন্তী। তুমি এখানে কোথায় থাক?

মুরলী। তাহার তো কিছু ঠিকানা-উকানা নেহি মাই! যখন যেখানে খুসী, সেখানে হামি ঘুরিয়ে বেড়াই।

দময়ন্তী। [স্বগত] বালকটী আমার কোনও কথারই যেন ঠিক্ উত্তর দিচ্ছে না; হয় নিজের কোনও খবর নিজে জানে না, না হয় তো পরিচয় দিবার এর ইচ্ছা নাই।

মুরলী। কি ভাব্‌না কর্‌ছিস্ মাই? চল্—চল্, আর দেরী করিস্ না।

দময়ন্তী। আমাকে তুমি বন ছাড়িয়ে রাজপথ দেখিয়ে দিতে পার্‌বে বাবা?

মুরলী। কেন পার্‌বে না মাই? হামার তো ঐ পথ দেখিয়ে বেড়ানই কাজ মাই! হামি সব পথ চিনি মাই, সব পথ চিনি; তুঁহার কোন ভাবনা নেই, আমার সাথে সাথে চলিয়ে আয়।

দময়ন্তী। যাই তবে, তাই যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

পর্ব্বত-পথ।

করতালি দিতে দিতে হাস্যমুখে উন্মত্ত নলের প্রবেশ।

নল। বড় একটা মজার গল্প, বড় একটা হাসির গল্প। শুনবি তোরা? শোন্—শোন্; শুনে হাসি রাখ্‌তে পার্‌বিনে কিন্তু, শোন্ তবে বলি। নিষদ দেশে নল নামে এক রাজা ছিল, আর দময়ন্তী নামে বিদর্ভ দেশে এক রাজকন্যা ছিল, সে রাজকন্যাকে বিয়ে করবার জন্য স্বর্গের ইন্দ্র, অগ্নি, যম, বরুণ অনেক চেষ্টা করেছিল, কিন্তু রাজকন্যার বুদ্ধির দোষে তাদের বরণ না ক'রে শেষে সেই নলরাজকেই পতিত্বে বরণ কর্‌লে। তার পর সেই নলের এক ভাই ছিল, তার নাম পুষ্কর, সে দুষ্ট লোকের পরামর্শে কপট পাশায় নলকে হারিয়ে দিয়ে রাজ্য ধন কেড়ে নিয়ে দূর ক'রে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিলে; রাজা রাণী তখন ছেলে মেয়ে ফেলে, ভিখারী সেজে বনে বনে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। এক দিন কতকগুলি সোনার পাখীকে ধর্‌বার জন্য সেই বোকা রাজা কর্‌লে কি, তার পরণের যে কাপড় ছিল, তাই সেই পাখীর ঝাঁকের উপর ফেলে দিলে, পাখীগুলো সেই কাপড় নিয়ে হুস্ ক'রে উড়ে পালিয়ে গেল, বোকা রাজা তখন রাণীর কাপড়ের আধখানা প'রে চল্‌তে লাগ্‌লো। তার পর শোন কি মজাটা কর্‌লে! একদিন রাত্তির বেলায় বনের মাঝে নলের কোলে মাথা রেখে দময়ন্তী পরম সুখে ঘুমিয়ে আছে, এর মধ্যে সেই মতিচ্ছন্ন নল কর্‌লে কি, দময়ন্তীর মাথাটা আস্তে আস্তে নামিয়ে রেখে, কাপড়ের আধখানা ছিঁড়ে নিয়ে, সেই বনের মধ্যে দময়ন্তীকে বাঘ ভালুকের মুখের ধারে ফেলে রেখে কোথায় যেন ছুটে পালিয়ে গেল; আর ফিরেও সে দিকে

চাইলে না। দময়ন্তী জেগে উঠে তখন কি কর্‌লে, সে খবরটাও আর নিলে না। শুন্‌লি তোরা কেমন মজার গল্প? বল্‌ দেখি, দময়ন্তীর তখন কি মজা? চারিদিকে জঙ্গল, জনমানবের সাড়া নেই, বাঘ ভালুক সাপ চারিদিক থেকে গ'র্জ্জে বেড়াচ্ছে! কেমন মজা তখন বল দেখি? দময়ন্তী ঘুম থেকে উঠে নলকে দেখ্‌তে না পেয়ে হয় তো চীৎকার ক'রে বুক চাপড়ে কাঁদ্‌তে কাঁদতে চারিদিকে ছুটোছুটী ক'রে বেড়াচ্ছে। বল দেখি, তখন কি মজা হ'চ্ছে? হাঃ-হাঃ-হাঃ! বড় মজা! বড় মজা! বড় মজা!

অন্তরালে নিয়তির প্রবেশ।

নিয়তি।—

গীত

কে জানে কখন্ কি হবে ঘটন, বিধির লিখন কেউ বুঝিতে নারে।
যার যা কপালে লেখা তাই ফলে, মানুষ কি রে তায় ফেরাতে পারে॥
ভুবনে বিদিত ছিল নলরাজ,
দেখ তার দশা হ'য়েছে কি আজ,
রাজত্ব হারিয়ে ভিখারী সাজিয়ে, পাগল হইয়ে ঐ কানন মাঝারে॥

নল। হোঃ-হোঃ-হোঃ, আমি না কি পাগল? শুন্‌ছো সকলে? আমি না কি পাগল! কি মজা রে কি মজা! এই পাগলই না কি আবার এক দিন রাজাধিরাজ মহারাজ নলরাজ ছিল? কি স্বপ্ন রে কি স্বপ্ন! সে আবার না কি তার সেই রাজত্ব হারিয়ে ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে নিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে! চমৎকার,—চমৎকার! তার পর কি হয়েছে ব'লে যাও—ব'লে যাও, তোমার মুখে এমন সুন্দর উপন্যাসটা বড় চমৎকার শোনাচ্ছে। থেমো না—থেমো না, ব'লে যাও।

নিয়তি।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

সতী-সিমন্তিনী দময়ন্তী রাণী, পতি সনে হ'লো বিপিনবাসিনী,
হারা হ'য়ে শেষে পতিগুণমণি, পাগলিনী সম ভাসে অশ্রুধারে।

নল। হোঃ-হোঃ-হোঃ, আরো চমৎকার—আরো চমৎকার! এ বড় সুন্দর উপন্যাস বটে রে, এ বড় সুন্দর উপন্যাস বটে! পতিহারা হ'য়ে পাগলিনী সেখানে কেঁদে মরছে রে কেঁদে মরছে। এমন উপন্যাস তো আর কখনো শুনি নাই রে আর কখনো শুনি নাই। তোমায় আমি কি পুরস্কার দেবো, কিছুই যে আমার এখন নাই ভিখারিণী! যখন ছিল, তখন তো কখনো তোমাকে দেখ্‌তে পাইনি, তা হ'লে দিতে পার্‌তাম। এখন আমি নিঃসম্বল, কিছুই নাই, এই অর্দ্ধ ছিন্ন বসন মাত্র পরিধানে; এর আর অর্দ্ধেক আমি তাকে পরিয়ে রেখে এসেছি, তারও তাতে ভাল ক'রে লজ্জা মানাচ্ছে না, সে যে আমার বড় লজ্জাশীলা গো! দেখ, তাতেও তার কষ্ট ছিল না; এত যে অনাহার অনিদ্রা পথশ্রান্তি, কিন্তু সে আমার তার জন্য একটুও কষ্টবোধ কর্‌তো না। সে আমায় বল্‌তো যে, তার আমি কাছে থাক্‌লেই সকল থাক্‌লো। আমার জন্যে সে তার গর্ভের সন্তান পর্য্যন্ত ফেলে চ'লে এসেছিল, সে আমায় এমনই ভালবাস্‌তো গো! কিন্তু শোন, আমার তত সৌভাগ্য সইলো না, [চুপে চুপে] তাই আমি তারে বনের মধ্যে ফেলে পালিয়ে চ'লে এসেছি। বুঝেছ এখন আমার কথা? বেশী সুখের গরম আমার এ ধাতে সয় না, তাই আমি সাধ ক'রে সেই সুখের বোঝা ঝপাৎ ক'রে ফেলে দিয়ে স'রে চ'লে এসেছি। এখন এই বেশ আছি, দুঃখ অশান্তির হাত ধ'রে কেমন দিন রাত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি পাছে কোন সুখের হাওয়া আমার গায়ে লাগে, তাই ভয়ে ভয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছি। তুমি যেন কাউকে আমার খবর ব'লে দিও না

তা হ'লে আমি ম'রে যাবো, সুখের হাওয়াতে যেন কেমন একটা ভয়ানক বিষ মাথান আছে, তার স্পর্শে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্ব'লে যাবে, পুড়ে ভস্ম হ'য়ে যাবো।) হ্যাঁ—তারপর যে কথা শোনাবার জন্য তোমাকে কাছে ডেকে এনেছি, শোন—সেই কথা শোন; সে আমার সেই বনের মধ্যে না—না, সে কথা না,—ভুলে যাচ্ছি—বড় ভুলে যাচ্ছি, আচ্ছা একটু ভেবে মনে ক'রে নি। [নীরবে ক্ষণেক চিন্তা করিয়া দূরে অঙ্গুলি প্রদর্শনপূর্ব্বক নিম্নস্বরে] দেখ্ তো দেখ্, দূরে—বহু দূরে ঐ যে কে যেন এক রমণী-মূর্ত্তি দেখা যাচ্ছে না? হ্যাঁ,—হ্যাঁ, দেখ—দেখ, ঐ যে সেই মূর্ত্তি উদ্ধশ্বাসে দৌড়িয়ে এ দিকে আস্‌ছে। আবার দেখ—দেখ, ঐ পাগলিনী রমণীর পশ্চাতে পশ্চাতে কে একজন ভীমকায় দস্যু ছুটে আস্‌ছে! ঐ যে—ঐ যে, চেনা যাচ্ছে—মুখ দেখা যাচ্ছে, ও যে আমারই সেই পরিত্যক্ত উপেক্ষিত রত্ন দময়ন্তী। না—না, দেখ্‌বো না, ও দিকে চাইবো না। [হস্ত দ্বারা নেত্রাচ্ছাদন করিয়া পুনরায় চাহিয়া দেখিয়া সহসা চীৎকার-পূর্ব্বক] দময়ন্তী! দময়ন্তী! [পুনঃ নিম্নস্বরে] না—না, ডাক্‌বো না; ডাক্‌লে আর আস্‌বে না—আমাকে দেখ্‌লে ভয়ে পালিয়ে যাবে। আমি দস্যু, আমি যে তস্কর, আমি যে পিশাচ, আমি যে রাক্ষস, পেলেই অম্‌নি গ্রাস ক'রে ফেল্‌বো। হাঃ! হাঃ! হাঃ! [কিঞ্চিৎ নীরবে থাকিয়া সহসা চমকিত হইয়া]

ওই—ওই—ওই—
বিবসনা উন্মাদিনী ধূলাতে ধূসরা,
শিরে কর হানি ভয়েতে বিহ্বলা,
কে রমণী ধায় ঐ আলুথালু-বেশে!
না পারে চলিতে বেগে,
ক্ষণে ধায়, ক্ষণে চলে,
ক্ষণে পড়ে মহীতলে পুনঃ,

আঁখিতারা হ'তে
অজস্র ঝরিছে ধারা পথ নাহি পায়।
ঐ—ঐ, ঐ পুনঃ দেখ উর্দ্ধমুখে,
করুণ চীৎকার করি ডাকিছে কাহারে ?
আমারে—আমারে ঐ ডাকিছে কেবল—
"কোথা নাথ ! কোথা নাথ" বলি,
ঐ শুন কাঁদে ঐ দময়ন্তী মোর।
ঐ—ঐ—পুনঃ সেই ভীমকায়
দস্যুবেশে পাপিষ্ঠ পুষ্কর,
হরিবারে দময়ন্তী মোর
তীব্রবেগে পাছে পাছে ধায়।
ঐ ধরে—ঐ ধরে—
ঐ বুঝি করে সর্ব্বনাশ।
ত্রাসে কাঁপে থর্-থর্ দময়ন্তী ওই,
ভয় নাই—ভয় নাই, দময়ন্তী !
এই ছুটে যাই।

[বেগে প্রস্থান ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিয়তির প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

অরণ্য-প্রদেশ।

বিকৃতমূর্ত্তি নলের ধীরে ধীরে প্রবেশ।

নল। [করুণস্বরে] না—পেলেম না, এত খুঁজলাম, তবুও পেলাম না। কোথায় গেল তবে? আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব কোথায় গেল তবে? সে তো কোন পথ চেনে না, সে যে আমার ভয়বিহ্বলা কুরঙ্গিনী, পাতাটা নড়্‌লে কেঁপে উঠে, তবে সে একাকিনী কেমন ক'রে কোথায় যাবে? এ্যাঁ! তবে কি আমার দময়ন্তী নাই? চিরদুঃখিনী কি তবে আমার অদর্শন-ক্লেশ সহ্য কর্‌তে না পেরে প্রাণত্যাগ করেছে, কিম্বা কোন হিংস্র জন্তুর করাল গ্রাসে পতিত হয়েছে? আর কি তবে তাকে দেখ্‌তে পাবো না? দময়ন্তী! দময়ন্তী! প্রাণময়ী! সত্য সত্যই কি তুমি আজ নাই? আর কি তোমাকে এ সংসারের কোনও স্থানে খুঁজলেও দেখ্‌তে পাবো না? আমি মহাপাপী ব'লে কি স্বর্গের দেবী তোমাকে আর কখনো দেখ্‌তে পাবো না? বিনা দোষে তোমা ধনে বিসর্জ্জন দিয়েছি, আজ দেখে যাও এসে, তোমার জন্য হতভাগ্যের কি দুর্দ্দশা! অনাহারে অনিদ্রায় তোমার নাম ক'রে পথে পথে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে। ওহো-হো! দময়ন্তী! বড় জ্বল্‌ছি, বড় পুড়্‌ছি, জ্ব'লে জ্ব'লে পুড়ে পুড়ে অঙ্গার হ'য়ে যাচ্ছি। তুমি মহাসতী! তোমার দীর্ঘনিশ্বাস আজ তক্ষক-মূর্ত্তি ধারণ ক'রে আমাকে দংশন করেছে, সেই তক্ষক-বিষে চেয়ে দেখ সর্ব্বাঙ্গ আমার কালীময় হ'য়ে গেছে—দারুণ দুশ্চিন্তা-কীটের বিষম দংশনে যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে বেড়াচ্ছি। চেয়ে দেখ দময়ন্তী! জীবন্তে নরক-যন্ত্রণা ভোগ কর্‌ছি। দময়ন্তী! আর কষ্ট দিও না, আর পারি না! হৃদ্‌পিণ্ড ছিঁড়ে যাচ্ছে, মর্ম্মস্থল ভেঙ্গে যাচ্ছে, পাষাণ বুক ফেটে চুরমার হ'য়ে যাচ্ছে। একবারও এসে চেয়ে দেখ্‌লিনে পাষাণী।

এখনও কি পাপের শাস্তি দেওয়া তোর শেষ হ'লো না নিষ্ঠুরে? ওহো-হো! দময়ন্তী! দময়ন্তী! প্রাণ যায়, আর দাঁড়াতে পারছিনে। [দুর্ব্বলভাবে উপবেশ] ওহো-হো, আর নাই রে আর নাই। ঐ যে কে যেন আমার হৃদয় থেকে ডেকে বল্‌ছে যে, নিষ্ঠুর নল! তোরই নিষ্ঠুর অত্যাচারে সোনার প্রতিমা তোর, তোর সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ছিন্ন ক'রে জন্মের মত চ'লে গেছে হায়! হায়! কি নিষ্ঠুর আমি. এমন নিষ্ঠুরতা কেউ কখনো দেখে নাই না—আর কাঁদবো না, আর পাপ অশ্রু ফেলে তার পবিত্র আত্মার অশান্তি উৎপাদন কর্‌বো না। জীবনে তাকে আমি কোন দিন সুখী কর্‌তে পারি নাই; অভাগিনী কাঁদ্‌তে এসেছিল, আবার কেঁদে কেঁদেই চ'লে গেল ইহজন্মে আমি তার সকল সুখ হরণ করেছি, আবার পরলোকে কেন তারে কষ্ট দিতে যাচ্চি! না—দেবো না; সে দেবী, তাই সে চ'লে যেতে পেরেছে, আমি নরকের কৃমি, তাই আমি এই নরকে প'ড়ে আছি। ওহো-হো, সে আমার নাই রে নাই! মৃত্যু! তুইও কি নাই? আমার জীবন-তারাকে হরণ ক'রে তুইও কি সংসার থেকে অন্তর্দ্ধান হয়েছিস? বজ্র! আমার সুবর্ণ-লতিকাকে দগ্ধ ক'রে তুইও কি নির্ব্বাপিত হ'য়ে পড়েছিস্? নতুবা এই মহাপাপীর পাপ বক্ষে এখনও পতিত হ'চ্ছিস্ না কেন? ধর্ম্ম! না, ও নাম উচ্চারণের অধিকার আর আমার নাই। তবে আয় রে আয় নরক! দেখি, তোর বুকে কত কালানল আছে? তবে আয় অশান্তি! দেখি, তোর দংশনে কত বিষ আছে? আয়—আয়, মহাপাপীকে যন্ত্রণা দেবার যতরূপ যন্ত্রণাদায়ক ব্যবস্থা আছে, আয় সব একসঙ্গে ভীষণ রৌদ্রমূর্ত্তিতে এসে আমাকে গ্রাস কর্, দেখ্‌বো কত সহ্য করতে পারি—দেখ্‌বো কত জ্বল্‌তে পারি—দেখ্‌বো কত পুড়তে পারি—দেখ্‌বো এ নরক-যন্ত্রণার শেষ দৃশ্য কোথায়—দেখ্‌বো এই অনন্ত জ্বালাময় জীবনের শেষ সীমা কতদূরে—দেখ্‌বো মহাপাপীর কঠোর দণ্ডের পর্য্যবসান কোথায়?

নিয়তির প্রবেশ।

নিয়তি। এখনও তুমি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছ? এখনও তুমি কাজ ধর্‌তে পার্‌লে না? ছিঃ! ছিঃ!

নল। দাও, আমাকে শত ধিক্কার দাও, শত ঘৃণার নিষ্ঠীবন আমার অঙ্গে নিক্ষেপ কর, সহস্র বিদ্রূপের মলমূত্র আমার সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়ে দাও, কিছুতেই না—কিছুতেই এই নির্লজ্জের নির্লজ্জ প্রাণে লজ্জা দিতে পার্‌বে না।

নিয়তি। তুমি নির্লজ্জই বটে, নতুবা কি এত তিরস্কারেও তোমার লজ্জা হয় না?

নল। লজ্জা? লজ্জা কাকে বলে? তিরস্কার? তিরস্কারের কতটুকু শক্তি যে এ জড়কে চৈতন্য ক'রে তুল্‌বে?

নিয়তি। তুমি নিতান্ত কাপুরুষ, তাই তুমি কর্ত্তব্য ফেলে একটা তুচ্ছ রমণীর জন্য হাহাকার কর্‌ছো।

নল। সে আমার তুচ্ছ রমণী? তা হ'লে বিদেশিনী! তুমি কখনো সে প্রতিমাকে স্বচক্ষে দেখ নাই। সে স্বর্গের ছবিকে যদি দেখ্‌তে, তা হ'লে তুমিও ভুল্‌তে পার্‌তে না।

নিয়তি। মানুষ অধঃপতনে গেলে এইরূপ দশাই হয় বটে।

নল। অধঃপতন? তার তো তল আছে? তার তো শেষ আছে? কিন্তু আমি যেখানে পড়েছি, তার আর তল নাই—শেষ নাই, একবারে অতলস্পর্শ।

নিয়তি। [সক্রোধে] কাপুরুষ! নিলজ্জ! তুমি পুরুষ নামের অযোগ্য। যে পুরুষ নিজের কার্য্য বিস্মৃত হ'য়ে, নিজের উন্নতি-পথকে স্ব-ইচ্ছায় কণ্টকাকীর্ণ ক'রে রাখে, সে মহাপাপী—সে মহানারকী।

নল। কার্য্য! কার্য্য! কে কর্‌বে? নল? সে তো মরেছে, সতীর

দীর্ঘশ্বাসে সে তো অনেক দিন হ'লো পুড়ে ভস্ম হ'য়ে গেছে। এ যা দেখ্‌তে পাচ্ছ, এ নল নয়, এ সেই নলের প্রেতাত্মা নিজের উৎকট পাপের প্রতিফল ভোগ ক'রে বেড়াচ্ছে।

নিয়তি। শোন্ নরাধম! এখনও সময় আছে, এখনও অবসর আছে; যদি শান্তি পেতে চাস্, যদি এই ভীষণ যন্ত্রণার হাত হ'তে রক্ষা পেতে চাস্, তবে আমার উপদেশ মত কার্য্যে প্রবৃত্ত হ। আমি নিয়তি, আমার হাত থেকে কিছুতেই স'রে যেতে পার্‌বি নে।

নল। কি—কি, তুই সেই নিয়তি? তুই সেই রাক্ষসী নিয়তি? পিশাচী! সর্ব্বনাশী! তুই স'রে যা, তোকে দেখ্‌লে আমার জীবাত্মা কেঁপে উঠে। তুই-ই আমার সর্ব্বনাশ করেছিস্, তোরই প্ররোচণায় মুগ্ধ হ'য়ে সে দিন আমি আমার হৃদয়রত্ন দময়ন্তীকে চিরজন্মের শোধ হারিয়ে চ'লে এসেছি। রাক্ষসী! তুই আবার এসেছিস্? এবার আর কি সর্ব্বনাশ কর্‌বি? আর আমার দময়ন্তী নাই যে, তাকে কেড়ে নিবি!

নিয়তি। [সক্রোধে] কি? কি? কি? [ভীষণামূর্ত্তিতে নলের দিকে দৃষ্টিপাত]

নল। [সভয়ে] ওকি! ওকি! কি ভীষণ মূর্ত্তি! চক্ষুদ্বয় হ'তে যেন কালানল নির্গত হ'চ্ছে! ঝল্‌সে গেল,—সর্ব্বাঙ্গ ঝল্‌সে গেল, ম'লাম—ম'লাম! পরিত্রাহি—পরিত্রাহি! চল্—চল্ উগ্রচণ্ডা! চল্—আমাকে নিয়ে কি কাজ করাবি চল্; যাচ্ছি—আর বিলম্ব কর্‌বো না।

নিয়তি। তবে এখনি আমার সঙ্গে সঙ্গে চ'লে আয়।

[অগ্রে নিয়তি, পশ্চাৎ ভীত নলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

চেদীরাজ্যস্থ নগর-পথ।

অগ্রে অগ্রে উন্মাদিনী দময়ন্তী ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ করতালি দিতে দিতে এক দল বালকের প্রবেশ।

বালকগণ। [করতালি দিতে দিতে]

ও পাগ্‌লি! ও পাগ্‌লি তুই যাবি শ্বশুরবাড়ী।
পোট্‌লা পুট্‌লি বেঁধে তবে চল্‌ তাড়াতাড়ি॥

দময়ন্তী। [সভয় এবং চঞ্চলদৃষ্টিতে চারদিক দেখিতে দেখিতে] যাবো? যাবো? আমায় তোরা নিয়ে যাবি? কেউ দেখ্‌তে পাবে না তো? তারা আমার পেছন থেকে তেড়ে আস্‌বে না তো? তারা সব যমদূত, তাদের ভয়ে দৌড়ে পালিয়ে এসেছি।

বালকগণ। [পূর্ব্ববৎ পাঠ]

দময়ন্তী। বড় লজ্জা করে গো, বড় লজ্জা করে। আমি যে সে সংসারে আগুন জ্বেলে দিয়ে পালিয়ে এসেছি। আমায় দেখ্‌লে যে সবাই মেরে ফেল্‌বে, আমি যাবো না গো যাবো না।

বালকগণ। [পূর্ব্ববৎ পাঠ ও গাত্রে ধূলি নিক্ষেপ]

দময়ন্তী। ছিঃ—আমায় তোরা পাগ্‌লী বল্‌ছিস্‌? গায়ে ধূলী দিচ্ছিস্‌? না—না, আমি তো পাগ্‌লী নই, আমি যা—হিঃ-হিঃ-হিঃ, তা বল্‌তে যে বড় লজ্জা করে গো লজ্জা করে।

বালকগণ। পাগ্‌লী তুই হিঃ-হিঃ ক'রে হাস্‌,
নইলে তোর গলায় দেবো ফাঁস।

[চারদিকে বেষ্টন ও নৃত্য]

দময়ন্তী। দিবি? গলায় আমার ফাঁস এঁটে দিবি? দে! খুব শক্ত ক'রে এঁটে দিতে পার্‌বি? না—না, তা দিস্‌নে, তা হ'লে আমি ম'রে যাবো,—আমি ম'রে গেলে মহারাজ বড় রাগ কর্‌বেন। হিঃ-হিঃ-হিঃ, বড় হাসির কথা গো, সে বড় হাসির কথা! শুন্‌বি তোরা? শোন্‌। এক শুক আর সারী এক গাছের ডালে বাসা বেঁধে বাস কর্‌তো; দুজনে দিন রাত মুখোমুখী চোখোচোখী হ'য়ে থাক্‌তো। এক দিন এক দুষ্ট ব্যাধ না তাই দেখ্‌তে পেয়ে, চুপু চুপু সেই গাছের কাছে এসে দাঁড়ালো; শুক না তাই দেখ্‌তে পেয়ে ভয়ে ভয়ে সারীকে সেখানে সেই ব্যাধের হাতে ফেলে দিয়ে হুস্‌ ক'রে কোথায় যে উড়ে গেল, আর ফির্‌লো না। পোড়ারমুখী সারী ভয়ে তরাসে আর উড়তে পার্‌লে না; দুষ্ট ব্যাধ তখন তার বাণ দিয়ে তাকে বিঁধে নিয়ে বাড়ী চ'লে গেল। ব্যাথার জ্বালায় সে তখন ছট্‌ফট্‌ কর্‌তে লাগ্‌লো। হিঃ-হিঃ-হিঃ!

বালকগণ। পাগলী তোর পাগ্‌লা কোথা গেল?
চুণ কালী মুখে দিয়ে তাড়িয়ে তোরে দিল।

দময়ন্তী। তাড়িয়ে দেবে কেন? আমি যে ঘুমিয়ে থাক্‌লাম, আমার যে সে দিন সে কাল ঘুম ভাঙ্গলো না। আমার যে বড় ঘুম গো বড় ঘুম, পোড়া ঘুমেতেই তো আমাকে খেলে।

বালকগণ। ["পাগলী তুই যাবি শ্বশুরবাড়ী" ইত্যাদি পুনঃ পাঠ]

দময়ন্তী। [অন্যমনে] যাবো তো বাছা! কিন্তু কেউ যে নিতে আসে না, একাকী যেতে যে লজ্জা করে গো লজ্জা করে। আমি যে পোড়ার মুখী, আমার এই পোড়া মুখ দেখ্‌লে যে সবাই মিলে হাস্‌বে—ঘৃণা কর্‌বে—

গায়ে থুথু দেবে; আমি যে তা সইতে পার্‌বো না। তবে আমাকে যদি তিনি একবার নিতে আস্‌তেন, তা হ'লে তাঁর সঙ্গে যেতাম, আর কারো সঙ্গেতে যাবো না। তিনি যাবার সময়ে ব'লে গিয়েছেন, ফিরে আস্‌বার সময়ে আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবেন। তখন যাবো, তখন যাবো—এখন আর নয়, এখন গেলে সেই দুটো হতভাগা সন্তান আমাকে জ্বলিয়ে পুড়িয়ে মারবে। আমি অমন দিনরাত ধ'রে মা ডাক্ শুন্‌তে পারি না, তাই তো তাদের ফেলে পালিয়ে চ'লে এসেছি। সেই বড় হতভাগাটা এতদিন এই তোদেরই মত বড় হয়েছে। মরুক্‌গে, সে কথায় আমার কাজ নাই; ডাইনীর মুখে সে কথা কি ভাল শোনায়? রাক্ষসীর মুখে কি ছেলে মেয়ের গল্প ভাল লাগে? দূর্—দূর, সে সব কথা মন থেকে দূর হ'য়ে চ'লে যা। স্রোতের সেওলা স্রোতে ভেসে এসেছিল, আবার স্রোতে ভেসে চ'লে গেল, কূল ধরতে পেলে না,—কেউ তাদের কূলের দিকে টেনে আন্‌লে না। যা—যা হতভাগা সন্তান দুটো, ভাস্‌তে ভাস্‌তে অকূল সাগরে চ'লে যা। আর এ মুখো আসিস্ না, এখানে তোদের কে আশ্রয় দিয়ে রাখ্‌বে? যে তোদের আশ্রয় দিয়ে রাখ্‌বে, সে যে চ'লে গেছে, আর তার দেখা পাবিনে, তবে আর কার কাছে আস্‌বি—কার কাছে দাঁড়াবি? এ রাক্ষসীর কাছে এলে প্রাণ বাঁচাতে পার্‌বি না, ক্ষিদের জ্বালায় ধরে খেয়ে ফেল্‌বো। যা—যা—স'রে যা, তোদের শুক্‌নো মুখ দুখানা কেন এনে আমার চোখের সাম্‌নে ধর্‌লি? আমি দেখ্‌বো না, তবুও জোর ক'রে দেখাবি? এ তো বড় দায় রে! এ তো ভারি বিপদ রে! দেখ্‌তাম যদি, তা হ'লে আস্‌বার সময়ে দিয়ে এসেছিলাম কেন?

বালকগণ। পাগ্‌লী তুই হিঃ-হিঃ ক'রে হাস্,
নইলে তোর গলায় দেবো ফাঁস।

দময়ন্তী। [অন্য দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে] এ্যাঁ! ও কারা রে? দুটী

সুন্দর বালক,—তার একটী ছেলে, একটী মেয়ে, দুজনারই হাত আবার লোহার শেকল দিয়ে বাঁধা। কচি হাত ফেটে যেন রক্ত পড়্‌ছে! আহা কাদের বাছারা গো? মলিন মুখ দুখানা দেখ্‌লে প্রাণ যেন ফেটে যায়। আবার ঐ এক যমদূত এসে বাছা দুটীকে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে যাচ্ছে! কোথায় অন্ধকারের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে, আর দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে না। ঐ যে—ঐ যে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে একটা আলো জ্ব'লে উঠ্‌লো। ওঃ—কি ভীষণ দৃশ্য রে! সাম্‌নে হাড়িকাঠ, পাশে সেই যমদূত একখানা ভীষণ খাঁড়া হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে,—বাছাদের বুঝি বলি দিতে নিয়ে এসেছে! আহা, বাছারা ভয়ে থর্‌-থর্‌ ক'রে কাঁপ্‌ছে, আর দু-চোখ বেয়ে জলধারা গড়িয়ে পড়্‌ছে। দুধের শিশু দুটী উচ্চৈঃস্বরে মা মা ব'লে ডাক্‌ছে। হায়! হায়! কোন্ হতভাগিনীর যেন ভরা বুক খালি ক'রে রত্ন দুটিকে কেড়ে নিয়ে এসেছে রে! ঐ যে সম্মুখের আলো আরও জ্ব'লে উঠ্‌লো, এখান থেকে সব পরিষ্কাররূপে দেখা যাচ্ছে। [চমকিত হইয়া] ওরে! ওরে! ও যে আমারি রে! ও যে আমারি ভাঙ্গা বুকের দুখানা অস্থি, আমারি সর্ব্বনাশ কর্‌তে পাপিষ্ঠ পুষ্কর আমারই বাছাদের বলি দিতে নিয়ে এসেছে। ঐ যে, ঐ যে ইন্দ্রসেন ইন্দ্রসেনা আমার মর্‌বার ভয়ে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রয়েছে! আমি এখন কি করি? কেমন ক'রে ওখানে যাই? আমার হাত পা যে পাষণ্ডেরা বেঁধে রেখে গিয়েছে। ওগো! ওগো! তোমরা আমাকে একবারটী ছেড়ে দাও গো, একবারটী ছেড়ে দাও, আমি আমার বাছাদের রক্ষা করি গে—আমি আমার বাছাদের একবার গিয়ে বুকে করি গে। ঐ—ঐ, ঐ গো ঐ, পাপিষ্ঠ পুষ্কর খাঁড়া উঠালে! আর রক্ষা নাই, রক্ষা নাই,—এখনি আমার সর্ব্বনাশ কর্‌বে। যাই—যাই, বাঁধা ছিঁড়ে চ'লে যাই! হরি! রক্ষা ক'রো।

[বেগে প্রস্থান ও পশ্চাৎ বালকগণের প্রস্থান।

ধর্ ধর্ শব্দে যষ্টিহস্তে বেগে কতিপয় বণিকের প্রবেশ।

সকলে। এই যে—এই যে, এই দিকে এসেছে, কোথায় গেল ?

১ম বণিক। আমি তখনি বলেছি যে, সে কখনই মানুষ নয়—রাক্ষসী !

২য় বণিক। আমি গোড়া থেকেই ব'লে আস্‌ছি ওটাকে সঙ্গে নিয়ে কাজ নাই, ওটা নিশ্চয়ই ডাইনী।

৩য় বণিক। তখন যদি আমার কথা শুন্‌তিস্, তা হ'লে কি আর আমাদের এমন সর্ব্বনাশটা হয় ?

৪র্থ বণিক। মথুরাটা আবার তখন বলে কি না যে, "ওটা নিশ্চয়ই কোন ভদ্দর ঘরের মেয়ে, দুঃখে পড়েছে, সঙ্গে নিয়ে আয়, শেষে যেখানে যেতে চায় সেখানে যাবে।" আমার কিন্তু তখনি মনে হয়েছিল যে, ওটা কখনই ভদ্দর ঘরের স্ত্রী নয়।

১ম বণিক। আরে, ভদ্দর মানুষের স্ত্রী হ'লে কি অমন একলা একলা বনে বনে ঘুরে বেড়ায় ?

২য় বণিক। রাত্তিরে যখন সেই বুনো হাতীগুলো এসে আমাদের দলের মধ্যে পড়ে, তখনি আমি বুঝেছিলাম যে, এ সেই মায়াবিনী রাক্ষসীর কারখানা ; নইলে বল্ দেখি, আমরা চিরকালই তো এই পথে বাণিজ্য কর্‌তে যাওয়া আসা করি, কবে এমন বুনো হাতীর হাতে পড়া গেছে ? ডাইনীটেকে এখন পেলে হ'তো যে, তা হ'লে দেখা যেতো।

৩য় বণিক। সেই সকাল থেকে পেছু লেগেছি, তবুও এতগুলো মর্দ্দ আমরা সেটাকে ধর্‌তে পার্‌লুম না !

৪র্থ বণিক। চল্—চল্, এই পথে একবার খুঁজে দেখি। পেলে একবার এই বাঁশের বাড়ীতে বেটীর মাথাটা ছাতু ক'রে ফেল্‌তুম্।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মশান।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনাকে লইয়া ঘাতকের প্রবেশ।

উভয়ে।—[সরোদনে]

গীত।

কোথা আছ বিপদ-কাণ্ডারী?
প'ড়ে ঘোর বিপদে ডাকি তোমায়,
একবার দেখা দাও হে বিপদহারী॥
শৈশবে প্রাণ অস্ত হ'লো, কোন সাধ না মিটিল,
মনের আশা মনে মিশিল,
তোমার সাধন ভজন আর তো হ'লো না হে, (মধুর হরি বলা ফুরাইল)
(তোমায় দেখ্‌তে পেলাম না হরি)
তোমার সাধন ভজন, চরণপূজন, সব শেষ হ'লো আজ হে মুরারী।
মাতা পিতা হারাইলাম, মরণকালে না হেরিলাম,
জন্মের মত ছেড়ে চলিলাম,
আর এ জীবনে দেখা হ'লো না হে, (মায়ের কোলে উঠ্‌তে পেলাম না হে)
(আর তো মা মা ব'লে ডাক্‌বো না হে)
আর এ জীবনে, কারও সনে দেখা হ'লো না হ'লো না হরি॥

ইন্দ্রসেনা। দাদা! হরির নাম করলে, হরি ব'লে ডাক্‌লে, কোনও বিপদ থাকে না, তবে আমাদের ভাগ্যে এমন হ'লো কেন দাদা?

ইন্দ্রসেন। ইন্দ্রসেনা! আমাদের ভাগ্যই এই রকম, নইলে বল দেখি, এমন মা বাবা থাকতে, মা বাবার স্নেহ ভালবাসায় বঞ্চিত হ'লাম কেন? এমন ক'রে কোলের সন্তানকেই বা ফেলে চ'লে যাবেন কেন? আমরা যে আর জন্মে কত পাপ করেছি ইন্দ্রসেনা, তাই তো আমাদের এত কষ্ট পেতে হ'চ্ছে। এ পাপের শরীর থাকতে আমাদের দুঃখ দূর হবে না, হরিও দয়া করবেন না।

ইন্দ্রসেনা। তবে তো এখনি এই পাপের শরীর আমাদের নাশ হ'য়ে যাবে, তারপরেই বুঝি হরি আমাদের দয়া করবেন?

ঘাতক। আয়—এখন তোদের সেই পাপের শরীর নাশ ক'রে দিই, ল্যাঠা চুকে যাক্।

ইন্দ্রসেনা। ঘাতক! তুমি কি আমাদের কেটে ফেল্‌বে?

ঘাতক। না, তোমাদের বিয়ে দিতে নিয়ে এসেছি। হাতে খাঁড়া দেখ্‌ছিস্ না, এই খাঁড়ার মালা গলায় পরিয়ে দিয়ে বিয়ে দিয়ে দেবো।

ইন্দ্রসেনা। [সভয়ে] দাদা! দাদা! [ইন্দ্রসেনের বুকে মুখ লুকাইয়া রোদন]

ইন্দ্রসেন। আর এখন ভয় কি ইন্দ্রসেনা? এ প্রাণ গেলেই তো আমরা হরির দেখা পাবো।

ঘাতক। হ্যাঁ, হরি তোদের জন্য বাঁশী হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ভয় কি?

ইন্দ্রসেনা। কোথায়? কোথায় হরি দাঁড়িয়ে রয়েছেন?

ঘাতুক। যমের বাড়ীর আস্তাকুড়ে।

ইন্দ্রসেন। ঘাতক! তুমি কি একসঙ্গেই আমাদের দু ভাই-বোন্‌কে কেটে ফেল্‌বে, না এক জন এক জন ক'রে?

ঘাতক। এক সঙ্গে কাট্‌লে আর মজা কি? একটা ক'রে বলি দেবো, আর একটা তাই দেখে ছট্‌ফট্ কর্‌বে, তবে তো মজা!

ইন্দ্রসেন। তবে আমাকেই আগে বলি দাও, আমি দাঁড়িয়ে থেকে ইন্দ্রসেনার মরণ দেখ্‌তে পার্‌বো না।

ইন্দ্রসেনা। না ঘাতক! আমাকেই বলি দাও, আমি দাদার মরণ দেখ্‌তে পার্‌বো না।

ঘাতক। মহারাজের যেমন হুকুম, আমি তাই কর্‌বো।

ইন্দ্রসেন। মহারাজ কাকে আগে কাট্‌তে হুকুম দিয়েছেন ঘাতক?

ইন্দ্রসেনা। কাকা কি আমাদের বলিদান দেখ্‌তে আস্‌বেন ঘাতক?

ঘাতক। না—না, তোদের কেটে সেই রক্ত নিয়ে দেখাতে হবে; শেষে সেই রক্ত দিয়ে মহারাণী স্নান কর্‌বেন।

ইন্দ্রসেনা। আমাদের রক্ত দিয়ে নাইলে কি কাকীমার তাতে শরীর ঠাণ্ডা হবে?

ঘাতক। না হ'লে আর বলেছেন কেন?

ইন্দ্রসেন। আমাদের এ রক্ত যে বড় গরম ঘাতক! ক্ষিধের জ্বালায় জ্ব'লে জ্ব'লে, মনের কষ্টে পুড়ে পুড়ে, এক দিনে আমাদের রক্ত যে আগুন হ'য়ে গেছে ঘাতক! এমন আগুনের মত রক্তে নেয়ে কি তার দেহ শীতল হবে?

ঘাতুক। গরম রক্তেই তিনি নাইবেন বলেছেন।

ইন্দ্রসেন। তা হ'লে তাঁর স্নেহের শরীরে যে তাপ লাগবে ঘাতক!

ঘাতুক। যা—যা, আর তোদের সঙ্গে বক্‌তে পারিনে। এসেছিস্ মর্‌তে, পাঁঠার মতন থর্ থর্ ক'রে কাপ্‌বি, তা না হ'য়ে জ্যাঠামো যুড়ে দিলে, আচ্ছা ছেলে বটে তোরা!

ইন্দ্রসেন। এক দিন তো মর্‌তে হবেই ঘাতক! না হয় কিছু আগে

মর্‌বো; আগে ম'লে আবার আগে জন্মাতে পার্‌বো, এবারে আগে থেকেই হরির সাধনা কর্‌তে আরম্ভ কর্‌বো। এ জন্মে তো কিছু কর্‌তে পার্‌লাম না। এবার কেমন ক'রে ডাক্‌তে হয়, তা শিখে গেলাম; পর জন্মে আর নূতন ক'রে শিখ্‌তে হবে না। আরও এক কথা—এ জীবনে তো এ দেহ দিয়ে পিতা মাতার কোনও কাজ কর্‌তে পার্‌লাম না, তাই আজ পিতৃব্যের যদি কোনও শান্তি দিতে পারি, তা হ'লেও দেহধারণ সার্থক হয়েছে ব'লে মনে কর্‌বো।

ঘাতক। [স্বগত] ছোঁড়াটা বল্‌ছে মন্দ নয়; কথাগুলো শুনে যেন রাগ হ'চ্ছে না।

ইন্দ্রসেনা। দাদা! দাদা! কাট্‌বার সময়ে কি চোক্ বুজে থাক্‌বো? তা হ'লে কি বেশী ভয় কর্‌বে না?

ঘাতক। [স্বগত] ঠিক্ যেন বিয়েব ক'নের মত কথা কইছে, সাত পাক ঘুরাবার সময়ে চোক বুজে থাক্‌বে কি মেলে থাক্‌বে, যেন আগু থেকে তাই শুনে নিচ্ছে। ছুঁড়ীটের কথা আরও যেন মিষ্টি!

ইন্দ্রসেন। ইন্দ্রসেনা! এখন আর অপর কথা ভেবো না, কেবল একমনে সেই দ্বিভূজ মুরলীধর শ্যামসুন্দরকে প্রাণের মাঝে চোক্ বুজে ভাবনা কর, তা হ'লে আর মৃত্যুযন্ত্রণাবোধ থাক্‌বে না।

ইন্দ্রসেনা। তাই কর্‌ছি দাদা! কিন্তু আগে একটা কথা ব'লে রাখি।

ইন্দ্রসেন। কি বল্‌বে ইন্দ্রসেনা, বল।

ইন্দ্রসেনা। তুমি কিছুতেই আগে মর্‌তে পার্‌বে না বল?

ইন্দ্রসেন। আমি যে তোমার আগেই সংসারে এসেছি ইন্দ্রসেনা! যে আগে আসে, তাকেই আগে যেতে হয়। আমি যখন আগেই এসেছি, তখন আমিই আগে চ'লে যাই; তারপর তুমি আমার পেছু পেছু যেয়ো। দেখ্‌তে পাও না? আমি সব কাজেই তোমার আগে আগে থাকি,

তবে আজ তার অন্যথা কর্‌তে চাইছ কেন ইন্দ্রসেনা? আমি যে তোমার দাদা, তুমি যে আমার ছোট বোন, আমার কথা তোমাকে শুনে চল্‌তে হয়।

ইন্দ্রসেনা। না দাদা! তোমায় মিনতি করি, আজ আর আমাকে ও কথা ব'লো না, আজ আমার এই শেষ কথাটী তোমায় রাখ্‌তেই হবে। তুমি আজ আগে যেতে পার্‌বে না।

ইন্দ্রসেন। না লক্ষ্মী বোন্‌টী আমার! দাদার কথা শোন, এদ্দিন যখন শুনে এসেছ, আজও তেমনি শোন। আমি তোমার হতভাগ্য দাদা, নতুবা তোমার মত স্নেহের বোন পেয়েও একদিনও তো প্রাণ ভ'রে ভাল-বাসা দেখাতে পারি নাই। ছোট ভাই ছোট বোনকে বিপদ আপদ্ হ'তে দাদাই রক্ষা ক'রে থাকে; কিন্তু সে রক্ষা করা থাক্, আজ তোমার মৃত্যু আমাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে হবে? সে আমি পার্‌বো না। মহারাজ যে তোকে আমার কাছে রেখে গিয়েছেন, আমি তো তোকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌লাম না। [সরোদনে] ইন্দ্রসেনা! প্রাণের ইন্দ্রসেনা! লক্ষ্মী বোন! কঠিন শেকলে হাত বাঁধা; তোকে একবার কোলে ক'রে যেতে পার্‌লাম না। আয়—আমার প্রাণের পুতুলি আয়; দাদার তপ্ত বুকে একবার তোর ঐ শীতল মুখখানি রাখ্, আমি বুকের আগুন শীতল করি। [রোদন]

ইন্দ্রসেনা। [বক্ষে মুখ রাখিয়া সরোদনে] দাদা! দাদা! প্রাণের দাদা আমার! ম'লে কি আবার দু ভাই-বোনে একখানে জন্ম হ'য়ে এমনি ক'রে একসঙ্গে থাকৃতে পার্‌বো?

ইন্দ্রসেন। পার্‌বো—পার্‌বো—নিশ্চয়ই পার্‌বো; আমরা যে এক বোঁটার দুই ফুল, এক সঙ্গেই আজ ঝ'রে যাবো আবার একসঙ্গেই গিয়ে এক বোঁটাতে ফুট্‌বো।

ইন্দ্রসেনা। দাদা! দাদা! [রোদন]

ইন্দ্রসেন। আজ এ দাদা ডাকে প্রাণ জুড়িয়ে গেল রে—প্রাণ জুড়িয়ে গেল!

গীত।

ইন্দ্রসেন।— আহারে, আহারে আমার যুড়িয়ে গেল রে সকল জ্বালা।
এই শীতল মুখ বুকে ক'রে আজ সাঙ্গ করবো জীবনলীলা॥

ইন্দ্রসেনা।— আমার শেষ হ'লো দাদা ডাকা,
এই দেখাই তো শেষ দেখা,

ইন্দ্রসেন।— আর কেঁদ না বোন, যাব দুজন, চল খেলবো আবার নূতন খেলা॥

ঘাতক। [স্বগত] প্রাণ কেমন ক'রে উঠ্‌লো যে! এই বালক-বালিকার মুখ দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমার প্রাণের মধ্যে যে অনেক দিনেব দুখানা মুখ জেগে বস্‌লো। সে অনেক দিনের কথা ভুলে গিয়েছিলাম, কিন্তু আজ এদের দেখে, এদের কথা শুনে, সেই মুখ দুখানা মনে প'ড়ে গেল। তারাও তো দু ভাই বোনে মিলে এমনি ক'রে একসঙ্গে বেড়াতো, একসঙ্গে খেলা করতো, আবার এক দিনেই একই রোগে দুজনই আবার আমার পাষাণ বুক ভেঙ্গে দিয়ে এই দস্যু বাবার ঘর থেকে চ'লে গেল। উঃ—সে অনেক দিনের কথা! আজ আবার আমার পাষাণ চাপা বুকটা ভেঙ্গে ফেলে যেন তাদের মুখ দুখানি বেরিয়ে পড়্‌লো। আর তো এদের কাট্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে না; ইচ্ছে কর্‌ছে, এদের দুজনাকে আজ কোলের মধ্যে ক'রে এই রাজ্য ছেড়ে এক দিকে চ'লে যাই। কিন্তু—যেখানেই যাবো, রাজকোপানল হ'তে রক্ষা পাবো না! তাই তো, কি করি? না—না, কাজ শেষ ক'রে ফেলি; অনেক পুরস্কার, লোভ ছাড়্‌তে পার্‌বো না। [প্রকাশ্যে] এইবার তোদের ঠিক কর্‌বো! যা ছুঁড়ীটে, ঐ দিকে তুই স'রে দাঁড়া; আগে তোর দাদাকে সাবাড় করি, তারপর তোকে।

ইন্দ্রসেন। তাই কর—তাই কর ঘাতক!

ইন্দ্রসেনা। না—না, দোহাই ঘাতক! আমাকে আগে, আমাকে আগে!

ঘাতক। আচ্ছা এক কাজ করি; তোরা যখন অত ক'রে বল্‌ছিস্, তখন আয়, তোদের এক সঙ্গেই দুটোকে নিকেশ করি। দাঁড়া, তবে দুজনে একসঙ্গে দাঁড়া।

উভয়ে। [একসঙ্গে দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধমুখে করযোড়ে] হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

ঘাতক। [অস্ত্রোত্তোলন করিল।]

সহসা মুরলীধরের প্রবেশ।

মুরলীধর। [প্রবেশপথ হইতে]

গীত।

ওরে, বধিস্‌নে বধিস্‌নে বিনয় করি।
দুটী সোনার কমল করে টস্ টস্, দেখ্ ঝর্ ঝর্ ঝরে নয়নে বারি।
দেখে কি অমন মলিন বদন, তোর কঠিন প্রাণে হয় না রে বেদন,
ওদের মুছা য়ে নয়ন, খুলে দে বাঁধন, ওরা যে তোদেরই সেই—
রাজকুমার আর রাজকুমারী ॥

[বাঁধন খুলিতে খুলিতে]

আহা আহা লেগেছে বড়, কেঁদ না কেঁদ না ধৈরজ ধর,
এই খুলেদি বাঁধন, জুড়াবে বেদন, তোদের মলিন বদন যে আর দেখতে নারি ॥

[বন্ধন মোচন]

উভয়ে। মুরলী! মুরলী! এলি ভাই? [মুরলীর কণ্ঠবেষ্টন]

ঘাতক। [স্বগত] একি হ'লো? ও কে এলো, আর এম্‌নি এসে

বাঁধন খুলে দিলে? বাধা দিতে যেন পার্‌লাম না—হাত সর্‌লো না, কথা ফুট্‌লো না! এ কি রকম ভেল্কীটে হ'য়ে গেল? ও ছেলেটা নিশ্চয়ই কোন যাদুকরের ছেলে হবে। গায়ের কালো রঙ্‌ যেন জ্বল্‌ জ্বল্‌ ক'রে জ্বল্‌ছে, মুখের দিকে চাইতে পারা যাচ্ছে না। ক্রমে ক্রমে আমার সর্ব্বশরীর যেন অসাড় হ'য়ে আস্‌ছে, খাঁড়াখানা যেন হাত থেকে খ'সে প'ড়ে যাচ্ছে। কোনও মন্ত্রতন্ত্র ঝাড়্‌লো না কি? একবার শুধিয়ে দেখি। [প্রকাশ্যে] হ্যাঁগো! তুমি কাদের ছেলে গা?

মুরলী। যাদেরই হই না, সে কথায় তোর কাজ কি?

ঘাতক। বড় যে এসে বাঁধন খুলে দিলে?

মুরলী। দেখে থাক্‌তে পার্‌লাম না, তাই খুলে দিলাম।

ঘাতক। মহারাজ জান্‌তে পার্‌লে তোমারও শির যাবে।

মুরলী। যায় যাবে, ম'রে যাবো।

ঘাতক। পরের জন্য কেন মর্‌তে যাবে?

মুরলী। পরের জন্য ম'রেই তো সুখ।

ঘাতক। তোমার দেখ্‌ছি ভয় ডর কিছুই নাই।

মুরলী। পরের প্রাণ বাঁচাতে গেলে নিজের প্রাণের মায়া কর্‌লে কি চলে?

ঘাতক। [স্বগত] কি কাণ্ড! ও একটা বালক হ'য়ে আজ পরের প্রাণরক্ষা কর্‌তে এসে নিজের প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত নয়, আর আমি কি না পয়সার লোভে এদের হত্যা কর্‌তে এসেছি! আজ যদি আমার ছেলে মেয়েকে কেউ এমনি ক'রে বলি দিতে আস্‌তো, তা হ'লে আমি কি কর্‌তাম? না—পার্‌বো না, পয়সার লোভে এমন পাপ কাজ কর্‌তে পার্‌বো না। তাতে যদি রাজার কাছে প্রাণ দিতে হয়, তখন এই বালকের কথা মনে ক'রে প্রাণ দেবো। আজ যখন এ কঠিন প্রাণ

নরম হয়েছে, তখন আর এ নিষ্ঠুর কম্মে মাথা দিচ্ছি না; দেখি ধর্ম্ম বড়, না অধর্ম্ম বড়? [প্রকাশ্যে] না, আর তোমাদের বলি দিতে পার্‌লাম না, আমার প্রাণ কেঁদে উঠেছে। আমি চল্‌লাম, আর এখানে দাঁড়াবো না, তোমরা আমাকে ক্ষমা ক'রো।

[প্রস্থান।

মুরলী। চল ভাই! এখান থেকে তোমাদের চুপু চুপু নিয়ে তোমাদিগে তোমাদের মামার বাড়ী রেখে আসি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজ-অন্তঃপুর—পথ।

অগ্রে সুলোচনা, পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুষ্করের প্রবেশ।

পুষ্কর। কিরে সুলো! কোথা যাচ্ছিস্?

সুলো। এই যাচ্ছি—এই যাচ্ছি রোজা ডাক্‌তে। দিদিমণির ব্যামো আবার বেড়েছে কি না, তাই যাচ্ছি।

পুষ্কর। আবার বেড়েছে? বলিস্ কি?

সুলো। হাঁ, দিদিমণি তো তাই ব'ল্লে যে ব্যামো বেড়েছে, শিগ্‌গীর রোজা ডেকে নিয়ে আয়। তা আপনিও তো একবার দিদিমণিকে দেখ্‌তেও যান না! আহা নিজের স্ত্রীর অসুখ নিজের চোখে না দেখ্‌লে কি স্বস্তি থাকা যায়?

পুষ্কর। সে কথা আর কি বল্‌বো? প্রাণের মধ্যে যা করে, তা বল্‌তে পারি নে; কিন্তু কি কর্‌বো বল. চিকিৎসক যখন অন্য লোককে রোগীর কাছে যেতে নিষেধ করেছে, তখন যাই কি ক'রে বল্। কদিন শুন্‌ছিলাম যে একটু কমেছে, মনটা বেশ ভাল হয়েছিল, আজ আবার তোর মুখে রোগবৃদ্ধির কথা শুনে প্রাণটা কেমন খারাপ হ'য়ে উঠ্‌লো।

সুলো। আহা! তা আর হবে না? একে ঐ দয়ার শরীর, তার উপর আবার নিজের স্ত্রী।

পুষ্কর। তোরা তো দেখ্‌ছিস্! মনোরমা রক্ষা পাবে তো?

সুলো। ওমা বালাই, রক্ষে পাবে না কেন?

পুষ্কর। তা চিকিৎসার তো কোন ত্রুটী হচ্ছে না?

সুলো। অমন ভাল রোজা এনে দেখাচ্ছেন, তিনি কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'লেই যেন দিদিমণির আদ্ধেক ব্যামো সেরে যায়।

পুষ্কর। বন্ধু গুণাকর আমার আপনার লোক, তিনি প্রাণপণেই চিকিৎসা কর্‌বেন বৈকি!

সুলো। একবারে প্রাণ ঢেলে দিচ্ছেন, তার কি কম খাটুনি হ'চ্ছে! যখন দিদিমণির মূর্চ্ছা হয়, তখন তিনি সেই মুখে চোখে ফুঁ না দিলে আর মূর্চ্ছা সারে না। হাতগুলো টেনে টেনে খিল ভেঙ্গে দেন, বুকে হাত বুলিয়ে বুকের দাপুর দুপুর সেরে দেন।

পুষ্কর। কেন, ওগুলো তোমরা কর্‌লেই তো পার! ওরূপ মুখে ফুঁ দেওয়া, বুকের উপর হাত বুলিয়ে দেওয়া, এ সবগুলো অপর পুরুষের না করাই ভাল।

সুলো। ওমা! আমাদের কি সে সব কর্‌তে দেন, যে কর্‌বো? বল্‌লুমই তো, একবারে আপনার লোক।

পুষ্কর। তাতে মনোরমারও লজ্জা হ'তে পারে?

সুলো। না—না, দিদিমণি আমার সেরূপ লোক না; দিদিমণি বেশ আপন পর বুঝ্‌তে পারে, তার তাতে কিছুই লজ্জা হয় না, বরং বেশ খুসীই দেখ্‌তে পাই। তা ব্যামোর সময়ে একটু খুসী থাক্‌লে রোগ শিগ্‌গীরই সেরে যায়।

পুষ্কর। তা তো যায় বুঝ্‌লাম, কিন্তু অতটা একজন পুরুষের সঙ্গে কর্‌লে সেটা ভাল দেখায় না।

সুলো। হ্যাঁ—তা দেখায় না বটে, সকলকার মন তো সমানতর না; ঐ তো, সেদিন ঐ ভাল নামটা কি তার মনে পড়্‌ছে না, সে দিদিমণির কত কুচ্ছো কর্‌তে লাগ্‌লো। আমি তখন কাছে ছিলাম না, থাক্‌লে ঝেঁটিয়ে দিতাম। আবার সেদিন কি ভাল সেই যে পোড়ামুখীটের নামটা ভুলে যাচ্ছি, সে তার কাকে যেন বল্‌ছিল যে, দিদিমণির ওসব রোগ টোগ মিছে কথা, কেবল ভঙ্গী দেখান। তা ব'লে কি আমরা তাই বিশ্বাস কর্‌তে গেলাম, তা নয়; তবে কি না পাঁচ জনে পাঁচ রকম কানা-কানি করে বই কি! আমরা তো কৈ কিছু কর্‌তে যাই নে।

পুষ্কর। না সুলোচনা! আমি এসব কথাগুলো ভাল শুন্‌লাম না! বন্ধু গুণাকর তো আমায় এ সব কথা একদিনও বলেন নাই। তাঁর তো সেরূপ স্বভাব নয়।

সুলো। স্বভাব অতি ভাল, গঙ্গাজলেও ময়লা আছে, কিন্তু তাঁতে তাও নেই।

পুষ্কর। তুই বোধ হয় মিথ্যা কথা বল্‌ছিস্?

সুলো। শ্রীবিষ্ণু! শ্রীবিষ্ণু! আপনার কাছে মিথ্যে বল্‌বো, তা হ'লে তো কখনই স্বর্গে যেতে পার্‌বো না। না হয় মহারাজ একদিন আড়াল থেকে চেয়েই দেখ্‌বেন, তা হ'লেই আমার কথার সত্যি-মিথ্যে জান্‌তে পার্‌বেন। নিজের চ'খে দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন, আপনার বন্ধু দিদিমণির

জন্য কি কষ্ট না পাচ্ছেন। তবে যাই—আবার তাঁকে এখনি ডেকে নিয়ে যেতে হবে। কাল রেতে তিনি কেন যান নাই, তাই দিদিমণির সারা-রাত্তির ঘুম হয়নি—কেঁদে কেঁদে বালিস ভিজিয়ে ফেলেছেন,—যাই একটু শিগ্‌গির ডেকে নিয়ে যাই। [গমনোদ্যোগ]

পুষ্কর। আচ্ছা,আমাকে তুই যে সব কথা বল্‌লি, তা দেখাতে পার্‌বি ?

সুলো। কেন পার্‌বো না ? একটু বেশী রাত্তিরে আপনাকে নিয়ে জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে তার ছিদ্রপথে দেখিয়ে দিলেই হবে। এতে আর দোষের কথা কি ? এক রোগ বাড়্‌বে ব'লে আপনার সে ঘরে যাওয়া মানা আছে, বাইরে থেকে দেখ্‌তে তো আর দোষ নাই ?

পুষ্কর। [স্বগত] যা বল্‌ছে, এ সব কি সত্য ? মনোরমা কি আমার এমন হবে ? বন্ধু গুণাকরও এমনধারা কখনো করতে পারে ? বিশ্বাস হয় না। হয় তো অসুখের প্রক্রিয়া ঐরূপই হ'তে পারে। তা হ'লে গুণাকরের সে কথা আমার কাছে ঘুণাক্ষরেও না বল্‌বার কারণ কি ? হয় তো বা বল্‌বার কোনও দরকার মনে করেন নাই। যাই হোক্‌, একবার স্বচক্ষে না দেখ্‌লে কিছুই ঠিক কর্‌তে পার্‌বো না।

সুলো। তা হ'লে আমি এখন যাই, আপনি কবে কখন দেখ্‌তে চান, বলুন, সেই সময়ে নিয়ে যাবো।

পুষ্কর। আচ্ছা—তুই যা এখন, সময়ান্তরে ভেবে বল্‌বো ; আমার মন এখন স্থির নাই। কারাগার থেকে সেই দুটো বালক-বালিকা কাল পালিয়ে গিয়েছে, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা কর্‌তে হবে।

সুলো। তা হবে বৈ কি, কাজ তো আর কম নয় ! রাজা হ'লে কি হয়, রাজার যে কত ভাবনা—কত চিন্তা, সে রাজা যিনি তিনিই জানেন। আচ্ছা, আমি না হয় আর একবার এসে মনে করিয়ে দেবো ; এখন যাই।

[প্রস্থান।

পুষ্কর। কে জানে, এ সমস্যার মীমাংসা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে !

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

চেদীরাজ্যস্থিত রাজ-অন্তঃপুর।

সম্মার্জ্জনীহস্তে পরিচারিকাবেশে দময়ন্তীর প্রবেশ ও পশ্চাৎ উগ্রমুখী সুনন্দার প্রবেশ।

সুনন্দা। বলি এখনো দাঁড়িয়ে রইলি যে? কথাটা বুঝি গ্রাহ্যই হ'লো না?

দময়ন্তী। ও যে আস্তাকুড়, ওখানে আমি ঝাট্ দিতে পারবো না। আমাকে অপর কাজ বলুন, তাই কর্‌ছি।

সুনন্দা। তুমি আমাদের গুরুঠাকুরুণ এসেছ কি না, তাই তোমাকে দিয়ে শালগ্রাম পূজো করাইগে আর কি? মুখে আগুন!

দময়ন্তী। আমি প্রথম দিনেই কর্ত্তামাকে বলেছি যে, আমি কোনও উচ্ছিষ্টস্পর্শ বা উচ্ছিষ্টভোজন বা পরপুরুষের সম্মুখে গমন, এ সব কর্‌তে পার্‌বো না; তিনিও তো তাতেই স্বীকার হ'য়ে আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন।

সুনন্দা। ওঃ—পরপুরুষের কাছে গেলেই অম্‌নি ওকে লুফে নিয়ে গেল যেন। মাগী নিজে মনে করে, বুঝি ওর মত আর রূপবতী জগতে কেউ নাই। কিবা মুখ-চোখের গড়ন, চোক দুটো যেন পাতকুয়োর মধ্যে থেকে খুঁজে বের কর্‌তে হয়—কানদুটো যেন ধানঝাড়া কুলো—দাঁত দেখ্‌লে মূলোর ক্ষেত মনে পড়ে—কপালখানা যেন আমাদের সদরবাড়ীর

উঠোন। এতেই মাটীতে পা দিতে চায় না, আর না জানি আমাদের মত রূপ হ'লে কিই করতো!

দময়ন্তী। কেন আমাকে ও সব কথা বলছ? আমি কি কোন দিন রূপের গর্ব্ব করেছি?

সুনন্দা। থাকলে তো করবি?

দময়ন্তী। আমি যখন দাসীবৃত্তি করতে এসেছি, তখন আমার রূপের গর্ব্ব কি?

সুনন্দা। তা হ'লে সেই দাসীর মতই থাকতে হয়; দাসীকে যা বলবো, তাই তার করতে হয়, তার আবার এ করবো না, তা করবো না, এ সব কথা কেন?

দময়ন্তী। যা বলছ, তাই তো করছি।

সুনন্দা। তবে আস্তাকুড়ে ঝাট্ দিতে বললে নাক বাঁকা করছিস কেন?

দময়ন্তী। ওটা আমি কিছুতেই পারবো না।

সুনন্দা। মাগীর জিদটা দেখে নাও! "ওটা আমি কিছুতেই পারবো না!" কেন? ওটা তোকে আমি আজ না করিয়েও ছাড়বো না।

দময়ন্তী। মেরে ফেল সেও স্বীকার, তবু আমি—

সুনন্দা। আবার মুখে মুখে জবাব দেয়, আমায় চিনিস্ না? আমি রাজ-দুহিতা সুনন্দা। সুনন্দার মুখের ওপর কথা ব'লে রেহাই পায়, এমন মানুষ তো এ রাজপুরীতে কাউকে দেখতে পাইনে। তোর মত কত দাসীকে এই সুনন্দার হাতের ঝাঁটা খেয়ে বিদেয় নিতে হয়েছে। তাই বলে রাখছি, মুখ সামলে নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলিস্। নৈলে তোর ঐ হাতের ঝাঁটা নিয়েই তোর পিঠে গুঁড়ো করবো। দাসীর আবার এতদূর বুদ্ধি!

দময়ন্তী। [চক্ষে অঞ্চল দিয়া] হা বিধাতা! অভাগিনীর কপালে এত দুঃখও লিখেছিলে?

সুনন্দা। অম্‌নি চোক্ দিয়ে বান ডেকে বেরুলো! বজ্জাৎ মাগী-গুলোর রকমই এইরূপ। না জানি কত কুল খেয়ে শেষে এই তপস্বিনী সেজে বসেছে।

দময়ন্তী। [করযোড়ে] মিনতি ক'রে বল্‌ছি, অমন কথা ব'লে সতীর প্রাণে ব্যথা দিও না; সতীত্বের প্রতি কটাক্ষ ক'রে কথা বল্‌লে সতীর প্রাণে বড় বাজে।

সুনন্দা। ও মাগো! বলি যাবো কোথা? আমাদের ঘরে আজ সতী-সাবিত্রী দময়ন্তী এসে উপস্থিত হয়েছেন; তিনি সতীত্বের অপমান সহ্য কর্‌তে পারেন না।

দময়ন্তী। [স্বগত] এ সব লোকেও অভাগিনীর নাম জানে দেখ্‌ছি।

সুনন্দা। বলি এই সতী, সাবিত্রী, দময়ন্তী এর মধ্যে আপনি কোন্‌টী, এসে আমাদের গৃহ পবিত্র কর্‌তে বসেছেন? বলুন, তা হ'লে আপনার সেইরূপ পূজার ব্যবস্থা ক'রে দিই। সতী তো পতিনিন্দা শুনে প্রাণত্যাগ করেছিলেন, সাবিত্রীও মৃত পতিকে যমের হাত থেকে কেড়ে এনেছিলেন, আর দময়ন্তীও শুনেছি পতির সঙ্গে সঙ্গে বনবাসিনী হ'য়ে বেড়াচ্ছেন; এখন আপনি আপনার পতিকে কি ক'রে এসে আবির্ভাব হয়েছেন, সেটা একবার শুন্‌তে পেলে কৃতার্থ হ'য়ে যেতাম।

দময়ন্তী। [স্বগত] তবু ভাল যে মহারাজ অভাগিনীকে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেছেন, এ কথা এখনও সকলে শুন্‌তে পায় নি; তা হ'লে হয় তো মহারাজের কুৎসা ক'রে আরও প্রাণে ব্যথা দিত।

সুনন্দা। বলি সতী ঠাক্‌রুণ! এখন আর চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে না থেকে,

পবিত্র হস্তে ঝাঁটাটা ধ'রে আস্তাকুড়টা পবিত্র করা হোক্; তাতে সতীত্বটা খোয়া যাবে না। বুঝ্লেন কি না?

দময়ন্তী। আমি দাসী, দাসীকে বিদ্রূপ ক'রে তোমাদের লাভ কি?

সুনন্দা। সে কি, তুমি দাসী হ'তে যাবে কেন? ওমা! তুমি যে আমাদের পাটরাণী।

দময়ন্তী। [স্বগত] ওঃ, আর তো দুঃখ সয় না। ছিলাম রাজরাণী, হ'লাম বনবাসিনী, তারপর হ'লাম পতিহারা পাগলিনী, অবশেষে দাসীবৃত্তি আরম্ভ করেছি, তার উপর আবার এই সব অন্তর্জ্বালা! ভগবান্! পাপিনীকে শাস্তি দিতে এখনও কি তোমার বাকী আছে? আর যে পারি না, হৃদয় যে ফেটে যায়। পাপ প্রাণ! এখনও তুই বের হ'লি নে? আর কোন্ আশায় দেহে আছিস্? দারুণ বিধি! তোর মনে কি এই ছিল? [রোদন]

রাজমাতার প্রবেশ।

রাজমাতা। এই যে, তোমরা এখানে? ও কি বাছা! তুমি চ'খে আঁচল দিয়ে আছ কেন? কি হয়েছে বাছা?

সুনন্দা। বল্ যে আমি মেরেছি!

দময়ন্তী। না মা! কিছু হয় নি।

রাজমাতা। তুই বুঝি কিছু বলেছিস্ সুনন্দা? তোকে এত ক'রে মানা করি যে, ওর সঙ্গে তুই লাগিস্‌নে, তা তুই কিছুতেই শুন্‌বিনে। আহা, বাছার দুঃখ দেখ্‌লে বুক ফেটে যায়, হয় তো বাছা আমার কত দুঃখে এই দাসীবৃত্তি কর্‌ছে। মানুষের কখন্ কি হয়, কে বল্‌তে পারে?

সুনন্দা। যার যেমন বরাত, যার যেমন তপস্যা, সেই তেমনি তার ফলভোগ করে; আমাদের তপস্যার জোর ছিল, তাই রাজার গৃহে জন্মেছি। তা ভাবলে তো আর চল্‌বে না?

রাজমাতা। তা ব'লে কি দুঃখীর প্রাণে ব্যথা দিয়ে কথা কইতে হয় ?

সুনন্দা। তা না হ'লে আর দুঃখী হ'লো কিসের ?

রাজমাতা। ধন-ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার কি কেউ কর্‌তে পারে ? কার অদৃষ্টে কখন কি হয়, তা কি বলা যায় ? শুনিস্‌নি, রাজা নল অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ছিলেন ; দু-দিনের মধ্যে পথের ভিখারী হ'য়ে গেছেন। ধন—ঐশ্বর্য্য তো জলের খেলা, কখন থাকে কখন যায়।

সুনন্দা। তাই ব'লে আমরাও দুঃখী সেজে ব'সে থাক্‌বো না কি ?

রাজমাতা। আমি কি তাই বল্‌ছি ? সুনন্দা! তুই দিনের দিন কি হ'য়ে উঠ্‌ছিস বল্ তো ?

সুনন্দা। তুমি অমন দাসী-চাকরাণীর সাম্‌নে আমাকে অমন ক'রে কিছু ব'লো না, ওতে ওরা বাড় পেয়ে যায়। একেই তো মাগী গা বেয়ে উঠ্‌তে চায়, আমার সঙ্গে সমান টেক্কা দিয়ে চল্‌তে চায়।

রাজমাতা। না—না, ও বাছা আমার তেমন নয়, মুখ তুলেও তো কারো সঙ্গে কথাটী কয় না, মুখের দিকে চাইলে শত্রুর প্রাণে দয়া হয়। কে জানে, ওর প্রাণে কত ব্যথা কত বেদনা ঢাকা আছে! ওকে তুই বাক্য-যন্ত্রণা দিস্ না।

সুনন্দা। কথা কয় না তোমার কাছে ; ও ভিজে বেড়ালকে তুমি চিন্‌তে পার্‌বে না।

রাজমাতা। এই যে তুই কত কি বল্‌ছিস, দেখ্ তো—মুখে একটু টু-শব্দ কর্‌চে কি ?

সুনন্দা। তবে চালাক বজ্জাৎ কারে বলে !

রাজমাতা। মর্ পোড়ারমুখী! তোর সাথে আমি কথা কইতে চাইনে। বাছা! তুমি ওর কথা কিছু মনে ক'রে দুঃখ ক'রো না। ওটা তো একটা পাগলী।

সুনন্দা। আমি পাগলীই যদি হ'য়ে থাকি, তা হ'লে আমার যা ইচ্ছে করবো।

রাজমাতা। তার কি বাকী রাখ্‌ছিস ?

সুনন্দা। কেন, আমি কি করেছি ? আমি কি পাগলের মত ধেই-ধেই ক'রে নাচ্‌ছি যে, আমায় পাগল ছাগল ব'লে যার তার সাম্‌নে অপমান কবছ ?

রাজমাতা। এমন হতভাগিনীকেও গর্ভে ধরেছিলাম !

সুনন্দা। কেন, আমি হতভাগিনী হ'লাম কিসে ? তুমি আমাকে ওভাবে গাল-মন্দ দিও না ; ওতে আমার অকল্যাণ হবে।

রাজমাতা। কল্যাণের লক্ষণ তো খুবই দেখাচ্ছিস্, এমন সোণার চাঁদ জামাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলাম, তা তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে তবে সেখান থেকে এসেছিস্। আহা ! আজ দময়ন্তীর পতিভক্তির কথা শুনে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছি। সে কেমন পতির সঙ্গে সঙ্গে বনে চ'লে গেল। এমন না হ'লে কি আর সতী ! আর তুই পোড়ারমুখী নিজের স্বামীকে দুই চক্ষে দেখ্‌তে পারিস্‌নে। ঐ শোন্‌গে গিয়ে, দময়ন্তীকে খোঁজ্‌বার জন্য বিদর্ভ থেকে একটী ব্রাহ্মণ এসেছেন। তার মুখে এতক্ষণ ধ'রে নল-দময়ন্তীর কথা শুন্‌ছিলাম। দময়ন্তী আমার আপনার ভগ্নীর কন্যা, তার পতিভক্তির কথা শুন্‌লে তখন আর দময়ন্তী যে বনবাসে চ'লে গেছে, তা ব'লে আর দুঃখ থাকে না।

দময়ন্তী। মা ! মা ! সেই ব্রাহ্মণ কোথায় আছেন ?

রাজমাতা। তিনি ঠাকুরবাড়ীতে এতক্ষণ ব'সে ব'সে সব গল্প কর্‌ছিলেন। কত জায়গায় খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কোনখানেই দময়ন্তীর খোঁজ কর্‌তে পারেন নাই। আহা, দময়ন্তী আমার ভগ্নীর ঐ একমাত্র মেয়ে।

দময়ন্তী। মা ! আমি একবার সেই ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

সুনন্দা। ঐ নাও, পেলে? কেমন মুখে কথা নাই? কোথাকার কে এসেছে, অম্‌নি তার সঙ্গে দেখা না কর্‌লে নয়! সাধে কি গা জ্ব'লে যায়!

রাজমাতা। আমি কথায় কথায় তোমার কথা বলেছি, তিনি একবার তোমাকে দেখ্‌তে চেয়েছেন; এখনি এখানে আস্‌বেন, তোমার আর যেতে হবে না মা!

সুনন্দা। দেখ্, যদি দময়ন্তী হ'য়ে বস্‌তে পারিস্ কি না? এ সব লোকের অসাধ্যি কিছুই নাই।

রাজমাতা। চুপ কর্ তুই! ঐ যে তিনি এখানেই আস্‌ছেন।

ধীরে ধীরে সুদেব ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

সুদেব। কৈ গো মা, সেই মেয়েটী কৈ? আমি একবার তাকে দেখ্‌তে চাই।

সুনন্দা। [স্বগত] ওমা! বিয়ের সম্বন্ধ কর্‌তে এলো না কি মিন্‌সে?

রাজমাতা। [দময়ন্তীর প্রতি] যাও মা! ব্রাহ্মণঠাকুরকে প্রণাম কর।

দময়ন্তী। [প্রণাম করিয়া অধোমুখে অবস্থান।]

সুদেব। [বিশেষভাবে দেখিয়া স্বগত] ঠিক যেন সেই! [প্রকাশ্যে] মা! তোমার নাম কি বল তো?

দময়ন্তী। [চোখে অঞ্চল দিয়া রোদন]

সুদেব। আর বল্‌তে হবে না; ঠিক্ চিনেছি। ভগবান্। এত দিনের পর সকল পরিশ্রম সার্থক হ'লো। এই গো এই, এই আমাদের ভীমরাজ-দুহিতা দময়ন্তী। ছিঃ মা! এদ্দিন এখানে লুকিয়ে আছ? তোমার জন্য যে তোমার পিতা মাতা আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছেন।

দময়ন্তী। আমি বড় অভাগিনী।

সুদেব। সবই সময়ের ফের মা! নইলে তোমার মত সুলক্ষণা ভাগ্যবতী আর কে আছে? কেন তুমি তোমার পিতাকে সংবাদ দাও নি মা? এদ্দিন সংবাদ পেলে কবে তোমাকে নিয়ে যেতাম।

দময়ন্তী। কোন্ মুখে পিতার কাছে যাবো? মহারাজ নিরুদ্দেশ, ইন্দ্রসেন ইন্দ্রসেনাও বোধ হয় পুষ্করের হস্তে—

সুদেব। না মা! রাজকুমার রাজকুমারীর কোনও অমঙ্গল হয়নি। স্বয়ং হবিই তাদের সেই পুষ্করের হাত থেকে উদ্ধার ক'রে এনেছেন; তারা বিদর্ভনগরেই আছে। মহারাজের অনুসন্ধানেও চারদিকে লোক প্রেরিত হয়েছে। এত দিন বোধ হয় তাঁরও কোন সংবাদ পাওয়া গেছে। এখন চল মা! ঘরের লক্ষ্মী ঘরে চল।

রাজমাতা। এ্যাঁ! আমার দময়ন্তী তুমি? কেন মা তবে এত দিন তোমার পরিচয় দাওনি? আমি যে তোমার মাসীমা।

দময়ন্তী। পাপলিনীর কথা তখন কে বিশ্বাস করতো মা?

সুনন্দা। [স্বগত] ওদের কি সব ভীমরুতি ধর্‌লো না কি, না ঐ মাগী কোনও গুণ-টুণ কর্‌লে? এখানে আর দাঁড়াবো না, স'রে যাই।

[প্রস্থান।

সুদেব। রাণী মা! আর তবে বিলম্ব করা উচিত নয়, ওদিকে মহারাজা মহারাণী বড়ই ব্যাকুল হয়েছেন। দুধের ছেলে দুটী নিয়ত মা-মা ব'লে কাঁদ্‌ছে।

রাজমাতা। আহা, বাছা আমার কত কষ্ট পেয়েছে গো! আমার এমন সোনার প্রতিমাকে এক দিনও আদর কর্‌তে পারি নাই!

দময়ন্তী। মাসীমা! তোমার স্নেহ আমি কখনই ভুল্‌তে পার্‌বো না। আশীর্ব্বাদ কর মা, যেন মহারাজকে গিয়ে দেখ্‌তে পাই।

রাজমাতা। পাবি মা, পাবি, আমি তোকে আশীর্ব্বাদ করছি।

সুদেব। আহা! মা আমার বনে বনে কত কষ্টই না পেয়েছে। যাক্ সে কথা ; এখন শুভযাত্রার আয়োজন করা যাক্।

রাজমাতা। চলুন ; আমি মাকে সাজিয়ে রথে তুলে দেবো এখন।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

অযোধ্যা।

বাহুক সারথিবেশে নলরাজের প্রবেশ।

নল। [দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া]
হাঃ—সেই আমি,
যেই আমি নিষধের অধীশ্বর নল!
যেই আমি এক দিন
চতুরঙ্গ দলে হইয়া সজ্জিত
গিয়াছিনু স্বয়ম্বরে বিদর্ভ নগরে,
যেই আমি এক দিন নলরাজ নামে
পরিচিত ছিনু এই সংসার মাঝারে,
যেই মম পুণ্যশ্লোক নাম
প্রত্যহ প্রত্যুষে সবে না করি কীর্ত্তন
শয্যাত্যাগ না করিত কভু,
সেই আমি হতভাগ্য নল
ভাগ্যদোষে আজি এই বাহুক সারথি।

ছিল যেই এক দিন রণে মহারথী,
ভাগ্যদোষে আজি সেই বাহুক সারথি।
বিচিত্র দৈবের গতি,
বিচিত্র এই ভাগ্য বিপর্য্যয়,
বিচিত্র এই নিয়তির খেলা।
চমৎকার—চমৎকার সংসারের গতি,
নিষধের রাজা আজি বাহুক সারথি।
কিম্বা হায় সবি বুঝি স্বপ্নের বিকার,
সবি বুঝি অলীক কল্পনা,
সবি বুঝি উন্মত্তের প্রলাপ কাহিনী,
সবি বুঝি জীবনের কূট প্রহেলিকা!
কেবা নল? কোথা নল?
নিষধের অধীশ্বর
নল নামে কোন দিন কেহ নাহি ছিল।
মিথ্যা কথা—মিথ্যা কথা,
মিথ্যা কথা নলরাজ,
মিথ্যা কথা দময়ন্তী রাণী,
মিথ্যা কথা পুষ্কর-ছলনা,
মিথ্যা কথা বনবাস,
মিথ্যা কথা দময়ন্তী-ত্যাগ,—
শুধু একটা ভ্রান্তির আবর্ত্তে পড়ি
ঘুরিতেছি দিবানিশি মিথ্যার কুহকে
চিরদিন আমি এই অযোধ্যা নগরে
আছি হ'য়ে বাহুক সারথী,—

মহারথী ঋতুপর্ণ রাজা,
ভৃত্য তাঁর আছি চিরদিন।
তাই বলি ভ্রান্ত মন!
বৃথা চিন্তা কর পরিহার,
ভুলে যা রে স্বপ্নের কুহক,
ভুলে যা রে মিথ্যা প্রহেলিকা!
ঐ প্রভু ঋতুপর্ণ রাজ,
হও রে প্রস্তুত প্রভু-নিদেশ পালিতে।

হাস্যমুখে ঋতুপর্ণ রাজার প্রবেশ।

ঋতু। এই যে বাহুক! তোমাকেই খুঁজ্‌ছিলাম; বড় আশ্চর্য্য সংবাদ।

নল। কি মহারাজ?

ঋতু। বিদর্ভ-রাজদুহিতা নলপত্নী দময়ন্তী পুনঃ স্বয়ম্বরা হবেন, তার জন্য নিমন্ত্রণ-পত্র সহ দূত উপস্থিত হয়েছে। আগামী কল্যই সেই স্বয়ম্বরের দিন নির্দ্দিষ্ট হয়েছে।

নল। [চমকিয়া উঠিলেন]

ঋতু। ওকি? বাহুক! অমন চম্‌কে উঠ্‌লে কেন?

নল। [স্বগত] একি পুনঃ বজ্রবাণী শুনি!

ঋতু। নিরুত্তর কেন বাহুক? সহসা তোমার মুখ যে ছাইয়ের মত সাদা হ'য়ে গেল। ব্যাপার কি?

নল। মহারাজের মুখে এরূপ নিতান্ত অসম্ভব কথা শুন্‌তে হবে ব'লে প্রস্তুত ছিলাম না।

ঋতু। কোন্ কথা অসম্ভব ব'লে মনে কর্‌ছ?

নল। আজ্ঞে ঐ স্বয়ম্বরের কথা।

ঋতু। কেন, অসম্ভব কিসে ?

নল। দময়ন্তী যে পতিব্রতা দেবী !

ঋতু। কিন্তু বিনাদোষে পতি-পরিত্যক্তা হয়েছেন, সে কথাটা শোনা আছে তো ?

নল। পতি-পরিত্যক্তা হ'লেই কি পতিব্রতা সতী কখনো অন্যকে পতিত্বে ববণ করে ? মহাদেবী সীতা বিনাদোষে পতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিতা হ'য়ে কি করেছিলেন, স্মরণ করুন দেখি ?

ঋতু। তুমি কি বল্‌তে চাও, এ সংবাদ মিথ্যা ? বিদর্ভপতির স্বাক্ষরিত পত্র মিথ্যা হ'তেই পারে না।

নল। মিথ্যা কথা বল্‌তে ইচ্ছা থাক্‌লেও সাহস করতে পার্‌ছি নে ; কিন্তু এ যে নিতান্তই অসম্ভব, এ কথা সাহস ক'রে বল্‌তে পারি।

ঋতু। কি আশ্চর্য্য ! আমি তো কিছুই অসম্ভব মনে কর্‌তে পার্‌ছিনে। যে কাপুরুষ নিবিড় অরণ্য মধ্যে অর্দ্ধবস্ত্র-পরিহিতা পতিব্রতা পত্নীকে পরিত্যাগ ক'রে পলায়ন কর্‌তে পারে, তার শিক্ষার জন্য তার পত্নী দময়ন্তীর পুনঃ স্বয়ম্বরা হওয়া ঠিক উপযুক্তই হয়েছে।

নল। এই কি আর্য্যনারীর কর্ত্তব্য মহারাজ ?

ঋতু। আর পত্নী-পরিত্যাগ করাটা বুঝি আর্য্যপুরুষের খুবই একটা কর্ত্তব্য ?

নল। পুরুষ এবং নারীতে অনেক পার্থক্য মহারাজ !

ঋতু। কেন না, তারা পুরুষ, আর এরা নারী ! যুক্তি মন্দ নয় বাহুক !

নল। আজ্ঞে, আমার যুক্তি নয়, শাস্ত্রের উক্তি।

ঋতু। ও—তুমি যে দেখ্‌চি কেবল রথ চালনাতেই অভ্যস্ত, তা নয়, ধর্ম্মশাস্ত্রেও মহাপণ্ডিত। তাতে আবার নিজের পদোচিত ব্যবহার ভুলে গিয়ে অনধিকার চর্চ্চাতেও দেখ্‌ছি তুমি বিশেষত্ব লাভ করেছ।

বাহুক। দাসকে বিদ্রূপ করছেন বটে, কিন্তু মহারাজ! একবার আপনার অন্তরাত্মাকে ডেকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখুন তো দেখি, কি উত্তর পান?

ঋতু। থাক্‌, সে অন্তরাত্মাকে ডেকে জিজ্ঞাসা কর্‌বার আমার এখন অবসর নাই। তোমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, তুমি এখন বল দেখি, আগামী কল্য প্রত্যুষেই আমাকে বিদর্ভনগরে রথ সহ উপস্থিত কর্‌তে পারবে কি না? মধ্যে এই একটী রাত্রি মাত্র ব্যবধান।

নল। হাঁ মহারাজ! রাত্রিমধ্যেই আমি আপনাকে বিদর্ভনগরে পৌঁছিয়ে দিতে পার্‌বো।

ঋতু। তা যদি পার, তা হ'লে বাহুক! আমি তোমাকে আমার সেই গুপ্ত বিদ্যাও প্রদান কর্‌বো।

নল। তবে প্রস্তুত হ'য়ে আসুন, আমিও রথ সুসজ্জিত করি। [স্বগত] দেখ্‌বো নলের ভাগ্যলিপি আরও কতদূরে গিয়ে অবসান হয়েছে।

ঋতু। বড়ই সন্তুষ্ট হ'লাম; তবে আমি প্রস্তুত হ'তে চল্‌লাম।

[প্রস্থান।

নল। [স্বগত] একি অসম্ভব ব্যাপার উপস্থিত কর্‌লে ভগবান্? একি সত্য? একি সম্ভব? দময়ন্তী স্বয়ম্বরা হবে? এঁ্যা! যে দময়ন্তী পুত্র-কন্যা পরিত্যাগ ক'রে হতভাগা পতির সহচরী হ'য়ে বনবাসিনী হয়েছিল, অর্দ্ধবস্ত্র পরিধান ক'রে অনাহারে অনিদ্রায় থেকেও যে দময়ন্তী কিছুমাত্র দুঃখ প্রকাশ করেনি, জগতের সেই অদ্বিতীয়া পতিব্রতা দময়ন্তী কি না পুনঃ স্বয়ম্বরা হবে? এ কি কখনো সম্ভব হ'তে পারে? তবে কে সে? কোন্ দময়ন্তী সে? বোধ হয় দময়ন্তী নাম্নী অপর কোনও স্বৈরিণী রমণী হবে। তবে—তবে? মহারাজ ঋতুপর্ণ বল্‌লেন যে

বিদর্ভকন্যা নলপত্নী দময়ন্তীই পুনঃ স্বয়ম্বরা হবে। উঃ—কি যন্ত্রণা! কি বৃশ্চিক-দংশন! তা হ'লে—তা হ'লে ঐ যে সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ উপগ্রহ এ সমস্ত কিছুই তো আকাশ থেকে এখনো খ'সে পড়ছে না? ব্রহ্মাণ্ড-কটাহটা এখনো তো ভেঙ্গে চুরে গুঁড়ো-গুঁড়ো হ'য়ে যাচ্ছে না? পৃথিবীটে তো এখনো একটা প্রকাণ্ড জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে রসাতলের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে না? মিথ্যা! মিথ্যা! সম্পূর্ণ মিথ্যা! একি, আমি যেন উন্মাদ হ'য়ে যাচ্ছি। কেমন যেন একটা বিষম তোলপাড় আমার মস্তিষ্কের মধ্য দিয়ে লেগে গেছে। কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা, কিছুই ধারণা করতে পেরে উঠ্‌ছিনে। যাক্‌ - সত্য মিথ্যা যা হয় আগামী কল্যই গিয়ে প্রত্যক্ষ করতে পার্‌বো। যদি সত্য হয়, তবে বুঝ্‌বো সংসারে নারীর ন্যায় বিষধরা আর দ্বিতীয় নাই,—কুহকিনী নারীতে সবই সম্ভব। আর যদি মিথ্যা হয়, তবে জান্‌বো যে, না—যথার্থই নারী দেবী—নারী পুনঃ মন্দাকিনীর পূতঃ অমিয়ধারা! যাই, অবিলম্বে রথ প্রস্তুত করিগে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

কারাগৃহ।

শৃঙ্খলাবদ্ধ রণজিৎ।

রণজিৎ। হাঃ জগদীশ্বর! সকলি তোমার ইচ্ছা। তোমার ইচ্ছাতে পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন কর্‌ছে, রাজা ভিখারী সেজে ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে ল'য়ে পথে পথে হা অন্ন হা অন্ন ক'রে বেড়াচ্ছে। তোমার ইচ্ছাতে কেহ বা বিনা দোষে কারাগারের পূতিগন্ধময় বিষাক্ত বায়ু গ্রহণ ক'রে ক্রমশঃ মৃত্যুর দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হ'চ্ছে, কেহ বা পাপের প্রবল স্রোতে ভেসে ভেসেও অতুল ঐশ্বর্য্য উপভোগ কর্‌ছে। এ সব কি জগদীশ? এর কোন মীমাংসাই যে ক'রে উঠ্‌তে পারি না ভগবান্! এ গোলোকধাঁদার মধ্যে প'ড়ে যে আর বেরোবার পথ দেখতে পাই না হরি! জানি মঙ্গলময়! তোমার মঙ্গল ইচ্ছা লোক-লোচনের অন্তরালে থেকে, ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবের ক্ষীণ বুদ্ধিকে পরাজিত ক'রে সময়ে নিজের বিজয়-ডঙ্কা বাজায় বটে, কিন্তু—কিন্তু পরমেশ! আর যে পারি না! অহরহ এই মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা আর যে সহ্য কর্‌তে পারি না! কে জানে, এই ক্ষুদ্রকে নিপীড়ন ক'রে তোমার কোন্ মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হবে? কে জানে—সংসারের একটা প্রকাণ্ড গোলোকধাঁদা মানুষের চক্ষের উপর রেখে দিয়ে তোমার কোন্ মঙ্গল ইচ্ছা সাধন কর? কেনই বা পুণ্যশ্লোক নলরাজা আজ রাজ্যভ্রষ্ট বনবাসী, কেনই বা সাধ্বী সতী দময়ন্তী রাণী আজ বিপিনবাসিনী, কেনই বা ধর্ম্মাত্মা মন্ত্রী মহাশয় আজ কারাগারের অন্ধকারে প্রতিমুহূর্ত্তেই মৃত্যুর বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি দর্শন কর্‌ছেন? এর একটা কারণও তো উদ্ধার কর্‌তে পারি না ভগবান্!

প্রহরীসহ বেত্রহস্তে পুষ্করের প্রবেশ

পুষ্কর। কর্ত্তব্য স্থির হয়েছে ?

রণজিৎ। কিসের কর্ত্তব্য ?

পুষ্কর। বটে, এতদূর বিস্মৃতি ? কুক্কুর ! আমার নিকট আত্মসমর্পণ কর্‌বার জন্য যে কাল ব'লে গিয়েছিলাম, সেই কর্ত্তব্য। পুনরায় আজ বল্‌ছি, যদি দন্তে তৃণ ক'রে আমার বশ্যতা স্বীকার করিস্‌, তবে এখনি বন্ধনমুক্ত হ'তে পারিস্‌। বল্‌—এখন শীঘ্র বল্‌ ?

রণজিৎ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীবনের স্পন্দন এ দেহে অনুভূত হবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত এক বিন্দু শোণিত এ শরীরে সঞ্চারিত হবে, ততক্ষণ এই নলপদে বিক্রীত দেহের উপর কারো অধিকার নাই। যে জীবন, যে দেহ একবার সেই স্বর্গীয় স্পর্শে পবিত্র হয়েছে, সে জীবন সে দেহ আর কখনো নরকের দুর্গন্ধ বায়ুতে স্পৃষ্ট হ'তে পার্‌বে না।

পুষ্কর। স্পর্দ্ধিত কুক্কুর ! তবে দেখ্‌। [বেত্র প্রহার]

রণজিৎ। [অসহ্য ভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক] ওঃ, একবার—একবার যদি খোলা পেতাম, তা হ'লে পাপিষ্ঠ পুষ্কর ! আজ তোর হৃদ্‌পিণ্ড ছিঁড়ে ফেলে মনের সাধ পূর্ণ কর্‌তাম। প্রহার কর্‌ছিস্‌ কর্‌—যত পারিস্‌ কর্‌ ; মৃত্যু হয়, তাও শ্রেয়ঃ, তথাপি তোর মত পশুর কাছে মস্তক নত কর্‌বো না।

পুষ্কর। মৃত্যুই তোর পক্ষে উপযুক্ত ব্যবস্থা, তবে সে মৃত্যু এক দিনে বা এক মুহূর্ত্তে নয়, এইরূপ প্রতিদিন প্রহারে জর্জ্জরিত হ'য়ে, অনাহারে পিপাসায় জল জল ক'রে তবে তোর মৃত্যু নিশ্চয় জানিস্‌। [পুনঃ প্রহার করিয়া] চল্‌ প্রহরী ! এখন সেই বৃদ্ধ মন্ত্রীটাকে একবার দেখে আসি। যদি দাসত্ব স্বীকার করে উত্তম, নতুবা তারও এই ব্যবস্থা কর্‌তে হবে।

[প্রহরীসহ প্রস্থান।

রণজিৎ। [ভূমিতলে পড়িয়া] উঃ—মৃত্যু ! একবার আয়, আর এই পাষণ্ড পুষ্করের অত্যাচার সহ্য করতে পারি না—আর এই নরাধম পুষ্করের পাপ অভিনয় দেখ্‌তে পারি না। ওহো-হো, কি যন্ত্রণা ! [রোদন]

অদূরে গীতকণ্ঠে মুরলীধরের প্রবেশ।

মুরলীধর —

।

আমি এসেছি রে তোরে করিতে মোচন।
বন্ধন-বেদনা রবে না রবে না আর করিস্ না রে রোদন ॥
আয় রে রাজ-ভক্ত প্রাণধন,
এই মুক্ত ক'রে দি তোর কঠিন বন্ধন,
(আর ভয় নাই) (সেই দুষ্কর পুষ্কর-করে)
(সেই মহাপাপীর পাপ করে)
হ'লো দুঃখ-নিশা অবসান, হাসিবে সুখ-তপন ॥

[বন্ধন মুক্তকরণ]

রণজিৎ। কে তুমি অপার্থিব বালক ? তোমার অলৌকিক শক্তি দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি; তুমি নিশ্চয়ই কোন সামান্য বালক নও। যিনি জীবের বন্ধন মোচন করতে যুগে যুগে এই ধরাধামে অবতারত্ব গ্রহণ ক'রে থাকেন, তুমি সেই গোলোকবিহারী হরি আজ ভূলোকে এসে অবতীর্ণ হয়েছ। এখন সত্য ক'রে বল বালক ! তুমি কে ?

মুরলী। আমি যে সেই মুরলীধর গো ! আমি যে সেই ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনার খেলার সাথী, আমাকে আজ চিন্‌তে পারছ না সেনাপতি মহাশয় ?

রণজিৎ। চিনেছি—চিনেছি, তুমি আমাদের সেই মুরলী ? তুমি

কেমন ক'রে এই সুরক্ষিত কারাগারে প্রবেশ করলে? আর কেমন ক'রেই বা এই দৃঢ় লৌহ-শৃঙ্খল আমার দেখ্‌তে দেখ্‌তে ছিন্ন ক'রে দিলে?

মুরলী। তা বুঝি জান না? আমি এমন গান করতে জানি যে আমার গান শুনলে বনের পশু পর্য্যন্ত বশ না হ'য়ে থাকে না। তেমনি ক'রে প্রহরীকে একটা গান শুনিয়ে বশ ক'রে নিয়ে শেষে আমার সেই জঙ্গলা-বাবাজীর মন্ত্রটা তার কানে শুনিয়ে তাকে অজ্ঞান ক'রে তোমার কাছে চ'লে এসেছি; আর বাঁধন খোল্‌বার মন্ত্রও আমি জান্‌তাম, সেই মন্ত্র প'ড়ে তোমার হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিয়েছি। এখন যাও সেনাপতি মহাশয়! এখনি এখান থেকে পালিয়ে যাও। আমি গিয়ে এখন মন্ত্রী-মহাশয়কে মুক্ত ক'রে দিইগে।

রণজিৎ। আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো মুরলী! তোমার খেলার সাথী ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনা কি বেঁচে আছে?

মুরলী। তাদেরও সেদিন পুষ্করের ঘাতকের কর থেকে বাঁচিয়ে বিশে ক্ষ্যাপার দ্বারা তাদের মামার বাড়ীতে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি।

রণজিৎ। মহারাজের কোন সন্ধান পাওয়া গেছে?

মুরলী। না—এখনও যায়নি, তবে বিদর্ভ-রাজ বিশেষ সন্ধান নিচ্ছেন, শীঘ্রই তাঁকে পাওয়া যাবে। এখন তুমি যাও, আর দেরী ক'রো না! আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে চল্‌লাম। [প্রস্থান।

রণজিৎ। এ তো সাধারণ বালক নয়। হা জগদীশ! তোমারি ইচ্ছা পূর্ণ হোক্। এই পাপ কারাগার হ'তে মুক্ত যখন হয়েছি, তখন আর ভয় করি না। এখন প্রথমতঃ বিদর্ভে যাবো, তারপর সমস্ত পৃথিবী পাতি-পাতি ক'রে মহারাজের অনুসন্ধান করবো।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

অযোধ্যা—প্রমোদ-কক্ষ।

সখীগণ সহ মনোরমার প্রবেশ।

সখীগণ—

গীত।

যাবো প্রেম-সাগরে ভাসিয়া।
প্রেম-তরঙ্গে পুলকিত অঙ্গে পড়িব ঢলিয়া হাসিয়া॥
রস-সাগর নাগর তরে,
প্রেম রেখেছি হৃদয় ভ'রে,
তার পিয়াসু-পরাণে প্রেম-সুধাপানে, তরঙ্গ যাইবে বহিয়া।
বাঁধিব সে মনোচোরে,
কঠিন প্রণয়-ডোরে,
আঁখি-ঠারে জর-জর করিব তাহারে, হৃদি-কারাগারে সদা রাখিয়া॥

[প্রস্থান।

মনোরমা। প্রাণ কাঁদে দিবানিশি গুণাকর তরে।
ক্ষণেকের অদর্শন—
যেন, কত যুগ-যুগান্তর বলি মনে লয়।
ইচ্ছা মনে, সদা তারে চোখে চোখে রাখি।
সাধ হয়, অনন্ত—অনন্ত কাল
তার সেই বাহু-যুগ-পাশে
বাঁধা থাকি পিপাসা মিটাই।
কৈ তবে গুণাকর

এখনও কেন নাহি আসে?
ঐ যে—ঐ যে মোর হৃদয়-সর্ব্বস্ব
ধীরে ধীরে আসিছে এদিকে।

গুণাকরের প্রবেশ।

গুণাকর। মনোরমা!
বিলম্বের হেতু অপরাধ লইও না মোর।

মনোরমা। পিয়াসু চকোরী
সুধাকর বিনা কতক্ষণ পারে তিষ্ঠিবারে?

গুণাকর। নানা বিঘ্ন, নানা বাধা জান তো সকলি?
নতুবা কি লো প্রাণময়ী!
তোমা ছাড়া হই কি কখনো?
মনোরমা! ত্যজি এই গুপ্ত অভিসার,
ইচ্ছা হয় মনে,
প্রকাশ্যে তোমারে ল'য়ে বঞ্চি নিশি-দিন।
নতুবা এই সংসারের বোঝা ল'য়ে,
সর্ব্বদা এই ভীত ভীত-ভাবে,
প্রণয়ের পূর্ণ সুখ নাহি পাই প্রাণে।

মনোরমা। তাই যদি সাধ তব,
তবে গুণাকর!
আজ হ'তে সেই পথ করি নিষ্কণ্টক,
বসাবো তোমারে আমি রাজ-সিংহাসনে।
কি ভয় পুষ্করে?
তৃণ সম দুই হাতে ফেলিব ছিঁড়িয়া।

নিষধের রাজ্যেশ্বর করিব তোমায়,
বসিব তোমার পাশে হ'য়ে রাজ্যেশ্বরী।
কারে ভয়? কিবা ভয়?
সমাজের গর্ব্বিত মস্তকে করি পদাঘাত,
এই ভাবে কণ্ঠ তব করিয়া ধারণ,
দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ রবো চিরকাল।

[বাম হস্ত দ্বারা গুণাকরের কণ্ঠধারণ]

সহসা ছুরিকা-হস্তে পুষ্করের প্রবেশ।

গুণাকর। [তৎক্ষণাৎ একদিকে সরিয়া দাঁড়াইল]

পুষ্কর। গুণাকর! তোমাব এই কাজ? বন্ধুত্বের শেষ অভিনয় এইরূপ তবে? বিশ্বাসঘাতক!

মনোরমা। দেখ—সাবধান! যার জন্য আজ তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, সেই হ'লো বিশ্বাসঘাতক? বল্‌তে লজ্জা করে না?

গুণাকর। দেখ পুষ্কর! তুমি যদি নিজ ভ্রাতৃজায়ার প্রতি পাষণ্ডোচিত ব্যবহার কর্‌তে উদ্যত হ'য়েও বিশ্বাসঘাতক না হ'য়ে থাক, তবে আমিই বা হবো কেন? জেনে রেখো, যে কামুক পুরুষ পরস্ত্রী লাভের জন্য সর্ব্বদা লালায়িত, তেমন পুরুষের নিজ স্ত্রীর অবস্থা এইরূপই হ'য়ে থাকে। যাক্—আমার এখানকার অভিনয় শেষ হয়েছে, এখন প্রস্থান কর্চ্ছি। আর দেখ্‌তে পাবে না, যাবার সময়ে পরিচয় দিয়ে যাচ্চি—আমি স্বয়ং কলি; আমার কার্য্যই এইরূপ জেনো।

[প্রস্থান

মনোরমা। যেও না—যেও না গুণাকর! দাঁড়াও—দাঁড়াও, আমিও তোমার সঙ্গে যাবো। [প্রস্থানোদ্যত]

পুষ্কর। [সজোরে মনোরমার হাত ধরিয়া] কোথা যাবি পাপীয়সি ?

মনোরমা। ছাড় আমায়, আমার যেখানে খুসী যাবো।

পুষ্কর। বিষধরী নারী ! তোর রসনায় এত তীব্র বিষ লুক্কায়িত ছিল ?

মনোরমা। তবে দাও না ছেড়ে, বিষধরীকে ধ'রে রাখ্‌ছ কেন ?

পুষ্কর। ধ'রে রাখ্‌ছি কেন ? এখনও বুঝ্‌তে পারিস্ নাই ? এই শাণিত ছুরিকা তোর ঐ বিষভরা বুকে বসিয়ে দিয়ে বিষের ভাণ্ডার নিঃশেষ ক'রে ফেল্‌বো।

মনোরমা। তুমি আমাকে মার্‌বে ? হাঃ-হাঃ-হাঃ !

পুষ্কর। কুলটা ! এখনি দেখ্‌তে পাবি।

মনোরমা। সে যখন দেখ্‌তে হয় দেখা যাবে, এখন আমার হাত ছেড়ে দাও। [ছাড়াইতে চেষ্টা]

পুষ্কর। সাধ্য কি যে, তুই আজ পুষ্করের হাত হ'তে অব্যাহতি পাস্।

মনোরমা। আমাকে মেরে ফেল্‌তে চাও ?

পুষ্কর। এখনো বেঁচে আছিস্, এর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দে।

মনোরমা। তোমার মুখে ঈশ্বরের নাম, বড় হাসি পাচ্ছে !

পুষ্কর। পাপীয়সি ! এখনো বিদ্রূপ ?

মনোরমা। শুধু আমি কেন, যত দিন বেঁচে থাক্‌বে, তত দিন জগতের লোকে তোমাকে এইরূপ বিদ্রূপ কর্‌বে—এইরূপ টিট্‌কারী দেবে। নিজের জ্যেষ্ঠ ভাইকে যে কপট পাশায় হারিয়ে রাজ্যভ্রষ্ট বনবাসী কর্‌তে পারে, আবার সেই ভ্রাতুষ্পুত্র-কন্যাকে যে নৃশংসভাবে বলি দিতে উদ্যত হ'তে পারে এবং মাতৃসমা ভ্রাতৃজায়াকে বনের মধ্যে যে সতীত্বনাশের জন্য আক্রমণ কর্‌তে পারে, তার মুখে আজ আবার ঈশ্বরের নাম ? এ যে নিতান্ত হাসির কথা !

পুষ্কর। হাঁ, আমি পাপী—মহাপাপী স্বীকার করি, সে কার জন্য ?

সে তোর মত রাক্ষসী নারীর মনস্তুষ্টির জন্য, সে তোরই পরামর্শে—সে তোরই যাদু-মন্ত্রে—সে এক তোরই কুহকে।

মনোরমা। থাক্—এখন তুমি আমায় ছেড়ে দেবে কি না বল ?

পুষ্কর। না—কখনই না।

মনোরমা। যে কলঙ্ক রটিয়ে ফেলেছি, তার যখন আর কখনো অপনয়ন হবে না, তখন আমাকে মেরে ফেলে আর তোমার লাভ কি হবে ? তার চেয়ে আমাকে জন্মের মত ছেড়ে দাও, আমি আমার পথ দেখিগে।

পুষ্কর। ওঃ—নারী যখন সতী-ধর্ম্মকে পদাঘাত করে, তখন সে কত ভীষণা কত ভয়ঙ্করী হয়, তা আজ তোকে দিয়ে প্রত্যক্ষ কর্‌লাম। না—আর সময়ক্ষেপ কর্‌বো না, এইবারই শেষ ক'রে ফেলি। [ছুরিকা উত্তোলন]

মনোরমা। [সভয়ে চীৎকার-পূর্ব্বক] ওগো ! ওগো ! মেরো না—মেরো না ! তোমার দুটি পায়ে ধরি, আমাকে মেরো না।

পুষ্কর। পাপিষ্ঠা ! এখনো মর্‌তে ভয় ?

মনোরমা। হাঁ—বড় ভয়, বড় ভয় ! ওগো, এখন আমার সকল সাধ মেটেনি, এখনো আমার রূপ-যৌবনে কালিমা পড়েনি ; আমাকে তুমি মেরো না।

পুষ্কর। এই মেটাচ্ছি !

[মনোরমার বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

নেপথ্যে। উঃ—উঃ—[যন্ত্রণাসূচক আর্ত্তনাদ]

বেগে সুলোচনার প্রবেশ।

সুলোচনা। ওগো ! ওগো ! কি রক্তের ঢেউ গো ! যেন নদী ব'য়ে যাচ্ছে। দিদিমণির সাধের যৌবন আজ রক্তের ঢেউয়ে ভেসে গেল। এখন

আমি কি করি? ছোট রাজা যেরূপ ক্ষেপে গেছে, তাতে যদি জান্‌তে পারে যে আমিই এই কাজের প্রধান ঘট্‌কী, তা হ'লে তো আমারও মুণ্ডু ঘাড় থেকে এখনি খসিয়ে দেবে। এখন ভাব্‌ছি, কেনই বা ছোট রাজাকে আজ এই গুপ্ত-প্রেমের সন্ধান ব'লে দিলাম? বেশ ছিলাম, দিদিমণির কাছে আদরে-যত্নে বেশ ছিলাম, কিন্তু বিধাতা সে সুখ আমার সইতে দিলেন না। ঐ-ঐ ছোট রাজা এই দিকে আস্‌ছেন, আমি এখন পালাই।

[বেগে প্রস্থান।

রক্তাক্ত ছুরিকা-হস্তে উন্মত্তপ্রায় পুষ্করের প্রবেশ।

পুষ্কর। হাঃ-হাঃ হাঃ, করেছি—করেছি, মনোরমাকে হত্যা করেছি, রাক্ষসী বিশ্বাসঘাতিনীকে নিপাত করেছি, আর চাই কি? কি আনন্দ! কি আনন্দ! এখন সেই পিশাচ বিশ্বাসঘাতক গুণাকরটা কোথায়? তার বুকে এই রক্তাক্ত ছুরি আমূল বসিয়ে দিতে পার্‌লে তবে যজ্ঞের পূর্ণাহুতি সমাধা হয়। ওহো-হো, কি বিশ্বাসঘাতকতা—কি বন্ধুদ্রোহিতা! যাকে বিশ্বাস ক'রে অভিন্নহৃদয় জ্ঞানে এতদিন দুগ্ধদানে কাল-সর্প পুষে ছিলাম, আজ তার সমুচিত ফল লাভ করেছি। আর যে মনোরমাকে আজীবন কণ্ঠরত্ন জ্ঞানে কণ্ঠে ধারণ ক'রে এসেছি, যার সন্তুষ্টির জন্য আমার দেব-দুর্লভ জ্যেষ্ঠকে পথের ভিখারী ক'রে ছেড়েছি, সেই মনোরমা আজ কুলটা—ব্যাভিচারিণী! ছিঃ-ছিঃ! যাই, এখন গুণাকরের সন্ধান করিগে। পাপিষ্ঠ চ'লে গেল! সে স্বয়ং কলি; হোক্—তা হ'লেও তার দেখা পেলে এই শাণিত ছুরিকা সেই বিশ্বাসঘাতকের বক্ষ-রক্ত পান কর্‌বে। যাই—যাই।

[বেগে প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে বিশে-ক্ষ্যাপার প্রবেশ।

বিশে-ক্ষ্যাপা।—

গীত।

এবার ঠিক্ হয়েছে—বেশ।
ন পরে, নিষধপুরের পাপের খেলার শেষ।
নারীর পাপে ধরা পুড়ে যায়,
কত নন্দন কানন নারীর পাপে
হ'য়ে যায় মরুভূমির প্রায়
পাপিনী নারীর কথা কব কত হায়,
কত রসাতলে যায় দেশ॥

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

বিদর্ভ—অশ্বশালা।

বাহুক-বেশে নলরাজ।

নল। রজনী প্রভাতা।
হাসে দিনমণি ঐ দিগ্‌বালা কোলে,
প্রফুল্ল কুসুমরাশি উদ্যান মাঝারে,
সৌরভে আকুল অলি লুব্ধ মধুপানে,
গাহে পিক পিক-বধূসনে পঞ্চমে মধুরে,
সরসে সারস-কুল ভাসে পদ্মদলে,
প্রকৃতি সুষমাময়ী তরুণ অরুণে।

বিদর্ভের সৌধ-চূড়া চুম্বি নীলাম্বর,
সারি সারি সজ্জিত সুন্দর !
এক দিন—মনে পড়ে এক দিন
এসেছিনু চতুরঙ্গ দলে
বর-বেশে বিদর্ভ-নগরে ।
কিন্তু হায়,
সেই দিন আর এই দিন কত ব্যবধান !
যারে আমি আত্মাগত প্রাণ জানি,
প্রাণের নিভৃত দেশে অতি সন্তর্পণে
রেখেছিনু এক দিন একান্ত যতনে,
আজি সেই দুগ্ধপুষ্ট বিষধরী সম
দংশিল বিষম মম মরম প্রদেশে ।
আজি সেই কুলটা রাক্ষসী,
পতি ত্যজি উপপতি করিতে বরণ,
বিরচিছে বরমাল্য হয় তো এখন !
দূর হোক্ কুলটা-প্রসঙ্গ,
যা রে স্মৃতি বিস্মৃতির নীরে !
আজি আমি বাহুক-সারথি ।

ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনা-সহ সুশীলার প্রবেশ ।

সুশীলা । [দূর হইতে স্বগত] ওমা ! ও কে ? ও যে দেখ্‌ছি এক জন কিম্ভূত-কিমাকার, এ আবার নলরাজ হবে কোত্থেকে ? সখীর যেমন কাজ ! যাই হোক্, যখন এসেছি, তখন একবার জিজ্ঞাসা-বাদ ক'রেই যাই । [নিকটে আগমন]

নল। [দেখিয়া স্বগত]
হতভাগ্য ইন্দ্রসেন ইন্দ্রসেনা ঐ,
এখনও বেঁচে আছে ?
হায়—তোরা না মরিলি কেন
সেই পুষ্করের করে ?
কলঙ্কিনী মাতৃনাম মুখে উচ্চারিতে,
এখনও বেঁচে তোরা আছিস্ সংসারে ?

সুশীলা। মহাশয় বোধ হয় এখানে নূতন এসেছেন ?

নল। হাঁ।

সুশীলা। মহাশয়ের পরিচয় জান্‌তে পারি কি ?

নল। বিশেষ প্রয়োজন যদি না থাকে, তবে না জান্‌লেই ভাল হয়।

সুশীলা। মহাশয়ের রথচালনার আশ্চর্য্য শক্তিই যে মহাশয়কে জান্‌বার আগ্রহ জন্মিয়ে দিচ্ছে। এক রাত্রি মধ্যে কোথায় অযোধ্যা, আর কোথায় বিদর্ভনগরে চ'লে এসেছেন, এরূপ রথচালনার শক্তি একমাত্র নলরাজেরই আছে ব'লে জানা ছিল।

নল। সে নামটা আর এখন মুখে না আন্‌লেই ভাল হয়।

সুশীলা। সে কি কথা মহাশয়! তিনি যে পুণ্যশ্লোক নলরাজ, তার নাম নেবো না তো কার নাম নেবো তবে ?

নল। [ব্যাঙ্গভাবে] তাই বুঝি তাঁর পুণ্যশ্লোকা মহিষী দময়ন্তী পুনঃ- স্বয়ম্বরা হ'য়ে সতীধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দেখাতে মনস্থ করেছেন ?

সুশীলা। সামান্য সারথীর মুখে এরূপ বিদ্রূপোক্তি কম স্পর্দ্ধার কথা নয়! এটা আপনার অযোধ্যার অশ্বশালা নয়, সেটা বেশ মনে রেখে কথা বল্‌বেন

নল। সামান্য সারথী হ'য়েও যে সত্য কথা বল্‌তে ভীত হয় না, এটা কি মহাশয়া এই প্রথম প্রত্যক্ষ কর্‌লেন ?

সুশীলা। আমি স্ত্রীলোক না হ'লে মহাশয়কে এ ঔদ্ধত্যের জন্য আজ বিশেষরূপ আত্মগ্লানি ভোগ করতে হ'তো।

নল। আপনি বোধ হয় সেই পতিব্রতা দময়ন্তীরই একজন প্রধান সহচরী হবেন সন্দেহ নাই!

সুশীলা। অশ্বচালনা ব্যতীত গণনা-কার্য্যেও দেখ্‌ছি মহাশয় বিশেষ অভিজ্ঞ।

নল। যাক্—আপনার যদি অন্যত্র কোনও কাজ থাকে, তবে যেতে পারেন বৃথা বাদানুবাদে লাভ নাই।

সুশীলা। হ্যাঁ—যে জন্য আসা. সে যখন হ'য়ে গেল, তখন আর আমারও এখনে বিলম্ব করবার প্রয়োজন দেখি না।

নল। এখানে আসবার কারণটা জানতে পারি কি?

সুশীলা। পূর্ব্বেই তো বলেছি, মহাশয়ের রথচালনার কৌশল শুনে মহাশয়কে দেখ্‌তে এসেছি, এখন সখীকে আমার বলি গিয়ে যে, তিনি যদি আজ স্বয়ম্বরে অযোধ্যাপতি ঋতুপর্ণকেই বরমাল্য প্রদান করেন, তা হ'লে যেন ভবিষ্যতে এই প্রগল্‌ভ সারথিটীর ধৃষ্টতার প্রতিশোধ নিতে কোনরূপে বিস্মৃত না হন্।

নল। [আত্মবিস্মৃত হইয়া] তেমন কুলটা নারী যে রাজের মহিষী—[স্বগত] থাক্—আমি যে এখন বাহুক-সারথী, পরের অন্নদাস ভৃত্য। [নিঃশব্দে পদচারণা করিতে লাগিলেন]

ইন্দ্রসেনা। [জনান্তিকে] দেখ দাদা! সারথিটী কেমন কুৎসিৎ, তবুও কিন্তু দাদা! ওকে দেখে যেন ওঁকে পিতার ন্যায় ভক্তি করতে ইচ্ছা করছে।

ইন্দ্রসেন। [জনান্তিকে] কথাটা তুমি ব'লে ফেল্লে ইন্দ্রসেনা! কিন্তু এসে অবধি আমার মনেও ঠিক ঐরূপ ভাব জেগে উঠেছে।

ইন্দ্রসেনা। [জনান্তিকে] বল্‌তে লজ্জা কি, আমার যেন সাধ হ'চ্ছে যে এখনি ওঁর কোলে গিয়ে বসি ; সুশীলা দিদি পাছে রাগ করে, সেই ভয়ে পার্‌ছি না। দেখ না, সুশীলা দিদি ওঁর সঙ্গে কত ঝগড়া কর্‌ছে!

ইন্দ্রসেন। [জনান্তিকে] দেখ না, সুশীলা দিদি যেন কি শক্ত কথা বলেছে, তাই উনি মুখখানি কালী ক'রে রয়েছেন।

নল। [স্বগত] তবু স্নেহ টানে
সন্তানেরে বক্ষে রাখিবারে।
তবু মন চায়,
একবার ঐ দুটী সুন্দর বদন
স্নেহভরে করিতে চুম্বন।
কিন্তু হায়—হেন ভাগ্যহীন আমি,
পিতা হ'য়ে পুত্রস্নেহ নারি প্রকাশিতে।
হায় রে কুলটা নারী!
শুধু তোরই তরে
হেন বিড়ম্বনা আজি হইল ভুঞ্জিতে।

সুশীলা। [স্বগত] নিশ্চয়ই ইনি নলরাজ, কিন্তু সে রূপ কোথায় গেল? দেখি, আরো একটু পরীক্ষা ক'রে। [প্রকাশ্যে] এস ইন্দ্রসেন, ইন্দ্রসেনা! এখন এখান থেকে যাই।

ইন্দ্রসেনা। না দিদি! আর একটু দাঁড়া।

ইন্দ্রসেন। দিদি! তুই রাগ কর্‌বি না তো? আমাদের যেন ওঁর কাছ থেকে যেতে ইচ্ছে কর্‌ছে না।

সুশীলা। তা কর্‌বে না বই কি! তোমাদের মায়ের নিন্দা কর্‌ছেন কি না! যে মায়ের নিন্দা করে, তার কাছে সন্তানের দাঁড়াতে নেই। চল—এখন চল।

ইন্দ্রসেনা। হ্যাঁ, উনি বুঝি আগে নিন্দা কর্‌লেন ? তুমিই তো আগে ওঁকে রাগিয়ে দিলে।

সুশীলা। [স্বগত] এও একটা প্রমাণ বটে, নইলে অজ্ঞাতসারে এদের অমন টান এলো কিরূপে ? দেখি আরো একটু ! [প্রকাশ্যে] এস ইন্দ্রসেন ইন্দ্রসেনা ! মাতৃনিন্দাকারীর কাছে থাকৃতে নেই।

নল। আচ্ছা, এরা একটুকাল এখানে থাক্ না কেন ? তুমি বরং যাও। বেশ ছেলে-মেয়ে দুটী ; এস—তোমরা কাছে এস।

সুশীলা। [স্বগত] হুঁ ! এর নাম ছেলের টান—এক রক্তের সম্বন্ধ ! এ কিছুতেই নল না হ'য়ে যায় না। তবে চেহারাটা এমন বদ্‌লে গেল কেমন ক'রে, তাই ভাব্‌ছি। আরও পরীক্ষা করতে হবে।

নল। [ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনাকে কোলের কাছে লইয়া স্বগত] আঃ—কি স্পর্শ-সুখ ! বালক-বালিকার প্রতি অঙ্গের প্রত্যেক লোমকূপ হ'তে যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় সুধারস বিনির্গত হ'য়ে আমাকে প্লাবিত ক'রে ফেল্‌ছে।

সুশীলা। আপনি তো দেখ্‌ছি মন্দ লোক নন্। এদিকে এদের মাতৃ-নিন্দা কর্‌ছেন, অথচ সেই মায়ের সন্তানদের আবার কোলের মধ্যে টেনে নিচ্ছেন। এ কি রকম ধারা, বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।

নল। ঠিক এইরূপ আকৃতিরই আমার দুটী পুত্র-কন্যা আছে, এই বালক-বালিকাকে দেখে আমার সেই পুত্র-কন্যার মুখ মনে প'ড়ে গেল ; তাই এদিগে কোলে টেনে নিয়েছি।

সুশীলা। মহাশয় কতদিন স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ছেড়ে বিদেশে বাস কর্‌ছেন ?

নল। সে অনেক দিন হ'লো।

সুশীলা। এবারে দেশে গিয়ে দেখ্‌বেন যে, তিনিও হয় তো নূতন পতি গ্রহণ ক'রে ব'সে আছেন।

নল। হাঁ! এত দিনে বুঝ্‌তে পেরেছি যে, নারী-জাতির অসাধ্য কিছুই নাই। বিষধরী নারীতে সকলি সম্ভব।

সুশীলা। মহাশয় তো দেখ্‌ছি কেবল নারী-নিন্দাই কর্‌ছেন, কিন্তু যে পুরুষ বনের মধ্যে ঘুমন্ত পত্নীকে পরিত্যাগ ক'রে পালিয়ে যেতে পারে, তেমন পুরুষের নাম কি একটীও মহাশয়ের কর্ণে প্রবেশ করে নাই?

নল। যাও রমণী! তুমি বালক-বালিকা ল'য়ে এখান থেকে চ'লে যাও, আর ও সব তর্ক-বিতর্কে প্রয়োজন নাই।

সুশীলা। এস গো তোমরা, চ'লে এস।

নল। যাও স্নেহময় কুসুম দুটী! তোমরা এখন গৃহে যাও।

ইন্দ্রসেনা। আবার কখন আসবো?

নল। যদি বাড়ী থেকে আস্‌তে দেন, তবে যখনই ইচ্ছা হবে তখনি আস্‌তে পার।

ইন্দ্রসেন। আপনি তো অনেক যায়গায় গিয়ে থাকেন, আমাদের পিতাকে কোথাও দেখ্‌তে পেয়েছেন? তাঁকে আমরা অনেক দিন দেখ্‌তে পাই না। পিতার জন্য আমাদের প্রাণ বড় কাঁদে; মাও তাঁর জন্য দিবারাত্র কেঁদে কেঁদে সারা হ'চ্ছেন।

নল। [স্বগত] কি বলে বালক? যে ভ্রষ্টা নারী পুনঃ-স্বয়ম্বরা হ'তে যায়, সে আবার তার পূর্ব্ব স্বামীর জন্য কেঁদে কেঁদে সারা হবে কেন? তবে কি দময়ন্তী মিথ্যা—না—তাই বা ভাবি কেন? আমি যে স্বচক্ষে স্বয়ম্বরের নিমন্ত্রণ-পত্রিকা দেখেছি।

সুশীলা। [স্বগত] যাই এখন, অন্তরালে থেকে ইনি বিনা অগ্নিতে রন্ধন করেন কি না, তাই দেখ্‌তে হবে। [প্রকাশ্যে] এস তোমরা।

নল। [স্বগত] বুকে পেয়েও পুত্র-কন্যার মুখচুম্বন কর্‌তে পার্‌লাম না। বহু কষ্টে ধৈর্য্য সংগ্রহ ক'রে হৃদয়ের স্নেহ-আবেগ সম্বরণ ক'রে রেখেছি।

যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া কলির প্রবেশ।

কলি। পরিত্রাহি—পরিত্রাহি, রক্ষা কর—রক্ষা কর! যন্ত্রণায় জীবন যায়, বিষম বৃশ্চিক-বিষে জর্জ্জরিত হ'য়ে অস্থির হ'য়ে উঠেছি, আমাকে রক্ষা কর মহারাজ! তুমি ভিন্ন কেউ আর আমাকে এই দারুণ যন্ত্রণার কর ত উদ্ধার কর্‌তে পার্‌বে না।

নল। কে তুমি ভীত শরণাগত পুরুষ?

কলি। আমি মহাপাপী কলি, আমিই পুষ্করের বন্ধু গুণাকর সেজে তোমাকে রাজ্যভ্রষ্ট বনবাসী করিয়ে ছিলাম, আমিই তোমার হৃদয়ে বাস ক'রে তোমাকে ঐ কুৎসিত রূপে পরিণত করেছিলাম। কিন্তু আজ আমি বিষম কর্কটক-বিষে জর্জ্জরিত হ'য়ে তোমার অন্তর হ'তে চির-অন্তর্হিত হ'চ্ছি। আমাকে ক্ষমা কর মহারাজ! আমি আর কখনো তোমার রাজত্বে কিংবা তোমার পুণ্যশ্লোক নাম যেখানে উচ্চারিত হবে, সে স্থানে পর্য্যন্ত আস্‌বো না। এখন আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি, ব'লে দাও মহারাজ?

নল। তুমি নিজের মুখেই যখন আত্ম-দোষ প্রকাশ করেছ এবং আত্মগ্লানি ভোগ করেছ, তখন আর আমার কাছে কাতর প্রার্থনা কর্‌তে হবে না। যাও, এখন সংসার হ'তে চির-বিদায় গ্রহণ কর।

কলি। ধন্য—ধন্য মহারাজ নল! তবে বিদায়।

[প্রস্থান।

নল। যাই এখন রন্ধনের উদ্যোগ করিগে।

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

বিদর্ভ-নগর—কক্ষ।

দময়ন্তীর প্রবেশ।

দময়ন্তী। তাই তো, কি ক'রে বস্‌লাম! সুশীলার ফিরে আস্‌তে বিলম্ব দেখে যে মনে সন্দেহ আরও বেড়ে যাচ্ছে। ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্র-সেনাকেও নিয়ে গেছে, তাদের দেখে তিনি যদি আমার স্বয়ম্বরের কথা শুনে ঘৃণায় চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত করেন, তা হ'লে? তা হ'লে তো আমার সকল আশাই নিষ্ফল। ভগবান! তুমিই ভরসা; অন্তর্য্যামিন্! তুমি তো সবই জান্‌তে পার্‌ছ।

হাস্যমুখে সুশীলার প্রবেশ।

সুশীলা। খুবই ভাব্‌ছ বুঝি দিদিমণি?

দময়ন্তী। বল্ সুশীলা! আগে বল্, তাঁকেই কি দেখ্‌তে পেলি?

সুশীলা। তুমি যা দেখ্‌তে ব'লে দিয়েছিলে, তাই দেখ্‌লাম। সেই বিনে আগুনে রাঁধবার কথা যা ব'লে দিয়েছিলে, গিয়ে ঠিক তাই দেখ্‌লাম দিদিমণি!

দময়ন্তী। [স্বগত] সুশীলার কথায় বোধ হ'চ্ছে, তিনিই বটে! [প্রকাশ্যে] আর কি দেখ্‌লি সুশীলা?

সুশীলা। প্রথম বারে গায়ের রংটা খুব কালোই দেখেছিলাম, শেষে যখন ফের গিয়ে দেখ্‌লাম, তখন আর সে কাল রং নাই; সেই যেমন পূর্ণিমার চাঁদ, তেম্‌নিই। বোধ হয় কোন মন্তর-টন্তরের গুণে গায়ের রং ওরূপ বদ্‌লে ফেলেছিলেন।

দময়ন্তী। ইন্দ্রসেন আর ইন্দ্রসেনা কোথায় ?

সুশীলা। প্রথম তাদের নিয়েই লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁর বিনা আগুনে ভাতরান্না দেখ্‌ছিলাম ; শেষে যখন ফের গেলাম, তারপর সব পরিচয় যখন হ'য়ে গেল, তখন আর তিনি তাদের ছাড়্‌লেন না ; তাদের দুটীকে কোলের মধ্যে ক'রে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন।

দময়ন্তী। [স্বগত] তবে আর কোন সন্দেহই নাই। কিন্তু আমি কি কর্‌লাম ! আমি যে জগতের সতী রমণীর নামে বিষম কলঙ্ক-কালি ঢেলে দিয়েছি। হায়, তিনি কি ভাব্‌বেন ? তিনি কি মনে কর্‌বেন ? আমি হতভাগিনী নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য কি ক'রে বস্‌লাম ! চির-পতিব্রতা আর্য্য-নারীর মুখ হাসালাম ! অন্তর্যামি ! তুমিই ভরসা। [প্রকাশ্যে] সুশীলা ! তিনি আমার এই গুপ্ত উদ্দেশ্যের কথা কি জান্‌তে পেরেছেন ?

সুশীলা। আমি কি আর জানাতে কিছু বাকী রেখেছি ! আমি সবই ব'লে ফেলেছি, তাই তো অত কান্না !

দময়ন্তী। [স্বগত] ওঃ—ভগবান্ ! রক্ষা কর্‌লে। [প্রকাশ্যে] এখন তাঁকে আন্‌বার কি উপায় কর্‌বো সুশীলা ?

সুশীলা। কিছুই কর্‌তে হবে না, নিজেই এসে হাজির হবেন। ইন্দ্রসেন আর ইন্দ্রসেনাকে নিয়ে এখনি আস্‌বেন, সে কথাও আমাকে ব'লে দিয়েছেন। ঐ যে—বল্‌তে না বল্‌তে !

নলের দুই হস্ত ধরিয়া ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনার প্রবেশ।

ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনা। মা ! মা ! এই যে, বাবাকে আমরা ধ'রে নিয়ে এসেছি। এই দেখ—এই দেখ।

নল। [আবেগের সহিত] দময়ন্তি ! দময়ন্তি ! আমাকে ক্ষমা কর।

দময়ন্তী। মহারাজ ! মহারাজ ! আমাকে ক্ষমা করুন।

নল। এখনও রাজ-সম্বোধন দময়ন্তী?

দময়ন্তী। আমার কাছে সে সম্বোধন চিরদিনই পাবে। তুমি যে আমার সেই নিষধেশ্বর মহারাজ, আর আমি যে তোমার সেই চির-আদরিণী রাণী।

বিশে-ক্ষ্যাপাকে সঙ্গে লইয়া মন্ত্রী ও রণজিতের প্রবেশ।

বিশে, মন্ত্রী ও রণজিৎ। [একসঙ্গে] এই যে, মহারাজ! মহারাজ!

[সকলের নলের পদতলে পতন]

নল। [বিস্মিত হইয়া] দময়ন্তী! দময়ন্তী! একি? স্বর্গের কোনও স্বপ্ন দেখ্‌ছি, না একটা সত্যের আলোক আমার সম্মুখে এনে ধরেছ?

দময়ন্তী। এ সবই সত্য মহারাজ! ঐ দেখুন—কে আস্‌ছেন।

বেগে উন্মত্ত পুষ্করের প্রবেশ।

পুষ্কর। [উচ্ছ্বাসের সহিত] দাদা! দাদা! [পদদ্বয় ধরিয়া] এই পা ধরেছি, আর পা-ছাড়া কর্‌বেন না।

নল। ভাই! ভাই! ওরে ভাইরে আমার! আয়—আয় বুকে আয়।

[পুষ্করকে আলিঙ্গন করণ]

দময়ন্তী। দেবর! দেবর! অদৃষ্টের কথা সব ভুলে যাও। ভগ্না মনোরমা কেমন আছে?

পুষ্কর। ব'লো না—ব'লো না,—সে ডাকিনী—রাক্ষসী—কাল-সাপিনীর কথা আর ব'লো না। সে আমাকে দংশন ক'রে আমার হস্তেই আবার নরকে গেছে; তার নাম আর তুলো না। মা! মাগো! আর আমার মুখ দেখাবার মুখ নাই। তোর ছেলেকে মহা-নরকের কুম্ভীপাক হ'তে হাত ধ'রে তুলে উঠা মা! [অশ্রুমোচন]

দময়ন্তী। স্থির হও দেবর! বিধিলিপিকে কেউ খণ্ডন করতে পারে না।

বিদর্ভরাজ ভীম ও রাণীর প্রবেশ।

উভয়ে। এই যে—এই যে, আবার আমাদের আনন্দের হাট বসেছে।

~~সকলে। জয় নিষধপতি পুণ্যশ্লোক নলরাজার জয়!~~

বিশে। এতদিনে বিশে-ক্ষ্যাপার পুনর্জ্জন্ম হ'লো। জানি না, এ কি মাহেন্দ্রক্ষণ—কি শুভযোগ! অকস্মাৎ এই মুহূর্ত্তে আমার মোহ-আঁধার কেটে গেল, আমার চিত্ত-বিকার তিরোহিত হ'লো। মহারাজ! আমিও দৈব-চক্রে ভ্রাতৃ-বিদ্বেষে পতিত হ'য়ে সর্ব্বস্ব হারিয়েছিলাম, তারপর উন্মাদ-রোগগ্রস্ত হ'য়ে জগতের নানা স্থান ভ্রমণ ক'রে বিশে-ক্ষ্যাপা হ'য়ে নিষধরাজ্যে প্রবেশ করেছিলাম। এত দিনে বুঝ্‌লাম যে—যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ"।

নল। আজ যথার্থই আমরা কোন্ পুণ্যফলে জানি না, ঘটনার প্রবাহে ভাস্‌তে ভাস্‌তে এসে তৃণগুচ্ছের ন্যায় এই এক সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছি। জগদীশ্বর! তোমার আশ্চর্য্য লীলা। ভাল, মহারাজ ঋতুপর্ণ কোথায়?

ভীম। তিনি প্রকৃত বৃত্তান্ত জান্‌তে পেরে লজ্জায় ম্রিয়মান হ'য়ে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে স্বরাজ্যে প্রস্থান করেছেন।

পুষ্কর। চলুন দাদা! আজ এই মাহেন্দ্রক্ষণ থাক্‌তে থাক্‌তে সকলে একসঙ্গে সম্মিলিত হ'য়ে নিষধ যাত্রা করি। আর সেই পুণ্য সিংহাসনে, নলরাজকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে, ঐ চরণ-যুগল সেবা কর্‌তে কর্‌তে এই পাপ-জীবনের শেষ আশা পূর্ণ করি।

সকলে। জয় পুণ্যশ্লোক নলরাজের জয়!

গীতকণ্ঠে পুরবালাগণের প্রবেশ।

পুরবালাগণ।—

গীত।

আজি ভুবন ভাতিল আলোকে।
এই স্বরগের সুধা প্রাণ ভ'রে পান কর রে সদা ভূলোকে ॥
আঁধার আকাশে চাঁদিমার হাসি,
ঐ বাজিছে মধুর মিলনের বাঁশী,
পোহালো মোদের তামসী নিশি, উদিল ভানু পলকে।
পবিত্র চরিত্র নল-দময়ন্তী কথা,
ভারতে ভারতে রয়েছে যে গাঁথা,
সে গাঁথা গাহিয়া অঘোরের জীবন (আজি) উঠিল নাচিয়া পুলকে ॥

[সকলের প্রস্থান

যবনিকা

সমাপ্ত।

लोअर मॅट्रीकच्या विद्यार्थ्यांकरिता

नागरिकशास्त्राची पूर्ण तयारी

लेखक
श्री. ल. कृ. खवरे
बी. ए.